মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০২০

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘বিধবা ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্যে রত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে মুজাহিদের ন্যায়। অথবা রাত্রি জাগরণকারী ও ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়’ *(বুখারী হা/৫৩৫৩)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة أدبيـــة ودينيـــة

جلد : ٢٣، عدد : ١١، ذوالحجة ومحرم ١٤٤١-٤٢ھ/ أغسطس ٢٠٢٠م

رئيس مجلس الإدارة : **الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب**

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : হাজিয়া সোফিয়া মসজিদ। তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অবস্থিত ঐতিহাসিক এই স্থাপনাটি ৫৬৭ সালে গীর্জা হিসাবে নির্মিত হয়। অতঃপর ১৪৫৩ সালে ওছমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ একে মসজিদে পরিণত করেন। ১৯৩৪ সালে এটিকে জাদুঘরে পরিণত করা হয়। অতঃপর গত ১০ই জুলাই এটিকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তরিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهريـــة ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK, which has been running since September 1997 from the city of Rajshahi, Bangladesh. It is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, which has been calling Mankind to Salafi Path, based on pure Tawheed and Saheeh Sunnah following the explanations of the honoured Sahaba & Salaf-i- Saleheen. This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are : 1. Editorial 2. Dars-i-Quran 3. Dars-i-Hadeeth 4. Research Articles. 5. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 6. Economics 7. Wonder of Science 8. Health 9. Agriculture 10. News : Home & Abroad & Muslim world 11. Pages for Women 12. Children 13. Poetry 14. Fatawa and 15. Other contemporary subjects.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১-৪২ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৭

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ আগস্ট	১০ যিলহজ্জ	১৭ শ্রাবণ	শনিবার	৪ : ০৫	৫ : ২৮	১২ : ০৫	৩ : ২৯	৬ : ৪২	৮ : ০৪
০৫ ”	১৪ ”	২১ ”	বুধবার	৪ : ০৮	৫ : ২৯	১২ : ০৪	৩ : ২৯	৬ : ৪০	৮ : ০১
১০ ”	১৯ ”	২৬ ”	সোমবার	৪ : ১৭	৫ : ৩২	১২ : ১১	৩ : ৩৮	৬ : ৩৬	৮ : ০৫
১৫ ”	২৪ ”	৩১ ”	শনিবার	৪ : ১৪	৫ : ৩৪	১২ : ০৩	৩ : ২৯	৬ : ৩২	৭ : ৫২
২০ ”	২৯ ”	০৫ ভাদ্র	বৃহস্পতি	৪ : ২৩	৫ : ৩৫	১২ : ০৯	৩ : ৩৭	৬ : ২৮	৭ : ৫৫
২৫ ”	০৫ মুহাররম	১০ ”	মঙ্গলবার	৪ : ১৯	৫ : ৩৭	১২ : ০১	৩ : ২৮	৬ : ২৪	৭ : ৪২
০১ সেপ্টেম্বর	১২ মুহাররম	১৭ ভাদ্র	মঙ্গলবার	৪ : ২৩	৫ : ৪০	১১ : ৫৯	৩ : ২৬	৬ : ১৭	৭ : ৩৪
০৫ ”	১৬ ”	২১ ”	শনিবার	৪ : ২৫	৫ : ৪১	১১ : ৫৭	৩ : ২৫	৬ : ১৩	৭ : ৩০
১০ ”	২১ ”	২৬ ”	বৃহস্পতি	৪ : ২৭	৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	৩ : ২৩	৬ : ০৮	৭ : ২৪
১৫ ”	২৬ ”	৩১ ”	মঙ্গলবার	৪ : ২৯	৫ : ৪৫	১১ : ৫৪	৩ : ২১	৬ : ০৩	৭ : ১৯
২০ ”	০২ ছফর	০৫ আশ্বিন	রবিবার	৪ : ৩১	৫ : ৪৬	১১ : ৫২	৩ : ১৮	৫ : ৫৮	৭ : ১৩
২৫ ”	০৭ ”	১০ ”	শুক্রবার	৪ : ৩৩	৫ : ৪৮	১১ : ৫০	৩ : ১৬	৫ : ৫৩	৭ : ০৮

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি :** University of Islamic Sciences, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ **১১ম সংখ্যা**
যিলহজ্জ-মুহাররম ১৪৪১-৪২ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৭ বাং
আগস্ট ২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২
◈ প্রবন্ধ :
- ঈছালে ছওয়াব : একটি তাত্ত্বিক বিশেষণ ০৩
  -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
- ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও অপব্যয় : কারণ ও প্রতিকার ০৯
  -মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন
- মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব *(৩য় কিস্তি)* ১৪
  -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
- রোগ-ব্যাধির উপকারিতা ১৯
  -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
- আশূরায়ে মুহাররম ২৬
  -আত-তাহরীক ডেস্ক

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ :
- শরণার্থীরা এখন সবার মনোযোগের বাইরে ২৮
  -মুহাম্মাদ তৌহিদ হোসাইন

◈ মনীষী চরিত :
- শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(২য় কিস্তি) -ড. নূরুল ইসলাম* ৩০

◈ হাদীছের গল্প :
- কুরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতার মর্যাদা ৩৬
  -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

◈ অমরবাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭
◈ চিকিৎসা জগৎ :
- যেসব ক্ষেত্রে মাস্ক পরা বিপজ্জনক ৩৮

◈ ক্ষেত-খামার :
- ড্রাগন ফলের চাষ পদ্ধতি ৩৯

◈ কবিতা : ৪০
- তাক্বওয়া
- আহ্বান
- সংগ্রামী অবদান
- ছহীহ আক্বীদা

◈ সোনামণিদের পাতা ৪২
◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪৩
◈ মুসলিম জাহান ৪৫
◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৭
◈ সংগঠন সংবাদ ৪৮
◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বিশ্বের শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর তাকীদ

উক্ত তাকীদ এসেছে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের পক্ষ থেকে। সঠিক সময়ে সঠিক আহ্বান জানানোর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তিনি সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছেন। গত ১৮ই জুলাই ২০২০ শনিবারে তিনি তাঁর আহ্বানে বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়া অসমতার বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করে বলেন, করোনা ভাইরাস মহামারি বিশ্বে ‘বিস্তর অসমতা’র বিষয়টি সামনে তুলে এনেছে। যা এখন বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে। যেকোন সময়ে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। তিনি বলেন, করোনা ভাইরাস হচ্ছে একটি এক্স-রে। যার মাধ্যমে আমাদের গড়ে তোলা সমাজ ব্যবস্থার ভঙ্গুর কংকাল প্রকাশ পেয়েছে। আমরা সবাই এক নৌকায় আছি। অতএব সবার জন্য সমান সুযোগ, সবার মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নতুন বৈশ্বিক চুক্তি ও নতুন সামাজিক তত্ত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে এই মহামারি মোকাবেলা করা আবশ্যক। তিনি বর্তমান অসমতার মূল কারণ উদ্ঘাটন করে বলেন, ৭০ বছর আগে ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসা দেশগুলো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অথচ এই সংস্কার খুবই যরূরী’ *(দৈনিক প্রথম আলো ২০শে জুলাই ২০২০, পৃ. ৭)*।

সেই সাথে যোগ হয়েছে নতুন খবর ‘দুর্নীতির অভিনবত্বে’ বিশ্বের সেরা এখন বাংলাদেশ। পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে আফ্রিকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ সোমালিয়া প্রসিদ্ধ। তাদের হাসপাতাল থেকে করোনার সুরক্ষা সামগ্রী চুরি হয়ে তা খোলাবাজারে পাওয়া যায় খুব সহজে। করোনা পরীক্ষার জন্য নিম্নমানের কীট কেনার দায়ে জিম্বাবুয়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরখাস্ত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত সবদেশেই করোনা মহামারির আতংকের মধ্যেও লোভী মানুষের কুকীর্তির খবর মাঝে-মধ্যেই শিরোনাম হচ্ছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইম্সে শিরোনাম হয়েছে, ‘বিগ বিজনেস ইন বাংলাদেশ : সেলিং ফেক করোনা ভাইরাস সার্টিফিকেট’। অর্থাৎ ‘বাংলাদেশে বড় ব্যবসা : করোনা ভাইরাসের ভুয়া সনদ বিক্রি’। যেটা এযাবৎ কেউ কল্পনাও করেনি, সেটা করে দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ঐ ভুয়া সনদ বিক্রেতা হাসপাতাল বা-কায়েদা সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতরের অনুমোদন নিয়ে কাজ করেছে। চুক্তি অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বয়ং এবং অন্যান্য সচিবগণের ছবি পত্রিকায় এসেছে। অথচ ইতিপূর্বে মন্ত্রী বা তার দফতর এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলেছিলেন। ছবি প্রকাশ পাওয়ার পর মন্ত্রী আস্ফালন করে বলেছেন, দৈনিক এরূপ অজস্র চুক্তিতে আমরা সই করি। কিন্তু পড়ে দেখি নাকি?’

দেশের দুর্ভাগ্য যে, শত শত অভিজ্ঞ ডাক্তার থাকতেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হন অ-ডাক্তাররা। জানিনা মন্ত্রী নির্বাচন ও পরিবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কতটুকু? ছয় হাযার ভুয়া সার্টিফিকেটদাতা হাসপাতালের তথ্য প্রকাশ পাওয়ার পর আরও কয়েকটি ভুয়া সনদদাতা হাসপাতালের খবর শিরোনাম হয়েছে। না জানি আরও কতটি আসবে। কিন্তু এইসব হাসপাতালের অনুমোদনদাতা স্বাস্থ্য অধিদফতর বা মন্ত্রণালয়ের কোন শাস্তি হয়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বরখাস্ত হননি। বরং তার আস্ফালন বেড়েছে। মন্ত্রীরা বিদেশী কীট ও ভেন্টিলেটর কেনায় উৎসাহী কেন? কারণ সবাই জানেন। অথচ দেশেই ‘গণস্বাস্থ্য’ কীট বানালো, কিন্তু সেটা গ্রহণ করা হলোনা। যদিও তাতে লাভ ছিল জনগণের। যারা অতি সুলভ মূল্যে এমনকি বিনামূল্যে সেগুলি পেত। ইউক্রেন ও কম্বোডিয়ার মত ছোট ছোট দেশগুলি তাদের সরকারী ক্রয় পণ্যের নাম, দাম, কেনাকাটার শর্ত এবং সরবরাহকারীদের তালিকা অনলাইনে প্রকাশ করে। আরও কয়েকটি দেশ তাদের অনুসরণে দুর্নীতি কমাতে সফল হয়েছে। বাংলাদেশের কি সে সাহস আছে?

ফিরে যাই জাতিসংঘ মহাসচিবের কথায়। যিনি সমস্যার গোড়ায় হাত দিয়েছেন। তিনি গোটা বিশ্বের শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে বলেছেন। নইলে অতিসত্বর পুরা বিশ্ব ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। এমনকি পৃথিবী নামক গ্রহটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে অপরিণামদর্শী শাসকদের কারণে। বিশ্বের সেই শাসন ব্যবস্থা কেমন হবে, তার কোন রূপরেখা মহাসচিব দেননি। আর তা দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। রাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে মানুষ গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছিল। যা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্রে রূপ নিয়েছে।

দুর্বলদের উপর সবলদের অত্যাচার পূর্বের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে সর্বদা পুকুরচুরি হচ্ছে। যে কথা প্রধানমন্ত্রী সরাসরি জাতীয় সংসদে বলেছেন, সেটিই চলছে গণতন্ত্রের মানসপুত্রদের মাধ্যমে। রিজেন্ট-জিকেজি-সাহাবুদ্দীন, সাবরিনা-আরিফ প্রমুখ করোনার ভুয়া সনদ দাতা হাসপাতালের নায়করা কি সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট নয়? দ্বিদলীয় সরকার ও জোট দেশ চালাচ্ছেন স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৫০ বছর ধরে। এর মধ্যে ডজন খানেক রেলমন্ত্রী এলেন ও গেলেন। কিন্তু এখনও সারা দেশে রেলের প্রায় ৮ হাযার একর জমি উদ্ধার হয়নি কেন? কারা এগুলি দখলে রেখেছেন? ঢাকার নাভি বলে খ্যাত বুড়িগঙ্গা এখন বিষাক্ত পানির ভাগাড় কেন হ’ল? মাত্র ৬৩ মি.মি. সাধারণ বৃষ্টি বর্ষণে রাজধানী ঢাকা তলিয়ে যাচ্ছে কেন? বালু ও তুরাগ নদীর অববাহিকায় অপরূপ সৌন্দর্যের আধার আশুলিয়া ভরাট হয়ে গেল কেন? একই অবস্থা প্রায় প্রতিটি বিভাগীয় শহরের। যখন যারাই সরকারে এসেছে, এসব তো তাদেরই অপকর্ম। বন্যায় ছিন্নমূলদের উপর কিভাবে এনজিওদের কিস্তি আদায়ের যুলুম চলছে, গ্রামের শোষক দাদন ব্যবসায়ীদের ভয়ে মানুষ কিভাবে ভিটেছাড়া হচ্ছে, জনপ্রতিনিধিরা কি তা দেখতে পাননা? হেন কোন পাপকর্ম নেই, যা বুক ফুলিয়ে করছেনা শয়তানের দোসররা। তাহ’লে প্রশাসন কিজন্য? দুর্বল ও অসহায়রা তাহ’লে যাবে কোথায়? অথচ সর্বদা গণতন্ত্রের মধুবর্ষণ চলছে।

মূলতঃ গণতন্ত্রে বা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় যে মৌলিক গলদটি রয়েছে সেটি হ’ল তাদের নিকটে সত্য-মিথ্যার কোন মানদণ্ড না থাকা এবং নিজেদেরকে কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে মনে করা। জনগণের নিকট কৈফিয়ত বিষয়টি খুবই দূরতম। অস্ত্রশক্তির দম্ভে স্ফীত ব্যক্তিরাই এখন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মালিক। হেন অপকর্ম নেই, যা তারা করেন না। এথেকে বাঁচার একটাই মাত্র পথ আছে। আর তা হ’ল আল্লাহভীতি। দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের লক্ষ্যে প্রতি পদক্ষেপে যারা আল্লাহ্র ভয়ে কাজ করেন, এমন মানুষ যখন কোন দেশে বা বিশ্বসংস্থায় ক্ষমতাসীন হবেন, তখনই কেবল বিশ্বে পরিবর্তন আসবে। সেই পথে ধাবিত হওয়াই সকলের কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

[**সংশোধনী :** গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে মুতার যুদ্ধে ২ লক্ষ ৪০ হাযার-এর স্থলে ‘দুই লক্ষাধিক’ এবং কয়েকশ’ পুলিশ-এর স্থলে ‘প্রায় অর্ধশতাধিক’ পুলিশ হবে *(সম্পাদক)*।]

ঈছালে ছওয়াব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(মে'২০ সংখ্যার পর)

পাঁচ. কুরআন তেলাওয়াত : সাধারণভাবে কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব মৃতের জন্য বখশানো যাবে না। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর একাধিক স্ত্রী ও ছয় সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো নামে কুরআন তেলাওয়াত করে বখশিয়েছেন মর্মে কোন বর্ণনা নেই। ছাহাবায়ে কেরাম তাঁদের কোন আত্মীয়ের জন্য এমন কাজ করেছেন বলেও জানা যায় না। অতএব হাদীছে যতটুকু বর্ণিত হয়েছে তার উপরেই অটল থাকতে হবে।[১]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَالْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَا يَصِلُهُ ثَوَابُهَا، 'আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হ'ল, কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব মাইয়েতের নিকট পৌঁছবে না'।[২] তিনি আরো বলেন, وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَجَعْلُ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ وَالصَّلَاةُ عَنْهُ وَنَحْوُهُمَا فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهَا لَا تَلْحَقُ الْمَيِّتَ، 'কুরআন তেলাওয়াত করে মাইয়েতের জন্য তা বখশানো, তার পক্ষ থেকে ছালাত আদায় করা এবং এ ধরনের দৈহিক ইবাদতের ব্যাপারে শাফেঈ ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মাযহাব হ'ল তা মাইয়েতের নিকটে পৌঁছবে না'।[৩]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব মৃতের নিকটে পৌঁছা বা না পৌঁছার ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্যের সমালোচনা করে বলেন, فَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ إِذَا صَلَّوْا تَطَوُّعًا وَصَامُوا وَحَجُّوا أَوْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ يَهْدُونَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِمَوْتَاهُمْ الْمُسْلِمِينَ وَلَا لِخُصُوصِهِمْ بَلْ كَانَ عَادَتُهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَعْدِلُوا عَنْ طَرِيقِ السَّلَفِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ وَاللهُ أَعْلَمُ– 'সালাফদের এটা নীতি ছিল না যে, যখন তারা নফল ছালাত আদায় করতেন, ছিয়াম পালন করতেন, হজ্জ সম্পাদন করতেন বা কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন সেগুলোর ছওয়াব তাদের মুসলিম মৃত ব্যক্তিগণ বা তাদের নিকটতম ব্যক্তিদের জন্য বখ্‌শে দিতেন। বরং তাদের নীতি ছিল যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং মানুষের জন্য সালাফদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া সমীচীন নয়। কেননা সালাফদের পথই সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহ সঠিক অবগত'।[৪] এটি ছিল ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর সর্বশেষ আমল ও ফৎওয়া।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، 'কেউ কারো পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে পারে না বা ছালাত আদায় করতে পারে না'।[৫] কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত। যা জীবদ্দশায় যেমন কাউকে দেওয়া যায় না, মৃত্যুর পরেও তেমনি কাউকে দেওয়া যায় না। বরং আমল যার ফল তার। আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، 'যে ব্যক্তি নেক আমল করল, সেটি তার নিজের জন্যই করল। আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করল, তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*। অতএব অন্যের কোন নেক আমল মাইয়েতের আমলনামায় যোগ হবে না। কেবল অতটুকু ব্যতীত, যে বিষয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং সমাজে প্রচলিত 'কুরআন ও কলেমাখানী' অর্থাৎ পুরা কুরআন পাঠ করে ও এক লক্ষ বার কালেমা ত্বাইয়েবা *'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* পড়ে মাইয়েতের উপর তার ছওয়াব বখ্‌শে দেওয়া বা ঈছালে ছওয়াবের প্রথা ইসলামের নামে একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যাকে এদেশে 'লাখ কালেমা' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। স্বর্ণযুগের পরে অমুসলিমদের দেখাদেখি এগুলি মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। অনেকে হজ্জ ও ছিয়ামের বিষয়টিকে ঈছালে ছওয়াবের দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। অথচ শরী'আতে মাল 'হেবা' করার দলীল আছে। কিন্তু ছওয়াব 'হেবা' করার দলীল নেই। যেমন বদলী হজ্জকারী বলেন, 'লাব্বাইক 'আন ফুলান' (অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির)। এখানে যদি কেউ নিজের হজ্জ করার পরে বলে যে, আমার এই হজ্জের নেকী অমুককে দিলাম। তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ নিজের হজ্জের নেকী সে নিজে পাবে, অন্যে পাবে না। আর ছওয়াব হ'ল আমলের প্রতিদান মাত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ '(বান্দাগণ পাবে) তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ' *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।

বস্তুতঃ কুরআন এসেছিল জীবিতদের পথ দেখানোর জন্য *(ইয়াসীন ৩৬/৭০)*, মৃতদের জন্য নয়। আব্দুর রহমান বিন শিবল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِقْرَءُوْا الْقُرْآنَ وَلاَ تَغْلُوْا فِيْهِ وَلاَ تَجْفُوْا عَنْهُ وَلاَ تَأْكُلُوْا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوْا بِهِ– 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। এতে বাড়াবাড়ি করো না এবং এর তেলাওয়াত থেকে দূরে থেকো

** নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

[১] *শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/৩৪৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৯/৪৩।*

[২] *শরহে নববী আলা মুসলিম ৭/৯০।*

[৩] *ঐ, ১১/৮৫।*

[৪] *মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৩২৩।*

[৫] *মুওয়াত্ত্বা হা/১০৬৯, পৃ. ৯৪; মিশকাত হা/২০৩৫ 'ছওম' অধ্যায় 'ক্বাযা' অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী হা/৮০০৪, ৪/২৫৪।*

না। এর মাধ্যমে তোমরা খেয়ো না ও সম্পদ বৃদ্ধি করো না’।[৬] অথচ ‘কুলখানী’ ও ‘কুরআনখানী’ প্রভৃতির মাধ্যমে কুরআন এখন আমাদের খাদ্য ও সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এতে কুরআন আমাদের জন্য শাফা‘আত করবে না। বরং লা‘নত করবে। এজন্যেই প্রবাদ বাক্য চালু হয়েছে, رُبَّ تَالٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ ‘বহু কুরআন তেলাওয়াতকারী আছে, কুরআন যাদের উপর লা‘নত করে থাকে’।[৭] যেমন খারেজী চরমপন্থীদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَلاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، ‘তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না...’।[৮] অর্থাৎ কুরআনের প্রকৃত মর্ম তারা অনুধাবন করবে না। ফলে কুরআন আগমনের উদ্দেশ্য বিরোধী কাজে তারা কুরআনকে ব্যবহার করবে।[৯] এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ‘আল্লাহ এই কিতাব দ্বারা বহু দলকে উঁচু করেন ও বহু দলকে নীচু করেন’।[১০]

বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলামের নামে বহু কিছু চালু রয়েছে। যা আদৌ ইসলামী প্রথা নয়। এ বিষয়ে মূলনীতি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে নতুন কিছু উদ্ভাবন করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[১১]

ঈছালে ছওয়াব সম্পর্কে বর্ণিত কিছু যঈফ ও জাল বর্ণনা পর্যালোচনা :

এ বিষয়ে মূলতঃ কিছু যঈফ ও জাল হাদীছ বলা হয়ে থাকে, যা বিভিন্ন অপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(١) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ-

(১) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি কবরে গিয়ে ১১ বার সূরা ইখলাছ পড়বে এবং তার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিদের জন্য বখ্শে দিবে, সে ব্যক্তিকে মৃতদের সংখ্যা অনুপাতে ছওয়াব দেওয়া হবে’।[১২]

পর্যালোচনা : বর্ণনাটি জাল ও বাতিল। উক্ত সনদে তিনজন মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে।[১৩]

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانُوا شُفَعَاءَ لَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى-

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা, ইখলাছ ও তাকাছুর পড়বে। অতঃপর বলবে যে, ‘আমি তোমার যে কালাম পড়লাম তার ছওয়াব কবরস্থানের সকল মুমিন-মুসলমানকে বখ্শে দিলাম। তাহ’লে ঐ মাইয়েতগণ আল্লাহ্র নিকট তার জন্য সুফারিশ করবেন’।[১৪]

পর্যালোচনা : উক্ত হাদীছটির সনদ যঈফ।

(٣) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُورَةَ يس خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ-

(৩) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করবে ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, আল্লাহ ঐ মোর্দাদের কবরের আযাব হালকা করে দিবেন এবং পাঠকারীর জন্য কবরস্থ ব্যক্তিদের সমপরিমাণ ছওয়াব দিবেন’।[১৫]

পর্যালোচনা : উক্ত বর্ণনার সনদে তিনজন যঈফ, মাজহূল (অপরিচিত) ও মিথ্যাবাদী রাবী রয়েছে।[১৬]

(٤) عن عَلِيّ بن أبي طَالب مَا من مُؤمن وَلَا مُؤمنَة يقْرَأ آيَة الْكُرْسِيّ وَيجْعَل ثَوَابهَا لأهل الْقُبُور لَا يبْقى على وَجه الأَرْض قبر إِلَّا أَدخل الله فِيهِ نورا ووسع قَبره من الْمشرق إِلَى الْمغرب وَأَعْطَاهُ الله بِكُل ملك فِي السَّمَوَات عشر حَسَنَات وَكتب الله للقاري ثَوَاب سبعين شَهِيدا-

(৪) আলী বিন আবী তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যখন কোন মুমিন পুরুষ বা নারী আয়াতুল কুরসী পড়বে ও তার ছওয়াব কবরবাসীদের জন্য বখ্শে দিবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা ভূপৃষ্ঠের সকল কবরে নূর প্রবেশ করিয়ে দিবেন, তার কবরকে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রশস্ত করে দিবেন,

---

[৬] *আহমাদ হা/১৫৫৬৮; ছহীহাহ হা/৩০৫৭।*

[৭] *গাযালী, ইহইয়া ২/৩২।*

[৮] *মুসলিম হা/১০৬৬ (১৫৪)।*

[৯] *মাওলানা আহমাদ আলী, কোরআন ও কলেমাখানী, সম্পাদনা : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৬), পৃঃ ৫-৭।*

[১০] *মুসলিম হা/৮১৭; মিশকাত হা/২১১৫।*

[১১] *মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।*

[১২] *হাসান খাল্লাল, ফাযায়েলু সূরাতিল ইখলাছ হা/৫৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৯০।*

[১৩] *সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৯০, ৩২৭৭; আহকামুল জানায়েয, পৃ: ১৯৩।*

[১৪] *সুয়ূতী, শারহুছ ছুদূর ৩০৩ পৃ: মাযহারী ৯/১২৯; মিরক্বাত ৩/১২২৮; তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ৩/২৭৫, সনদ যঈফ।*

[১৫] *যঈফাহ হা/১২৪৬; আহকামুল জানায়েয ২৫৯ পৃ:।*

[১৬] *যঈফাহ হা/১২৪৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

আকাশের প্রত্যেক ফেরেশতার বিপরীতে দশটি করে ছওয়াব দান করবেন এবং পাঠকারীর জন্য সত্তর জন শহীদের ছওয়াব লিখে দিবেন’।[১৭]

পর্যালোচনা : বর্ণনাটি জাল ও বাতিল। ইবনু ইরাক আল-কিনানী (রহঃ) বলেন, এই আছারের সনদে আলী বিন ওছমান আল-আশাজ্জ নামে একজন মহামিথ্যুক রাবী রয়েছে।[১৮] ইমাম যাহাবীও তাকে মহামিথ্যুক বলে অভিহিত করেছেন।[১৯]

আনাস (রাঃ) থেকে মারফূ‘ সূত্রে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে যে, إذا قرأ المؤمن آية الكرسي، وجعل ثوابها لأهل القبور، أدخل الله تعالى في كل قبر مؤمن من المشرق إلى المغرب أربعين نوراً، ووسع الله عز وجل عليهم مضاجعهم، وأعطى الله للقارئ ثواب ستين نبياً، ورفع له بكل ميت درجة، وكتب له بكل ميت عشر حسنات، ‘যখন কোন মুমিন আয়াতুল কুরসী পড়বে ও তার ছওয়াব মৃতদের জন্য বখ্‌শে দিবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মুমিনের কবরে চল্লিশটি নূর প্রবেশ করিয়ে দিবেন এবং তাদের কবরগুলিকে প্রশস্ত করে দিবেন। পাঠকারীকে ৬০ জন নবীর ছওয়াব দিবেন। প্রত্যেক মাইয়েতের বিপরীতে তার মর্যাদার স্তর একটি করে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং প্রত্যেক মাইয়েতের বিপরীতে তার আমলনামায় দশটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করবেন’।[২০]

পর্যালোচনা : উক্ত সনদে একাধিক মাজহূল বা অপরিচিত রাবী রয়েছে। সেজন্য মুহাদ্দিছগণ বর্ণনাটিকে জাল বলেছেন। ছাহেবে তুহফা বলেন, উপরোক্ত হাদীছগুলি ঈছালে ছওয়াবের পক্ষে বলা হয়ে থাকে। অথচ এগুলি সবই যঈফ। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ যে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন’।[২১]

আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى– ‘মানুষ তাই পায়, যা সে চেষ্টা করে’। ‘আর তার কর্ম সত্বর দেখা হবে’। ‘অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে’ *(নাজ্‌ম ৫৩/৩৯-৪১)*। আল্লাহ্‌র এই স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরেও আমল না করে মাইয়েত কিভাবে অন্যের আমলের ছওয়াব পেতে পারেন? তাহ’লে তো ধনী মানুষেরা তাদের সম্পদের বিনিময়ে বিভিন্ন লোককে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত, ছিয়াম করিয়ে তাদের পিতা-মাতাদের আমলনামা ভারী করতে পারেন। যা কখনোই সম্ভব নয়। অথবা দ্বীনদার সন্তান প্রতিদিন তার ছালাতের সঙ্গে পিতা-মাতার জন্য অতিরিক্ত ছালাত যোগ করে তাদের আমলনামা ভরে দিতে পারেন। বস্তুতঃ এগুলি সবই কল্পনা মাত্র। যার ব্যাপারে শরী‘আতের কোন দলীল নেই। তবে সন্তানের আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব মাইয়েত পাবেন। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

(٥) عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍأَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ أُبِرُّهُمَا فِي حَالِ حَيَاتِهِمَا، فَكَيْفَ لِي بِبِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِمَا مَعَ صَلاَتِكَ، وَأَنْ تَصُومَ عَنْهُمَا مَعَ صِيَامِكَ، وَأَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ–

(৫) হাজ্জাজ ইবনু দীনার হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি আমার পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে নেকীর কাজ করতাম। এখন তাদের মৃত্যুর পর তাদের সাথে কিভাবে নেকীর কাজ করব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, নেকীর পরে নেকী এই যে, নিজের ছালাতের সাথে তাদের জন্য ছালাত আদায় করবে এবং নিজের ছিয়ামের সাথে তাদের জন্য ছিয়াম রাখবে। আর তোমার ছাদাক্বার সাথে ছাদাক্বা করবে’।[২২]

পর্যালোচনা : হাদীছটি যঈফ।[২৩] ইমাম নববী বলেন, এর সনদ মুনকাতে’। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।[২৪] ছাহেবে তুহফাও উক্ত হাদীছের সনদকে যঈফ প্রমাণ করেছেন।[২৫] সম্ভবতঃ এ হাদীছের উপরে ভিত্তি করেই অনেকে ‘উমরী ক্বাযা’ আদায় করেন। যা ঠিক নয়।

(٦) عَن صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ انْطَلَقْنَا حَاجِّينَ فَإِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الأُبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ. قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِى مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّىَ لِى فِى مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا وَيَقُولَ هَذِهِ لأَبِى هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيلِى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لاَ يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ.

(৬) ছালেহ বিন দিরহাম হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ’লাম। তখন এক ব্যক্তি আমাদেরকে বললেন, তোমাদের পাশেই একটি গ্রাম আছে যার নাম উবুল্লাহ।

---

[১৭] *আল-ফিরদাউস বেমা‘ছুরিল খাত্তাব হা/৬০৮৬, ৪/২৮*।
[১৮] *তানযীহুশ শারী‘আহ হা/৬৪, ১/৩০১; আল-বুরহানুল মুবীন হা/২৭, ২/৫১৯*।
[১৯] *মীযানুল ই‘তিদাল ৩/১৪৫, রাবী নং ৫৮৯০*।
[২০] *সাইয়েদ মুহাম্মাদ হাক্কী আন-নাযেলী, খাযীনাতুল আসরার ১/১৫৪; কুরতুবী, আত-তাযকিরাতু বিআহওয়ালি মাওতা ওয়া উমূরিল আখেরাহ ২২৭ পৃ:*।
[২১] *আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, কিতাবুল জানায়েয (উর্দূ); (এলাহাবাদ, ভারত : ৫ম সংস্করণ ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খৃ.) ৯৬-৯৭ পৃ.*।
[২২] *মুকাদ্দামা মুসলিম হা/৩৪; ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২২১০*।
[২৩] *কিতাবুল জানায়েয ১০০-০১ পৃ.; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২২১০*।
[২৪] *শারহু মুসলিম ১/৮৯*।
[২৫] *তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/২৭৬*।

সূচীপত্র

আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে আমার নিকট এই মর্মে অঙ্গীকার করবে যে, সে আমার জন্য মসজিদে ‘আশ্শারে গিয়ে ২ অথবা ৪ রাক‘আত ছালাত পড়বে এবং বলবে যে, এটি আবু হুরায়রার জন্য। কারণ আমি আমার বন্ধু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা মসজিদে ‘আশ্শার থেকে শহীদদের উঠাবেন। তারা ছাড়া কেউ বদরী শহীদদের সমতুল্য হবে না’।[২৬]

পর্যালোচনা : ঈছালে ছওয়াবের পক্ষে এই হাদীছটি দলীল হিসাবে পেশ করা হয়, যা নিতান্তই ভুল। কারণ প্রথমতঃ হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। উক্ত বর্ণনায় ইবরাহীম ও তার পিতা ছালেহ বিন দিরহাম উভয়ই যঈফ। ইমাম বুখারী, যাহাবী, দারাকুৎনী, ঊকায়লী, আলবানী প্রমুখ মুহাক্কিকগণ তাদেরকে যঈফ বলেছেন।[২৭] দ্বিতীয়তঃ এখানে ঈছালে ছওয়াব বুঝানো হয়নি, বরং প্রতিনিধিত্ব (নিয়াবত) বুঝানো হয়েছে। যা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হুকুমে ও তাঁর অছিয়ত মোতাবেক ছিল। এর দ্বারা কেবল ছালাত বুঝানো হয়েছে, ছালাতের ছওয়াব বখ্শে দেওয়া বুঝানো হয়নি।[২৮]

(٧) عن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى
قَبْرِهِ وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ
الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ –

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে আটকে রেখ না। বরং দ্রুত কবরস্থ কর। আর তার মাথার নিকটে সূরা ফাতিহা এবং পায়ের দিকে সূরা বাক্বারাহ-এর শেষাংশ পাঠ কর’।[২৯]

পর্যালোচনা : হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। এর সনদে ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুল্লাহ বাবেলতী ও আইউব বিন নুহায়েক রয়েছে, যারা অত্যন্ত যঈফ। যাদেরকে হাফেয যাহাবী, ইবনু হাজার, হায়ছামী, আযদী, আবু যুর‘আ, আবু হাতেম ও আলবানীসহ বহু মুহাক্কিক্ব যঈফ, মুনকারুল হাদীছ ও মাতরূকুল হাদীছ বলেছেন। এমনকি ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে মওকূফ সূত্রটিও যঈফ। উক্ত সনদে আব্দুর রহমান বিন আলালাজলাজ নামে একজন অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে, যে সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ।[৩০]

(٨) عَن أَبِي بكر الصّدِيق رَضِي اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله
مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا
يس غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا–

(৮) আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুম‘আর দিন তার পিতা-মাতা বা তাদের একজনের কবর যিয়ারত করবে এবং তাদের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তাকে ঐ সূরার প্রত্যেকটি বর্ণ পরিমাণ ক্ষমা করে দেওয়া হবে’।[৩১]

উক্ত বর্ণনাটি জাল ও ভিত্তিহীন। উক্ত সনদে আমর বিন যিয়াদ নামে একজন রাবী রয়েছে, যে হাদীছ জাল করত। তার ব্যাপারে সকল মুহাক্কিক্ব আলেম একমত যে, তার বর্ণিত হাদীছ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।[৩২]

(٩) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس
إِلَّا هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ–

(৯) আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হ’লে আল্লাহ সহজে তার জান কবযের ব্যবস্থা করে দেন’।[৩৩]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল। উক্ত বর্ণনায় মারওয়ান নামে একজন রাবী আছে, যে হাদীছ জাল করত। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবু হাতেম (রহঃ) তার ব্যাপারে বলেন, সে মুনকারুল হাদীছ। আবু হারূবা হারানী বলেন, সে হাদীছ জালকারী। সাজী বলেন, সে মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী।[৩৪] ইমাম আহমাদ ও ইবনু মঈন বলেন, মারওয়ান বিশ্বস্ত নয়।[৩৫]

(١٠) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَقْرَؤُونَ عِنْدَ الْمَيِّتِ
بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ–

(১০) শা‘বী হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আনছারগণ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করতেন’।[৩৬] এর সনদে মুজালিদ নামে একজন রাবী আছে, যার ব্যাপারে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সে শক্তিশালী নয়।[৩৭] ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ঊকাইলী, ইবনু হিব্বান, ইমাম নাসাঈ, দারাকুৎনী (রহঃ) প্রমুখ তাকে যঈফ বলেছেন।[৩৮]

---

২৬. *আবুদাঊদ হা/৪৩০৮; মিশকাত হা/৫৪৩৪ ‘ফিৎনা সমূহ’ অধ্যায়, হাদীছ যঈফ।*
২৭. *আলবানী, যঈফাহ হা/৩১১৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*
২৮. *কুরআন ও কলেমাখানী, পৃঃ ১১।*
২৯. *বায়হাক্বী, শো‘আব হা/৯২৯৪; তাবারাণী কাবীর হা/১৩৬১৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৪২৪২; মিশকাত হা/১৭১৭।*
৩০. *সাখাভী, আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ ১/১৪১; আলবানী, যঈফাহ হা/৪১৪০; আহকামুল জানায়েয ১/১৩; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, মাসআলা ক্রমিক ৯৩, পৃ. ১০২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৩৯ পৃ.।*
৩১. *ইবনু আদী ১/২৮৬; আবু নাঈম, আখবারে ইস্ফাহান হা/২০২৬।*
৩২. *যঈফাহ হা/৫০; যঈফুল জামে‘ হা/৫৬০৬; ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূ‘আত হা/৩/২৩৯; যাহাবী, তালখীছুল মাওযূ‘আত হা/৯৪০।*
৩৩. *দায়লামী হা/৬০৯৯; যঈফাহ হা/৫২১৯,৫৮৬১; ইরওয়া হা/৬৮৮।*
৩৪. *যঈফা হা/৫২১৯; মীযানুল ই‘তিদাল ৪/৯০, রাবী নং ৮৪২৫।*
৩৫. *আল-ইলাল ওয়া মা‘রিফাতুর রিজাল ৩/২১০, রাবী নং ৪৯০৯; তারীখু ইবনু মঈন ১/৫৫।*
৩৬. *ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৯৫৩,১০৮৪৮; আহকামুল জানায়েয ১/৯৩।*
৩৭. *আত-তাক্বরীব ২/২২৯।*
৩৮. *তাহযীবুল কামাল ২৭/২৫; মীযান ৩/৪৩৮, রাবী নং ৭০৭০।*

সূচীপত্র

(١١) عَنِ الشّعبِيّ قَالَ كَانَت الْأَنْصَار إِذا مَاتَ لَهُم الْمَيِّت اخْتلفُوا إِلَى قَبره يقرءُون عِنْده الْقُرْآن–

(১১) শা'বী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনছারদের কেউ যখন মারা যেত তখন তারা তার কবরের নিকট এসে কুরআন পাঠ করত।[৩৯] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, ইবনু আবী শায়বাহ (রহঃ) 'রোগীর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'লে তার নিকট যা বলতে হবে' নামে অধ্যায় রচনা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় এটি কবরের নিকট পাঠের বিষয় নয় বরং মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে পাঠের বিষয়। দ্বিতীয়ত: হাদীছটি যঈফ।[৪০] এ বর্ণনার সনদেও মুজালিদ বিন সাঈদ যঈফ রাবী রয়েছে। যার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।[৪১]

(١٢) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرْوَتُهُ، وَنَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكاً وَاسْتُخْرِجَتْ (اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ) مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَوُصِلَتْ بِهَا أَوْ فَوُصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ وَ(يس) قَلْبُ الْقُرْآنِ لاَ يَقْرَأُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدَّارَ الآخِرَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ وَاقْرَءُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ–

(১২) মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সূরা বাক্বারাহ কুরআনের কুঁজ এবং শীর্ষ চূড়া। এর প্রত্যেক আয়াতের সাথে আশিজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। অতঃপর আয়াতুল কুরসী আরশের নীচ হ'তে বের করে তার সাথে মিলানো হয়েছে। অথবা সূরা বাক্বারাহ এবং কুরআনের হৃদয় সূরা ইয়াসীনকে তার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর তোমরা এটি তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদের নিকটে পাঠ কর'।[৪২]

উক্ত বর্ণনাটি দু'টি কারণে যঈফ। প্রথমতঃ এর সনদে দু'জন রাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। অথচ রাবীর নাম উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও বর্ণনাকারীর দুর্বলতার কারণে হাদীছ যঈফ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ এর সনদে ইযতিরাব রয়েছে।[৪৩]

(١٣) عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي لَحْدِي فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، ثُمَّ سِنَّ عَلَيَّ الثَّرَى سِنًّا، ثُمَّ اقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ –

(১৩) আব্দুর রহমান ইবনুল আ'লা ইবনুল লাজলাজ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, হে বৎস! আমি মৃত্যুবরণ করলে আমাকে কবরস্থ করবে। আর আমাকে যখন কবরে রাখবে তখন বলবে 'বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি'। অতঃপর আমার উপর পূর্ণ মাত্রায় মাটি ঢেলে দিবে। এরপর আমার মাথার নিকট সূরা বাক্বারার শুরু ও শেষের অংশ পাঠ করবে। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তা বলতে শুনেছি'।[৪৪]

উক্ত সনদে আব্দুর রহমান বিন আ'লা বিন লাজলাজ মাজহূল বা অপরিচিত রাবী।[৪৫] কারণ তার থেকে মুবাশ্‌শির বিন ইসমাঈল ব্যতীত কেউ হাদীছ বর্ণনা করেনি। অতএব অত্র আছারটি দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আলী বিন মূসা আল-হাদ্দাদ বলেন,

كُنْتُ مَعَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيِّ فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا دُفِنَ الْمَيِّتُ جَلَسَ رَجُلٌ ضَرِيرٌ يَقْرَأُ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: يَا هَذَا إِنَّ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةٌ، فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّرٍ الْحَلَبِيِّ؟ قَالَ: ثِقَةٌ ، قَالَ: كَتَبْت عَنْهُ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ :فَأَخْبَرَنِي مُبَشِّرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَوْصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ، وَخَاتِمَتِهَا، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُوصِي بِذَلِكَ، فَقَالَ أَحْمَدُ: ارْجِعْ فَقُلْ لِلرَّجُلِ يَقْرَأُ–

(১৪) 'আমি আহমাদ বিন হাম্বল ও মুহাম্মাদ বিন কুদামা জাওহারীর সাথে কোন এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। মাইয়েতের দাফনকার্য সম্পন্ন হ'লে জনৈক অন্ধ কবরের নিকটে বসে কুরআন পাঠ শুরু করল। তখন ইমাম আহমাদ তাকে বললেন, ওহে! কবরের নিকটে কুরআন পাঠ বিদ'আত। আমরা যখন কবরস্থান হ'তে বের হ'লাম তখন মুহাম্মাদ ইবনু কুদামা ইমাম আহমাদকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! মুবাশ্‌শির আল-হালাবীর ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, সে বিশ্বস্ত। আপনি তার থেকে কোন কিছু লিখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ইবনু কুদামা বললেন, মুবাশ্‌শির আব্দুর রহমান বিন আ'লা বিন লাজলাজ

---

[৩৯] *ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ ১/১১; আহকামুল জানায়েয ১/১৯৩; মিরক্বাত ৩/১২২৮; আবুবকর আল-খাল্লাল, আল-আমরু বিল মা'রূফ, হা/২৪৯; আল-কিরাআতু ইনদাল কুবূর হা/০৯।*

[৪০] *আহকামুল জানায়েয ১/১৯৩।*

[৪১] *তাহযীবুল কামাল ২৭/২৫; মীযান ৩/৪৩৮, রাবী নং ৭০৭০।*

[৪২] *আহমাদ হা/২০৩১৫; মু'জামুল কাবীর হা/৫৪১,৫১১; যঈফ তারগীব হা/৮৭৮; যঈফাহ হা/৬৮৪৩; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১০৮৪০।*

[৪৩] *আলবানী, ইরওয়া ৩/১৫০-১৫১; যঈফাহ হা/৬৮৪৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

[৪৪] *মু'জামুল কাবীর হা/৪৯১; আল-আমরু বিল মা'রূফ, হা/২৪৫; তারীখু দিমাশক ৫০/২৯, ৫৮৪৮৭; বাদরুল মুনীর ৫/৩৩৭।*

[৪৫] *মীযান ৪/৩০৫, রাবী নং ৩৭৯২, ৪৯৩০; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১৯২।*

সূচীপত্র

হ’তে তিনি তার পিতা হ’তে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ মর্মে অছিয়ত করেছেন যে, যখন তাকে দাফন করা হবে তখন যেন তার মাথার নিকট সূরা বাক্বারার শুরু ও শেষ অংশ পাঠ করা হয়। আর তিনি বলেন, আমি ইবনু ওমরকে এ মর্মে অছিয়ত করতে শুনেছি। তখন ইমাম আহমাদ তাকে বললেন, ফিরে গিয়ে ঐ লোকটিকে কুরআন পাঠ করতে বল’।[৪৬]

এ বর্ণনায় এমন একজন রাবী আছে, যার পরিচয় জানা যায় না। তাছাড়া ইমাম আহমাদ কি করে লোকটিকে কবরের নিকট কুরআন পাঠ করতে বললেন? অথচ তিনি এ বিষয়টিকে বিদ‘আত বলেছেন। তাকে কবরের নিকটে কুরআন পাঠের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, তা করা যাবে না।[৪৭] আহমাদ থেকে এ ঘটনা বর্ণনার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। কারণ খাল্লালের শায়খ হাসান বিন আহমাদের পরিচয় রিজাল শাস্ত্রের কিতাবে পাওয়া যায় না। অনুরূপ তার শায়খ আলী বিন মূসার পরিচয়ও অজ্ঞাত। আর যদি ঘটনা সত্যও হয়, তাহ’লে ইমাম আহমাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হ’ল কবরের নিকটে কুরআন পাঠ মাকরূহ। আহমাদের ঘটনা সত্য মনে করলেও ইবনু ওমর থেকে এরূপ অছিয়ত ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। কারণ আব্দুর রহমান বিন আ‘লা বিন লাজলাজ মাজহূল বা অপরিচিত রাবী।[৪৮] কারণ তার থেকে মুবাশ্‌শির বিন ইসমাঈল ব্যতীত কেউ হাদীছ বর্ণনা করেনি। তাছাড়া সনদ সাব্যস্ত হ’লেও তা হবে মাওকূফ। যাতে মূলত কোন দলীল নেই।[৪৯]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةَ الْقُرْآنِ عَلَى الْقُبُورِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَعَلَيْهَا قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ، ‘একদল আলেম ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কবরে কুরআন তেলাওয়াতকে অপসন্দ করতেন। এটিই হচ্ছে অধিকাংশ সালাফের বক্তব্য এবং এর উপরেই তার প্রবীণ সাথীরা রয়েছে। আর কোন নির্ভরযোগ্য আলেম এর স্বপক্ষে কথা বলেননি’।[৫০] তিনি আরো বলেন, وَاتِّخَاذُ الْمَصَاحِفِ عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةٌ وَلَوْ لِلْقِرَاءَةِ وَلَوْ نَفَعَ الْمَيِّتُ لَفَعَلَهُ السَّلَفُ ..وَالْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِدْعَةٌ– ‘কবরের নিকটে কুরআন নেওয়া বিদ‘আত যদিও তা তেলাওয়াতের জন্য হয়। যদি কবরের নিকট কুরআন পাঠের মাধ্যমে মৃতরা উপকৃত হ’তেন তাহ’লে সালাফরা অবশ্যই তা করতেন। আর মৃত্যুর পর মৃতের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ‘আত’।[৫১]

ইমাম মালেক (রহঃ) মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে কুরআন পাঠকে মাকরূহ মনে করতেন। কারণ এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ এবং এটি সালফে ছালেহীনদের আমল নয়।[৫২] কবরের নিকটে কুরআন পাঠের ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমি কাউকে এরূপ আমল করতে দেখিনি। এখান থেকে বুঝা যায় যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণের কেউ এরূপ আমল করেননি। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কবরের নিকটে কুরআন পাঠকে বিদ‘আত বলেছেন।[৫৩]

নফল ছালাত আদায় করে বা ছিয়াম পালন করে বা কুরআন পাঠ করে তার ছওয়াব মৃতদের জন্য বখশানো সালাফে ছালেহীনের নীতি নয়।[৫৪] সালাফ-এর নীতি হ’ল তারা তাদের মৃত আত্মীয়দের জন্য দান-ছাদাক্বা করতেন এবং দো‘আ করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বা প্রবাহমান ছাদাক্বাহ (২) এমন জ্ঞান, যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় (৩) নেক সন্তান, যে পিতার জন্য দো‘আ করে’।[৫৫]

উপসংহার :

যেকোন ইবাদত রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত পন্থায় করতে হবে। অন্যথা তা কবুল হবে না। দু’টি শর্ত পূর্ণ করলেই কেবল ইবাদত কবুল হবে। ১. শিরক, কুফর ও নিফাক-মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। উপরন্তু ইবাদতটি পরিপূর্ণ ইখলাছের সাথে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সম্পাদিত হ’তে হবে। ২. রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক ইবাদত করতে হবে। কোন ব্যক্তির মনগড়া বা বিদ‘আতী পদ্ধতিতে ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিধান তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালেও সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। তিনি আরো বলেন, ‘আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ’তে বিরত থাক’ *(হাশর ৫৯/৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত’।[৫৬] অতএব হাদীছে ঈছালে ছওয়াবের ব্যাপারে যে সকল পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, কেবল সে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এর বাইরে অন্য কিছু করলে তা প্রত্যাখ্যাত বা অগ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে শারঈ পদ্ধতিতে সকল ইবাদত করার তাওফীক দান করুন।-আমীন!

---

[৪৬] *আবুবকর আল-খাল্লাল, আল-আমরু বিল মা‘রূফ, হা/২৪৬; আল-কিরাআতু ইনদাল কুবূর হা/০৩; তারীখু বাগদাদ৪/১৪৫।*
[৪৭] *আবূদাঊদ, আল-মাসায়েল ১/১৫৮।*
[৪৮] *মীযান ৪/৩০৫, রাবী নং ৩৭৯২,৪৯৩০।*
[৪৯] *আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/১৯২।*
[৫০] *আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩৬২।*
[৫১] *ঐ, ৫/৩৬২-৬৩।*
[৫২] *আল-ফাওয়াকেহুদ দাওয়ানী ১/২৮৪; শারহু মুখতাছারু খালীল ২/১৩৭।*
[৫৩] *ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাইছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ১৯/০৫।*
[৫৪] *মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৪/৩২৩।*
[৫৫] *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ ‘ইল্‌ম’ অধ্যায়।*
[৫৬] *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০।*

ইসলামের দৃষ্টিতে অপচয় ও অপব্যয়

*মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন**

জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করা এবং সম্পদ ভোগ করার অনুমতি ও নির্দেশ প্রত্যেক ধর্ম ও সভ্যতায় রয়েছে। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম বা সভ্যতায় ইসলামের মত আয়-ব্যয়কে নিয়ম-নীতির ফ্রেমে আবদ্ধ করা হয়নি। ইসলাম একদিকে যেমন হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছে, অপরদিকে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ বৈধ পথে ব্যয় করারও নির্দেশ দিয়েছে। মানব সমাজে অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয় আজ একটি বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলাম এটিকে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

ইসরাফ ও তাবযীর-এর অর্থ :

আরবী 'ইসরাফ' (إسراف) শব্দের অর্থ হ'ল সীমালজ্ঘন, অপচয়, অপব্যয়, অমিতব্যয়, বাড়াবাড়ি, মাত্রাতিরিক্ততা, অপরিমিতি।[১] কতিপয় বিদ্বান 'ইসরাফ' শব্দকে ব্যয় করা ও খাওয়ার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ শরীফ আলী জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হিঃ) 'ইসরাফ'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

الإسراف هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس وتجاوز الحد في النفقة، وقيل: أن يأكل الرجل ما لا يحل له، أو يأكل مما يحل له فوق الاعتدال، ومقدار الحاجة-

'ইসরাফ হ'ল কোন হীন উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করা। কেউ কেউ বলেন, কোন ব্যক্তির অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করা অথবা তার জন্য যা কিছু হালাল তা অপরিমিত ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা'।[২] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ،

'তোমরা এগুলির ফল খাও যখন তা ফলবন্ত হয় এবং এগুলির হক আদায় কর ফসল কাটার দিন। আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আন'আম ৬/১৪১)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, من أنفق درهما في غير حقه فهو سرف 'যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে এক দিরহামও খরচ করল সেটাই অপচয়'।[৩]

আর 'তাবযীর' (التبذير) অর্থও অপচয়, অপব্যয়, বাজে খরচ, অমিতব্যয় ইত্যাদি।[৪] এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল القاء البذر وطرحه অর্থাৎ বীজ ছিটানো ও নিক্ষেপ করা। এ থেকে শব্দটি রূপকভাবে অর্থ-সম্পদ অযথা ব্যয় করার অর্থে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، 'তুমি অপব্যয় করবে না, নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)*।

ফক্বীহগণ 'তাবযীর'-কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে যে, عدم إحسان التصرف في المال وصرفه فيما لا ينبغي، 'সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার না করা এবং তা অনুচিত কাজে ব্যয় করা'।[৬]

অপচয় ও অপব্যয়ের কারণ :

অপচয় ও অপব্যয়ের বহু কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মৌলিক কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

১. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা : ইসলাম মানুষকে বিভিন্নভাবে অপচয় ও অপব্যয় করতে নিষেধ করেছে। অজ্ঞতার বশবর্তী হয়েই মূলত মানুষ অপচয় করে থাকে। কোন ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানে পারদর্শী হ'লে তার দ্বারা অপচয় করা সম্ভব হ'ত না। মহান আল্লাহ বলেন, يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

অপচয়কারীকে দুনিয়াতে আফসোস ও লজ্জিত হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، 'আর তুমি তোমার হাত গলায় বেড়ী করে রেখ না (অর্থাৎ কৃপণ হয়ো না) এবং তাকে একেবারে খুলেও দিয়ো না (অর্থাৎ অপচয়

** সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর।*

[১] *ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, ২০০৮), পৃঃ ৭৮।*

[২] *শরীফ আলী জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৫ হি.), পৃঃ ৩৮।*

[৩] *ইমাম কুরতুবী, আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন (বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৮৫ খ্রি./১৪০৫ হি.), ১৩তম খণ্ড, পৃঃ ৭৩।*

[৪] *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃঃ ২০২।*

[৫] *রাগিব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃঃ ৪০।*

[৬] *ইমাম নববী, তাহরীরু আলফাযিত তানবীহ (দামেশক : দারুল কলম, ১৪০৮ হি.), পৃঃ ২০০।*

করো না)। তাহ’লে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৯)*।

অপচয়কারীর জন্য আখেরাতে রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ বলেন, وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ، لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ، ‘আর বাম পাশের দল। কতই না হতভাগ্য তারা! তারা থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। যা শীতল নয় বা আরামদায়ক নয়। ইতিপূর্বে তারা ছিল ভোগ-বিলাসে মত্ত’ *(ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৪১-৪৫)*।

অপচয়কারীর দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলাফল হ’ল, বৈধ জিনিস গ্রহণ করতে সে সীমালংঘন করে। আর এটাই তাকে শারীরিক ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এ কারণেই অলসতা তার উপর চেপে বসে। ওমর (রাঃ) বলেন, إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسد مورثة للفشل مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف– ‘তোমরা সীমাতিরিক্ত পানাহার থেকে সাবধান থাক। কেননা অতিরিক্ত পানাহার শরীরের জন্য ক্ষতিকর, অকর্মন্যতা আনয়ন কারী ও ছালাত থেকে অলসকারী। তোমরা পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। কেননা পরিমিত পানাহার শরীরের জন্য উপকারী এবং অপচয় থেকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে’।[৭]

২. পারিবারিক প্রভাব : মানুষ শিশুকালে তার পিতা-মাতার আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা যদি অপচয়কারী হয় তাহ’লে সন্তানও অপচয়ের শিক্ষা গ্রহণ করে। এজন্য এক্ষেত্রে অভিভাবকবৃন্দকে সচেতন হ’তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ‘প্রত্যেক নবজাতক ফিৎরাতের উপর তথা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী বা নাছারা অথবা অগ্নি পূজক বানায়’।[৮]

৩. অপচয়কারীদের সাহচর্য : অপচয়ের আরেকটি অন্যতম কারণ হ’ল অপচয়কারীদের সঙ্গ ও সাহচর্য। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ তার সঙ্গীর চরিত্র গ্রহণ করে থাকে। তাই সঙ্গী অপচয়কারী হ’লে তার অন্যান্য সঙ্গীরাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ‘প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গীর দ্বীন গ্রহণ করে। সুতরাং তোমরা সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে’।[৯]

৪. পরিচিতি ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা : অপচয়ের আরেকটি কারণ হ’ল সমাজে নিজের খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করা। মানুষ অন্যের সামনে নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য তার সম্পদ অকাতরে খরচ করতে থাকে। মূলতঃ এর মাধ্যমে সে অপচয়ে জড়িয়ে পড়ে, যা সম্পূর্ণ হারাম।

৫. বাস্তব জীবনের প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীনতা : অধিকাংশ মানুষ অর্থ-সম্পদ হাতে আসলেই বেহিসাব খরচ করে। সে একটিবারও ভেবে দেখে না যে, দুনিয়ার জীবন সর্বাবস্থায় সমান্তরাল গতিতে চলে না। আজকে হাতে অর্থ আছে কালকে নাও থাকতে পারে। তাই প্রত্যেকের উচিত, আল্লাহ্র দেয়া প্রতিটি নে‘মত যথাযথভাবে ব্যয় করা। আজকের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করে বাকী অর্থ-সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য জমা করে রাখা উচিত। যা তার বিপদের সময় কাজে আসতে পারে।

৬. ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে উদাসীনতা : অপব্যয়ের আরেকটি কারণ হচ্ছে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও শাস্তি সম্পর্কে উদাসীনতা। যেকোন ব্যক্তি পরকালের কঠিন পরিণতির কথা চিন্তা করলে সে অবশ্যই অপব্যয় থেকে বেঁচে থাকবে।

* অপচয় ও অপব্যয়ের ক্ষতিকর দিক সমূহ :

অপচয় ও অপব্যয়ের অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যেগুলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমনকি আন্তর্জাতিক ভারসাম্যকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে। অযথা খরচ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে যেমন বিশৃঙ্খল করে, তেমনি ব্যক্তির আখেরাতকেও নষ্ট করে। নিম্নে অপচয় ও অপব্যয়ের কিছু ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা হ’ল।-

১. অপব্যয় হারাম উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করে : অপচয় ও অপব্যয়ের কারণে অনেক সময় মানুষ অর্থসংকটে পড়ে যায়। তখন সংসারের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে হারাম উপার্জনের দিকে ধাবিত হয়। অথচ হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، ‘প্রত্যেক ঐ শরীর যা হারাম দ্বারা গঠিত তার জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান’।[১০]

২. অপচয়ের মাধ্যমে পাপের চর্চা হয় : অপচয়ের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় ব্যবহার করে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে সে হারাম পথে অর্থ ব্যয় করতে উদ্যত হয়। যেমন মদ, জুয়া, লটারী, ধূমপান সহ সকল ধরনের নেশাকর দ্রব্য পান, যাত্রা, আনন্দমেলা,

---

[৭] *ইবনু মুফলিহ আল-মাক্বদিসী, আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছাহ, ১৩৯১ হি.), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১।*

[৮] *বুখারী হা/১৩৮৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৫৫৯।*

[৯] *আবুদাঊদ হা/৪৮৩৩, ‘আদাব’ অধ্যায়।*

[১০] *ছহীহুল জামে‘ হা/৪৫১৯।*

সিনেমা দেখা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে সময় ও অর্থের অপচয়ের সাথে সাথে পাপের চর্চা হয় অবারিত।

উপরন্তু ইসলামের নির্দেশনার বাইরে অতি ভোজনের মাধ্যমে বরং সে নিজেই নিজের ক্ষতিই ডেকে আনে। অথচ ইসলাম অপচয় না করে পরিমিত খাদ্য গ্রহণের সুন্দর নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ ‘আদম সন্তান তার পেটের তুলনায় অন্য কোন খারাপ পাত্র ভর্তি করে না। মানুষের জন্য তো কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট, যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা করে রাখবে। আর যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহ’লে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় আর এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য রাখবে’।[11]

৩. পরকালে সম্পদ সম্পর্কে হিসাব দিতে হবে : পরকালে মহান আল্লাহর সামনে প্রত্যেককে স্বীয় সম্পদের হিসাব দিতে হবে যে, সম্পদ কোথা থেকে সে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، ‘ক্বিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় তার রবের নিকট হ’তে একটুকুও নড়বে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে? তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হ’তে তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে? আর সে যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছিল সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না’।[12]

৪. অপচয় ও অপব্যয় সম্পদ বিনষ্টের নামান্তর : অপব্যয় ও অপচয়ের মাধ্যমে সম্পদ নষ্ট হয়। যা আল্লাহ অপসন্দ করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، ‘আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজ অপসন্দ করেন- (১) অনর্থক কথাবার্তা বলা (২) সম্পদ নষ্ট করা এবং (৩) অত্যধিক প্রশ্ন করা’।[13]

৫. বরকতশূন্য হওয়া ও দারিদ্রের কবলে পড়া : অপচয়-অপব্যয় করার কারণে সম্পদে বরকত থাকে না। ফলে সম্পদ এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়। আর ঐ ব্যক্তি তখন ঋণ করতে থাকে। অবশেষে সে অভাব-অনটনের মধ্যে পতিত হয়।

অপচয় ও অপব্যয় : বাস্তবতা

ইসলামে হারাম খাদ্য গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে এবং খাদ্যের আদব রক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে পানাহারে অতিভোজন ও অপচয় যেন ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে খাদ্য ও পানীয়ের কোম্পানীগুলো ভোক্তার অর্থ ধ্বংস করে চলেছে। অতিভোজনের জন্যই দু’দিন পরপর নানা রকমের বিলাসী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট লোকদের অন্ধ অনুকরণের পিছনে মুসলিমরাও ছুটছে। অপচয় করাটাই যেন তাদের বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

ডাস্টবিনগুলোর অবস্থা থেকেই অনুমিত হয় দৈনিক কত খাদ্য আমরা অপচয় করে চলেছি। আর এভাবেই পশু চরিত্র আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করছে। অথচ গরীব-মিসকীনরা দু’বেলা দু’মুঠো খাবার জোগাড় করতে গলদঘর্ম হচ্ছে। ক্ষুধার জ্বালায় তারা ধুঁকে ধুঁকে মরছে। আমরা প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ খাবার অপচয় করি, তা যদি দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হ’ত তাহ’লে অনেক অনাহারীর ক্ষুধার জ্বালা মেটানো সম্ভব হ’ত।

অপচয় ও অপব্যয়ের প্রতিকার :

ইসলামের মূল সৌন্দর্যই হ’ল মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। ইসলাম যেভাবে অপচয়কে নিষেধ করেছে তেমনি কৃপণতাকেও নিষেধ করেছে। এজন্যই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে মুসলমানদের পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, সৌন্দর্য, যোগাযোগের মাধ্যম, বিবাহ-শাদী সবকিছুতেই সীমারেখা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। নিম্নে অপচয় ও অপব্যয়ের প্রতিকারে কতিপয় প্রস্তাবনা পেশ করা হ’ল।-

১. মধ্যপন্থা অবলম্বন : এটি হ’ল অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি অবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই নীতির প্রতিফলন ঘটায় না। অথচ ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ঈমানদার বান্দাদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ‘তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না বা কৃপণতা করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে’ *(ফুরকান ২৫/৬৭)*।

মহানবী (ছাঃ) বলেন, كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا غَيْرَ مَخِيلَةٍ وَلاَ سَرَفٍ ‘তোমরা খাও, পান কর, দান-ছাদাক্বাহ কর এবং পরিধান কর, তবে অহংকার ও অপচয় ব্যতীত’।[14]

---

[11] তিরমিযী হা/২৩৮০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৯; ছহীহাহ হা/২২৬৫।
[12] তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; ছহীহাহ হা/৯৪৬।
[13] বুখারী হা/১৪৭৭; মুসলিম হা/৫৯৩।

[14] আহমাদ হা/৬৬৯৫, সনদ হাসান।

২. সৌন্দর্য : সৌন্দর্য অবলম্বন করা অবশ্যই বৈধ। তবে এজন্য অপচয় করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا بَنِي آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ، ‘হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর। তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না’ *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، ‘আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে তাঁর দেয়া নে'মতের প্রভাব দেখতে ভালবাসেন’।[১৫] তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণীয় যে, তা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়। যেন অপচয়ের পর্যায়ে না পড়ে।

৩. অহংকার না করা : অহংকার প্রদর্শনের জন্য সম্পদ ব্যয়কে ইসলাম অনুমোদন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ-

‘হে বিশ্বাসীগণ! খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট করো না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'ল ও তাকে পরিষ্কার করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৬৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ ‘যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড়কে (টাখনুর নীচে) ঝুলিয়ে পরে (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না’।[১৬] আর অপচয় ও অপব্যয়ের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে অহংকার। কেননা সাধারণতঃ অহংকার বশেই মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করে। যা অপচয়ের শামিল। কাজেই অহংকার পরিত্যাগ করতে পারলে অপচয় থেকে বেঁচে থাকাও সক্ষম হবে।

৪. বিলাসবহুল জীবন যাপন না করা : দুনিয়ার চাকচিক্য ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে না দেওয়া। বিলাসিতাকে ইসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا، ‘যখন আমরা কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন আমরা সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দেই। তখন তারা সেখানে পাপাচারে মেতে ওঠে। ফলে তার উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমরা ওটাকে বিধ্বস্ত করে দেই’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/১৬)*।

৫. দুনিয়া বিমুখতা : এটি একটি প্রশংসনীয় গুণ। খুব কম মানুষই এই গুণে গুণান্বিত হ'তে পারে। নবী-রাসূলগণ এ গুণের অধিকারী ছিলেন। আর এ গুণের অধিকারী হ'তে হ'লে অবশ্যই নিজের চাহিদাকে সংবরণ করতে হয় এবং নিজের উপরে অপরকে প্রাধান্য দিতে হয়। আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে তা অনেক কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوْا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، ‘আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে মুক্ত, তারাই সফলকাম’ *(হাশর ৫৯/৯)*।

৬. জীবিকা উপার্জনে সতর্কতা অবলম্বন করা : জীবিকা উপার্জন ভালভাবে বুঝে শুনে করা। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, কিছু সংখ্যক আনছার ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদের দিলেন। পুনরায় তারা চাইলে তিনি তাদের দিলেন। এমনকি তার নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. ‘আমার নিকট যে সম্পদ থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে যাচ্ঞা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে পরমুখাপেক্ষী হয় না, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাকে ছবর দান করেন। ছবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নে'মত কাউকে দেওয়া হয়নি’।[১৭]

সুতরাং মনের দিক থেকে অল্পে তুষ্ট থাকা, কারো নিকটে হাত না পাতা, ধৈর্যধারণ করা কাম্য। আর শারীরিক দিক থেকে

---

[১৫] *তিরমিযী হা/২৮১৯; মিশকাত হা/৪৩৫০; ছহীহুল জামে' হা/১৭১২।*

[১৬] *বুখারী হা/৫৭৮৩, ৫৭৮৮ ‘পোষাক’ অধ্যায়।*

[১৭] *বুখারী হা/১৪৬৯, ‘যাকাত’ অধ্যায়; মিশকাত হা/১৮৪৪।*

কাম্য হ'ল কাজ করে হালাল পথে জীবিকা উপার্জন করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِىَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ، 'তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে বাযারে যায়, তারপর সেখানে তা বিক্রি করে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন, এটা মানুষের কাছে তার হাত পাতার চেয়ে উত্তম। কারণ মানুষ তাকে কিছু দিতেও পারে, নাও দিতে পারে'।[১৮] এজন্যই মক্কার লোকেরা ব্যবসা করত, আর মদীনার লোকেরা চাষাবাদ করত।

৮. নিজস্ব আয়ের মধ্যেই ব্যয় সীমাবদ্ধ করা : রাসূল (ছাঃ) বলেন, فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ 'একটি বিছানা স্বামীর জন্য, আরেকটি স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য'।[১৯] এর উদ্দেশ্য হ'ল খরচ কম করা, যাতে করে ঋণ করতে অন্যের দারস্থ হ'তে না হয়। নিজের সম্পদ দ্বারাই যেন নিজের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয়।

৯. দানের অভ্যাস করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِىَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِىَ السَّائِلَةُ 'নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত হচ্ছে দাতা আর নিচের হাত হচ্ছে গ্রহীতা'।[২০] হাদীছের উদ্দেশ্য হ'ল, সামাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা, যাতে দানকারীর সংখ্যা বেশী হয় এবং গ্রহণকারীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

এছাড়া পরকালে হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে চিন্তা করা, রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবন পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া, অপচয়কারীদের সাহচর্য পরিহার করা এবং মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে অপব্যয় ও অপচয় থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

অপচয়ের বদঅভ্যাস আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। আমরা হরহামেশা এ জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হচ্ছি। অথচ ইসলাম অপচয় ও অপব্যয়কে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে। কোন মুসলিম কখনো তার অর্থ-সম্পদের সামান্য অংশও অপচয় কিংবা অপব্যয় করতে পারে না। অপচয়-অপব্যয় বন্ধ করতে হ'লে, শুরু করতে হবে নিজ থেকেই। ব্যক্তি যখন নিজে অপচয় ও অপব্যয় না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে পরকালে জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে, তখনই কেবল অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হ'তে পারে, অন্যথা নয়। তাই ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল স্তরেই এই অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকা আবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

[১৮] বুখারী হা/১৪৭১।
[১৯] মুসলিম হা/৫৫৭৩।
[২০] বুখারী হা/১৪২৯, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৮৪৩।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর
কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ডকে
সমৃদ্ধ করুন!
অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : আহলেহাদীছ আন্দোলন
বাংলাদেশ জেনারেল ফাণ্ড, হিসাব নম্বর
০০৭১০২০০৮৫২২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক,
রাজশাহী শাখা। বিকাশ নং- ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

লালমণিরহাট শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আবেদন

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।
লালমণিরহাট যেলার আহলেহাদীছ ভাই-বোনদের দীর্ঘদিনের আকাংখা লালমণিরহাট শহরে একটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে লালমণিরহাট শহরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এজন্য শহরের প্রাণকেন্দ্রে ২০ শতাংশ জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মূল্য প্রায় ১০০,০০,০০০/=(এক কোটি) টাকা। অতএব দানশীল মুসলিম ভাই-বোনদেরকে সাধ্যমত দান করার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম জাযা দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর
(১) লালমণিরহাট শহর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, সঞ্চয়ী হিসাব নং-০২০০০১৫২৫২৩১৪
অগ্রণী ব্যাংক, লালমণিরহাট শাখা। (২) বিকাশ নং-০১৮৫১-৮৩৯২২২।
সার্বিক যোগাযোগ : প্রকৌশলী মুহাম্মাদ আইনুল হক, সাধারণ সম্পাদক, মসজিদ বাস্তবায়ন কমিটি।
মোবাইল নং ০১৭১২-৯৯১১৩৮; ০১৭২৩-৩১৩৫৯৫।

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(৩য় কিস্তি)

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত :

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ : নবীদের অন্যতম কাজ হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা। যেমন-

(এক) আদম (আঃ) :

কা'বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।[১]

(দুই) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) :

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহ্র প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহ্র হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন।[২] আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

'(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহ্র স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ' *(হজ্জ ২২/২৬)*। ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহ্র ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১২৭)*।

(তিন) দাউদ (আঃ) :

ইয়া'কূব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাযার বছর পর দাঊদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন।[৩] আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহ'লে তারা (বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না' *(সাবা ৩৪/১৪)*।

(চার) মুহাম্মদ (ছাঃ) :

মহানবী (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে প্রথমে কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

'অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(তওবা ৯/১০৮)*।

কোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম'আর ছালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পৌঁছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের 'রানূনা' উপত্যকায় তিনি ১ম জুম'আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রথম জুম'আ।[৪]

রাসূল (ছাঃ) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আম্মার দু'টো দু'টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে তাঁর দেহ হ'তে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ 'আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে'।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার

---

* সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।

১. বুখারী হা/৩৪২৫; মুসলিম হা/৫২০।

২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৪-৪৫।

৩. নবীদের কাহিনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৯।

৪. আল-বিদায়াহ ২/২১১।

৫. বুখারী হা/৪৪৭।

সূচীপত্র

ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের'।[৬]

(২) মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ–

'আল্লাহ্র মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(তওবা ৯/১৮)*।

(৩) মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন'।[৭]

(৪) মসজিদ নির্মাণ হ'ল ছাদাক্বায়ে জারিয়া :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ–

'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'।[৮]

(৫) জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম :

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন'।[৯] মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন।[১০] যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয়।[১১]

মসজিদে গমনের ফযীলত

মসজিদ নির্মাণের পর মুমিনদের দায়িত্ব হ'ল মসজিদে গমন করে মসজিদের হকগুলো আদায় করা। মসজিদ গমনের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) ছওয়াব লাভ, গোনাহ মাফ ও মর্যাদা বৃদ্ধি :

মসজিদে গমনের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দেন, গোনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَما مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِن هذِهِ المَساجِدِ، إلّا كَتَبَ اللهُ له بكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوها حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بها دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنْه بها سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنا وَما يَتَخَلَّفُ عَنْها إلّا مُنافِقٌ مَعْلُومُ النِّفاقِ، وَلَقَدْ كانَ الرَّجُلُ يُؤْتى به يُهادى بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتّى يُقامَ في الصَّفِّ.

'কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে তারপর (ছালাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মসজিদে উপস্থিত হয়, তাহ'লে মসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং

---

[৬] *বুখারী হা/৪৪৬।*

[৭] *তিরমিযী হা/৫৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৫৯; আবুদাঊদ হা/৪৫৫।*

[৮] *ইবনে মাজাহ হা/২৪২; ছহীহ তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২৫৪।*

[৯] *বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩; তিরমিযী হা/৩১৮; মিশকাত হা/৬৯৭।*

[১০] *তিরমিযী হা/৩১৯; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৫৬।*

[১১] *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৬১০; ছহীহুল জামে' হা/৬১২৮।*

একটি করে পাপ দূর করে দেন। (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন) আমরা মনে করি, যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউই জামা'আতে ছালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হ'ত যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে ছালাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত'।[১২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ–

'আমি কি তোমাদের সে জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গোনাহ মুছে দেন এবং যার মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা উন্নত হয়? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, 'কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক গমন করা এবং এক ছালাতের পর আরেক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই তোমাদের (আল্লাহ্র রাস্তায়) পাহারা দেওয়া'।[১৩]

বনু সালিমা গোত্রের লোকেরা মসজিদে নববীর কাছে আসতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, 'তোমাদের জায়গাতেই তোমরা থাক। তোমাদের আমলনামায় তোমাদের পায়ের চিহ্নগুলো লেখা হবে। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।[১৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلّاها مع النّاسِ، أَوْ مع الجَماعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ له ذُنُوبَهُ–

'যে ব্যক্তি ছালাতের জন্য পূর্ণরূপে ওযূ করল, তারপর ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ল এবং মানুষের সাথে তা আদায় করল। অথবা তিনি বলেছেন, জামা'আতের সাথে অথবা বলেছেন, মসজিদে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন'।[১৫]

(২) হজ্জের সমান ছওয়াব :

জামা'আতে ছালাত আদায়কারীকে রাসূল (ছাঃ) হজ্জকারীর ন্যায় মর্যাদাবান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

'যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের জন্য ওযূ করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরাম পরিধানকারী হাজীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুধু চাশতের ছালাত আদায় করার জন্যই বের হবে, সে একজন ওমরাহকারীর সমান ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তার নাম ইল্লিয়্যূন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে'।[১৬]

(৩) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ :

আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ رجلٌ خرج غازيًا في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ راحَ إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ حتى يتوفّاه فيدخلُه الجنَّةَ أو يردُّه بما نال من أجرٍ وغنيمةٍ ورجلٌ دخل بيتَه بسلامٍ فهو ضامنٌ على اللهِ عزَّ وجلَّ–

'তিন প্রকার লোকের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে। ১. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য বের হয়, তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ তার যিম্মাদার। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবেন। ২. যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, আল্লাহ তার যিম্মাদার। এমনকি তার মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন কিংবা তাকে নিরাপদে তার নেকী ও গনীমতসহ তার বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন। ৩. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে, আল্লাহ তার যিম্মাদার'।[১৭]

(৪) আল্লাহ সম্মান করেন :

মসজিদে আগমনকারীকে আল্লাহ নিজেই সম্মান করেন। সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَهُوَ زَائِرٌ لِلّهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ، 'যে ব্যক্তি স্বীয় বাড়িতে ওযূ করে তারপর মসজিদে আগমন করে, সে আল্লাহ্র যিয়ারতকারী। যার যিয়ারত করা হয় তার উপর ওয়াজিব হ'ল,

---

[১২] মুসলিম, হা/১৩৭৪; ইবনে মাজাহ হা/৬৩৮, সনদ ছহীহ।
[১৩] মুসলিম হা/২৫১; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৩৭; মিশকাত হা/২৮২।
[১৪] মুসলিম হা/৬৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৯৮; মিশকাত হা/৭০০।
[১৫] মুসলিম হা/২৩২; নাসাঈ হা/৮৫৬।
[১৬] আবূদাঊদ হা/৫৫৮; আহমাদ হা/২২৩০৪; ছহীহ তারগীব হা/৬৭৫।
[১৭] আবূদাঊদ হা/২৪৯৪; ইবনে হিব্বান হা/৪৯৯; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯৪; মিশকাত হা/৭২৭।

যিয়ারতকারীর সম্মান করা’।[১৮]

(৫) জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ছওয়াব পাবে :

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ جَاءَ مَسْجِدِى هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللهِ، ‘যে আমার এ মসজিদে আসে এবং শুধু ভালো কাজের উদ্দেশ্যেই আসে, হয় সে ইলম শিক্ষা দেয় অথবা নিজে শিখে, সে আল্লাহ্র পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য’।[১৯]

(৬) ক্বিয়ামতের দিন আলো হবে :

ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদ গমন করার অন্যতম ফযীলত হ’ল ক্বিয়ামতের দিন মসজিদে গমনকারীর জন্য আলোকময় হবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ‘যারা অন্ধকার রাতে মসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও’।[২০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَيُضِيءُ لِلَّذِينَ يتخلَّلونَ إلى المساجدِ فِي الظُّلَمِ بنورٍ ساطعٍ يومَ القيامةِ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিদের জন্য উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা করবেন যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে’।[২১]

(৭) আরশের নিচে স্থান লাভ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। (তারা হ’ল,) ন্যায়পরায়ণ নেতা, সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন হয় (তাদের মৃত্যু)। সেই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয়া ও সুন্দরী নারী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে। এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার উভয় চোখে অশ্রু বয়ে যায়’।[২২]

(৮) জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন, مَن غَدَا إلى المَسْجِدِ ورَاحَ، أعَدَّ اللهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدَا أوْ راحَ، ‘যে ব্যক্তি সকাল ও বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ্ তা‘আলা তার প্রত্যেকবার যাতায়াতের জন্য জান্নাতে একটি মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখবেন। চাই সে সকালে যাক বা সন্ধ্যায়’।[২৩]

(৯) ফেরেশতা কর্তৃক ক্ষমা প্রার্থনা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেন,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

‘ঘরে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা‘আতের সাথে ছালাত আদায় করার ছওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী। কারণ কোন ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে কেবল ছালাত আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, আর একটি গুনাহ মোচন করা হয়। (এভাবে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত চলতে থাকে)। ছালাত আদায় শেষ করে যখন সে মুছল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ অনবরত দো‘আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ কর।[২৪] অন্য বর্ণানায় এসেছে, ফেরেশতা বলতে থাকে, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ‘হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। তার তওবাও কবুল কর। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য কোন মুসলিমকে কষ্ট না দেয় বা তার ওযূ ছুটে না যায়’।[২৫]

(১০) জামা‘আত না পেলেও জামা‘আতের ছওয়াব লাভ :

মসজিদে বের হওয়ার অন্যতম ফযীলত হ’ল, কোন কারণে মসজিদে জামা‘আত না পেলেও জামা‘আতের ছওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

---

১৮. তাবরানী, মু‘জামুল কাবীর হা/৬১৩৯, ৬১৪৫; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হা/১৬৪৬৫।

১৯. ইবনে মাজাহ হা/২২৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮৭; মিশকাত হা/৭৪২।

২০. আবূদাঊদ হা/৫৬১; তিরমিযী হা/২২৩; ইবনে মাজাহ হা/৭৮১; মিশকাত হা/৭২১।

২১. তাবারানী, মু‘জামুল আওসাত ১/২৫৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৭।

২২. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; তিরমিযী হা/২৩৯১।

২৩. বুখারী হা/৬৬২; মুসলিম হা/৬৬৯; আহমাদ হা/১০৬০৮; মিশকাত হা/৬৯৮।

২৪. বুখারী হা/৬৪৭; মিশকাত হা/৭০২।

২৫. মুসলিম হা/৬৪৯।

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا–

‘যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল লোকজন ছালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য ছালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান ছওয়াব লিখে দেবেন। অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না’।[২৬]

(১১) নিয়ত অনুযায়ী অংশ পাবে :

মসজিদে যে ব্যক্তি যেই নিয়তে আসবে আল্লাহ তাকে তার নিয়ত অনুযায়ীই ফযীলত দিবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ ‘যে ব্যক্তি মসজিদে যে কাজের নিয়ত করে আসবে, সে সেই কাজেরই অংশ পাবে’।[২৭]

(১২) হেঁটে জামা‘আতে অংশগ্রহণকারীর ছওয়াব লেখার জন্য ফেরেশতারা প্রতিযোগিতা করে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانِى اللَّيْلَةَ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِى أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ فِى الْمَنَامِ ...قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فِى الْكَفَّارَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় আমার নিকট এসেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নযোগে। ...তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, এ সময় উচ্চতর পরিষদের অধিবাসীরা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) কি নিয়ে বিবাদ করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, কাফফারাত নিয়ে বিবাদ করছে। কাফফারাত অর্থ: ছালাতের পর মসজিদে বসে থাকা, ছালাতের জামা‘আতে উপস্থিতির জন্য হেঁটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও সুন্দর ও সুচারু রূপে ওযূ করা। যে লোক এসব কাজ করবে সে কল্যাণের মধ্যে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের পথে মরবে এবং তার জন্ম দিনের মত গুনাহ হ’তে পবিত্র হয়ে যাবে’।[২৮]

(১৩) জাহান্নাম ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি :

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَلّى لِلّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَــى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ–

‘কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা‘আতে ছালাত আদায় করতে পারবে তাকে দু’টি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ১. জাহান্নাম হ’তে নাজাত এবং ২. মুনাফেকী হ’তে মুক্তি’।[২৯]

[চলবে]

---

[২৬] *নাসাঈ হা/৮৫৫; আবূদাঊদ হা/৫৬৪, হাদীছ ছহীহ।*
[২৭] *আবূদাঊদ হা/৪৭২; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৯৬৩; মিশকাত হা/৭৩০।*
[২৮] *তিরমিযী হা/৩২৩৩।*
[২৯] *তিরমিযী হা/২৪১; ছহীহাহ হা/২৬৫২।*

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল
হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে
সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

আল-‘আওন
টেলিমেডিসিন সেবা

চিকিৎসা বিষয়ক যেকোন সমস্যায়
এমবিবিএস ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিন

পুরুষদের জন্য
০১৭১১ ১০২ ৫৪৬ ০১৭২৩ ৭৭১ ০৯০
০১৭২৫ ৬৪৭ ৪১৩ ০১৭১০ ৪৪০ ৫৯৭
০১৯২০ ৭০৩ ৮৩৫

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য
০১৭১১ ৮১০ ৮০৭ ০১৭৬৬ ৯৮২ ৪৫৬
০১৯৫৯ ২১৪ ৪৪৫

প্রতিদিন বিকাল ৪-টা সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত

আল-‘আওন
রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১
মাদক মুক্ত রক্তদান সুস্থ থাকবে জাতির প্রাণ
(স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা)
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (পূর্ব পার্শ্ব ২য় তলা), নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী-৬২০৩। মোবাইল : ০১৭২৩ ৯৩৮ ৩৯৩, ওয়েবসাইট : http://www.alawon.com

সূচীপত্র

রোগ-ব্যাধির উপকারিতা

*আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ**

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর পৃথিবী হচ্ছে কষ্ট-ক্লেশের স্থান। কষ্টের অন্যতম দিক হ’ল রোগ-ব্যাধি। মানব জীবনে রোগ-শোক নিত্যকার ঘটনা। রোগ এমন এক ভয়াবহ জিনিস, যাতে আক্রান্ত হয়ে অহংকারী ব্যক্তিও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য পরীক্ষা। যাতে মানুষ রোগ-শোকে নিজের অসহায়ত্ব অনুভব করতে পারে এবং মহান আরোগ্যদাতা আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে নিজেকে তাঁরই কাছে সোপর্দ করে। আমরা সাধারণত দুই ধরনের রোগে আক্রান্ত হই। (ক) মানসিক রোগ ও (খ) দৈহিক রোগ। বক্ষমাণ নিবন্ধে আমরা দৈহিক রোগের ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সুস্থতা আল্লাহ্র এক অনন্য নে‘মত :

সুস্থতা শব্দটি রোগের সাথেই সম্পৃক্ত। আমাদের জীবনে রোগ ও সুস্থতা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। যা পালাক্রমে আগমন করে। আল্লাহ এজন্য রোগ দেন যে, মানুষ যেন রোগের মাধ্যমে সুস্থতার গুরুত্ব অনুভব করে এবং মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করে। কারণ রোগ যেমন দেহের সজীবতা ম্লান করে দেয়, তেমনি মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়। জান্নাতপিয়াসী আল্লাহ্র বান্দাগণ মৃত্যুর আগেই আখেরাতের চিরসুখের জন্য জীবনের সময়গুলোকে তাঁরই পথে ব্যয় করে। আর জীবনের সুস্থতার সময়গুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের জন্য এক মহামূল্যবান নে‘মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ، ‘দু’টি নে‘মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই ধোঁকায় পতিত হয়। আর তা হচ্ছে সুস্থতা ও অবসর’।[1] বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় নে‘মত হ’ল এই সুস্থতা। কারণ সুস্থ না থাকলে আল্লাহ্র কোন নে‘মতই ভালভাবে উপভোগ করা যায় না। আল্লাহ যাকে সুস্থতা দান করেন, তার মাঝে যেন পৃথিবীর সমুদয় কল্যাণ কেন্দ্রীভূত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খাদ্য থাকে, তবে তার মাঝে যেন দুনিয়ার সকল কল্যাণ একত্রিত করা হ’ল’।[2]

রোগ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা :

জীবন মানেই পরীক্ষা। জীবনের পরতে পরতে মানুষকে দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হ’তে হয়। অমুসলিমদের নিকটে এই দুঃখ-কষ্টগুলো অতিশয় যাতনার। কিন্তু মুসলিমদের দুনিয়াবী কষ্টগুলো এক ধরনের পরীক্ষা এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উপায়। কারণ আল্লাহ যাকে যত বেশী ভালবাসেন তাকে তত বেশী পরীক্ষা করে থাকেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ যাচাই করেন, কারা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ, আর কারা অকৃতজ্ঞ। কারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, আর কারা অধৈর্য হয়ে পড়ে। মুমিন বান্দারা যখন এই পরীক্ষার ময়দানে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারেন, তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে অপরিমেয় পুরস্কারে ভূষিত করেন। তাদের পাপ মোচন করেন এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ‘আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব। তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ’তে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ। আর তারাই হ’ল সুপথপ্রাপ্ত’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-১৫৭)*।

আল্লাহ আমাদেরকে কখনো সুখ-শান্তি দিয়ে পরীক্ষা করেন। আবার কখনো রোগ-ব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ‘আর আমরা তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমাদের কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে (অতঃপর আমরা যথাযথ প্রতিফল দেব)’ *(আম্বিয়া ২১/৩৫)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘ভাল-মন্দের মাধ্যমে পরীক্ষা করার অর্থ হ’ল কষ্ট-সুখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা-দরিদ্রতা, হালাল-হারাম, আনুগত্য-অবাধ্যতা, হেদায়াত-পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করে থাকেন’।[3] এজন্য জীবনে আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এলে প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সর্বাগ্রে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা এবং বিপদ এলে ধৈর্য ধারণ করা। দুনিয়াবী সুখ-শান্তি দেখে কারো এমনটি ভাবা উচিত হবে না যে, তার ধার্মিকতা ও সদাচরণের কারণেই আল্লাহ তাকে ঐশ্বর্য দান করেছেন। উপরন্তু আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণ

** এম.এ শেষ বর্ষ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

[1] *বুখারী হা/৬৪১২; তিরমিযী হা/ ২৩০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১৭০।*

[2] *তিরমিযী হা/২৩৪৬; ইবনু মাজাহ হা/৪১৪১; মিশকাত হা/৫১৯১, সনদ হাসান।*

[3] *তাফসীরে ত্বাবারী, তাহক্বীক: আহমাদ শাকির, ১৮/ ৪৪০।*

দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ খুব কমই ভোগ করতে পারেন। কারণ তাদের নিকটে আখেরাতের চির শান্তির তুলনায় পার্থিব সুখ মূল্যহীন। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الدُّنْيَا سِجْنُ الــمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ، ‘দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য জান্নাত স্বরূপ’।[৪] অর্থাৎ কারাগারে মানুষ যেভাবে বাস করে আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দারা দুনিয়াতে সেভাবে বাস করে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নবী-রাসূলগণ। কারণ তাঁরা পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ ছিলেন। তথাপি তাঁরাই ছিলেন এই পৃথিবীর সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ ও নির্যাতিত মানুষ।

সালাফগণ বলেন, لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس ‘যদি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদাপদ না থাকত, তাহ’লে ক্বিয়ামতের দিন আমরা নিঃস্ব অবস্থায় উপস্থিত হতাম’।[৫]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লে আমি তাঁকে দেখতে গেলাম এবং আলাপচারিতার ফাঁকে বললাম,

يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ–

‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিপদগ্রস্থ কে? তিনি বললেন, ‘নবীগণ’। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, ‘সৎকর্মশীল বান্দাগণ। তাদের কেউ কেউ এতটা দারিদ্রপীড়িত হয়ে পড়ত যে শেষ পর্যন্ত তার কাছে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া আর কিছু থাকে না। তবুও তাদের কেউ বিপদে এতটা প্রশান্ত ও উৎফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে’।[৬] বোঝা গেল, বিপদ বা রোগ-শোকের ঝাপটা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের উপর বেশী আঘাত হানে, যাতে বান্দা রোগের কষ্টের বিনিময়ে পাপ মুক্ত হ’তে পারে। হযরত আইয়ুব (আঃ) রোগাক্রান্ত হয়ে কতই না কষ্ট সহ্য করেছিলেন, বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে মহা পুরস্কারে ধন্য করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র নেককার বান্দার জীবনে পরীক্ষা আসবেই। কখনো রোগ দিয়ে, কখনো দরিদ্রতা দিয়ে, কখনো সম্পদ দিয়ে, কখনো সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে। আবার কখনো হালাল বস্তু দিয়েও আল্লাহ বান্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। দুনিয়ায় রোগ-শোকের বিবিধ পরীক্ষার কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়েই আখেরাতে সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হয়।

রোগাক্রান্ত হওয়ার উপকারিতা

১. রোগের মাধ্যমে বান্দার পাপ ক্ষমা হয় :

মুমিন বান্দার জীবনে রোগ একটি রাবারের মত, যার মাধ্যমে তার হৃদয় শ্লেটের সকল পাপের কালিমা মুছে দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ‘তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ মার্জনা করে দেন’ *(শূরা ৪২/৩০)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَـــا يُصِيبُ الْمـــسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَـــمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ‘মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি তার দেহে যে কাঁটা ফুটে, এসবের বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন’।[৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ (রাঃ) বলেন, ‘আমি একদিন আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে গেলাম। তিনি তখন জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁকে আমার হাতে স্পর্শ করে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার তো ভীষণ জ্বর? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তোমাদের দু’জন ব্যক্তি যতটুকু জ্বরাক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু জ্বরে আক্রান্ত হই। আমি বললাম, এজন্য তো আপনার দ্বিগুণ ছওয়াব হবে? তখন তিনি বললেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ، فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ‘কোন মুসলিম ব্যক্তি রোগ-ব্যাধি বা অন্য কোন মাধ্যমে কষ্টে পতিত হ’লে, আল্লাহ এর দ্বারা তার পাপগুলোকে এমনভাবে মুছে দেন, যেমনভাবে গাছ থেকে পাতাগুলে ঝরে পড়ে’।[৮]

মহিলা ছাহাবী উম্মুল ‘আলা বলেন, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমাকে দেখতে এসে (আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে) বললেন, أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ، كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ‘হে ‘আলার মা! সুসংবাদ গ্রহণ করো, আগুন যেভাবে সোনা-রূপার ময়লা দূর করে দেয়, তদ্রূপ মহান আল্লাহ মুসলিম বান্দার রোগের মাধ্যমে তার পাপগুলোকে দূর করে দেন’।[৯] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ

---

৪. মুসলিম হা/২৯৫৬; তিরমিযী হা/২৩২৪; মিশকাত হা/ ৫১৫৮।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ, ৪/১৭৬।

৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০২৪; ‘ফিতান’ অধ্যায়, ‘বিপদে ধৈর্য ধারণ’ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।

৭. বুখারী হা/৫৬৪১; মুসলিম হা/২৫৭৩।

৮. ছহীহ মুসলিম হা/২৫৭১।

৯. তিরমিযী হা/৩০৯২; সিলসিলা ছহীহাহ/৭৪১।

সূচীপত্র

بِالْـمُؤْمِنِ وَالْـمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ‘মুমিন নর-নারীর জীবনে এবং তার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। অবশেষে সে গুনাহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করে’।[১০] তবে এই ফযীলত শুধু মুমিন বান্দাদের জন্য। কেননা মুমিন ও পাপীর রোগ-ব্যাধির তাৎপর্য ব্যতিক্রমধর্মী। একদিন সালমান (রাঃ) কিন্দায় এক রোগীকে দেখতে গিয়ে তাকে বলেন, أَبْشِرْ، فَإِنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا، وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، فَلَا يَدْرِي لِمَ عُقِلَ وَلِمَ أُرْسِلَ ‘তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর! কেননা আল্লাহ মুমিন বান্দার রোগকে তার গুনাহ সমূহের কাফফারা ও অনুশোচনার মাধ্যম করে দেন। আর পাপাচারী লোকের রোগ-ব্যাধি সেই উটের মত, যাকে তার মালিক বেঁধে রাখল। অতঃপর ছেড়ে দিল। অথচ সে জানতে পারল না- কেন তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং কেনইবা তাকে ছেড়ে দেওয়া হ’ল’।[১১]

২. নেকী লাভ হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় :

রোগের কষ্টে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে মুমিন বান্দার নেকী অর্জিত হয় এবং মহান আল্লাহ রোগীকে এমন মর্যাদা দান করেন, যা আমলের মাধ্যমে অর্জন করতে সে সক্ষম ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ، لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، ‘যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এমন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, যা সে তার আমলের মাধ্যমে লাভ করতে সক্ষম ছিল না। তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ অথবা তার সন্তানকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে সেই বিপদে ধৈর্য ধারণের সক্ষমতা দান করেন। অবশেষে তাকে সেই মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেন, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল’।[১২] অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً، فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ‘কোন মুসলিমের গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হ’লে কিংবা তার চেয়েও ছোট কোন আঘাত লাগলে, এর বিনিময়ে তার এক স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করা হয়’।[১৩]

৩. মুমিনের রোগ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি নে‘মত :

মুমিনদের জন্য সুখকর সংবাদ হ’ল রোগ-ব্যাধিসহ যাবতীয় বিপদাপদ তাদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ নে‘মত। সেকারণ আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সালাফে ছালেহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে যেমন খুশী হ’তেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতেন, ঠিক তেমনি রোগ-ব্যাধিতে তারা সন্তুষ্ট থাকতেন। রাসূল (ছাঃ) সৎকর্মশীল বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ، ‘তাদের কেউ বিপদে এত প্রফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ পেয়ে আনন্দিত হয়’।[১৪]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لَيْسَ بِفَقِيهٍ مَنْ لَمْ يَعُدَّ الْبَلَاءَ نِعْمَةً، وَالرَّخَاءَ مُصِيبَةً ‘সেই ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী নয়, যে বিপদকে নে‘মত মনে করে না এবং প্রাচুর্য-ঐশ্বর্যকে মুছীবত হিসাবে গণ্য করে না’।[১৫]

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضى عنه طرفة عين، فتسقط من عينه، ‘আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরোপিত সকল বিষয়ের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাক। কেননা তোমাকে বিশেষ কিছু প্রদান করার জন্য তিনি কোন কিছু পাওয়া থেকে তোমাকে বিরত রাখেন। তোমাকে বিপদমুক্ত করার জন্যই কোন পরীক্ষায় ফেলেন। তোমাকে সুস্থ করার জন্য তিনি তোমাকে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত করেন। নতুন জীবন দানের জন্যই তোমাকে মৃত্যু দেন। সুতরাং সাবধান! এক পলকের জন্য হ’লেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সীমানা থেকে পৃথক হয়ো না, তাহ’লে তুমি তাঁর দৃষ্টি থেকে ছিটকে পড়বে’।[১৬]

৪. রোগী সুস্থাবস্থার মত নেকী পেতে থাকে :

বান্দা অসুস্থ হয়ে গেলে স্বাভাবিক অবস্থার মত ইবাদত করতে পারে না। কিন্তু তিনি যদি সুস্থ অবস্থায় কোন আমল নিয়মিত করে থাকেন, তাহ’লে অসুস্থ হয়ে গেলে ঐ আমল সম্পাদন না করেও নেকী লাভ করবেন। আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا، ‘বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে যায় অথবা সফরে থাকে, তখন তার আমলের নেকী এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে মুকীম হালতে সুস্থাবস্থায় আমল সম্পাদন করছে’।[১৭] আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল

---

[১০] *তিরমিযী হা/৩২৯৯; ছহীহাহ হা/২২৮০, সনদ হাসান।*

[১১] *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১০৮১৩, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯৩, সনদ ছহীহ।*

[১২] *আহমাদ হা/২২৩৩৮; আবূদাঊদ হা/৩০৯০, সনদ ছহীহ।*

[১৩] *মুসলিম হা/২৫৭২; ছহীহুল জামে’ হা/১৬৬০।*

[১৪] *ইবনু মাজাহ হা/৪০২৪; ছহীহাহ হা/১৪৪, সনদ ছহীহ।*

[১৫] *হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/৫৫।*

[১৬] *মাদারিজুস সালেকীন ২/২১৬।*

[১৭] *বুখারী হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/১৫৪৪।*

(ছাঃ) বলেছেন, إِذَا ابْتَلَى اللهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، قَالَ لِلْمَلَكِ: اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، فَإِنْ شَفَاهُ، غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ، غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ ‘আল্লাহ যখন মুসলিম বান্দাকে তার শরীরে কোন রোগ দিয়ে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি ফেরেশতাকে বলেন, বান্দা যে নেক আমল নিয়মিত করত, তার সেই আমলের নেকী লিপিবদ্ধ করতে থাক। এরপর আল্লাহ যদি তাকে আরোগ্য দান করেন, তাহ’লে তাকে গুনাহ থেকে ধুয়ে পাক-সাফ করে দেন। আর যদি তাকে মৃত্যু দান করেন, তাহ’লে তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহমত দান করেন’।[১৮] তিনি আরো বলেছেন, إِن الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوَكَّلِ بِهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيقًا حَتَّى أطلقهُ أَو أكفته إِلَيّ ‘বান্দা যখন কোন সুন্দর পদ্ধতিতে ইবাদত-বন্দেগী করতে থাকে, অতঃপর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার আমলনামা লেখার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতাকে বলা হয়, এই বান্দা সুস্থ অবস্থায় যে আমল করত (অসুস্থ অবস্থাতেও) তার আমলনামায় তা লিখতে থাক। যতক্ষণ না আমি তাকে মুক্ত করে দেই অথবা তাকে আমার কাছে ডেকে আনি’।[১৯]

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِذَا ابْتَلَيتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا، فَحَمِدَنِي وَصَبَرَ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِه ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَفَظَةِ: إِنِّي أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي هَذَا وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ ‘মহামহিম আল্লাহ বলেন, আমি যখন আমার কোন মুমিন বান্দাকে বিপদে ফেলি, আর সে আমার প্রশংসা করে এবং আমার পক্ষ থেকে আরোপিত বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, তাহ’লে সে তার বিছানা থেকে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে উঠে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। অতঃপর আল্লাহ হেফাযতকারী ফেরেশতাদের বলেন, আমি আমার এই বান্দাকে আবদ্ধ করে রেখেছি এবং মুছীবতে ফেলেছি। সুতরাং তোমরা তার ঐ আমলগুলোর নেকী জারী রাখ, সুস্থাবস্থায় যে আমলের নেকীগুলো তার জন্য তোমরা জারী রাখতে’।[২০] অর্থাৎ রোগে-শোকে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্র প্রশংসা করা এমন এক মহান ইবাদত, যে ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। উপরন্তু রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার সুস্থাবস্থায় সম্পাদিত আমলের নেকীগুলো জারী থাকে। এজন্যই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে আমলের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে বলেছেন।

৫. রোগের মাধ্যমে মুমিন বান্দা জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে :

অসুস্থ ব্যক্তি তার রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। ফলে সে আখেরাতে জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। একবার আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে এক জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তিনি রোগীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَبْشِرْ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ، ‘সুসংবাদ গ্রহণ কর! কেননা মহান আল্লাহ বলেন, ‘এই (রোগ) আমার আগুন, যা আমি দুনিয়াতে আমার মুমিন বান্দার উপর চাপিয়ে দেই, যাতে আখেরাতের আগুনের পরিপূরক হয়ে যায়’।[২১] অন্যত্র তিনি বলেন, الْحُمَّى حَظُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ النَّارِ ‘প্রত্যেক মুমিনের জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য জ্বর তাক্বদীরের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ’।[২২]

৬. রোগ জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম :

আল্লাহ রোগ-ব্যাধি দিয়ে মুমিন বান্দাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। বান্দা যদি এই পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হয়, তাহ’লে দুনিয়ার এই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে আখেরাতে সম্মানিত করেন এবং তাকে এত বিশাল পুরস্কার প্রদান করেন যে, দুনিয়ার সুস্থ ব্যক্তিরা নিজেদের রোগ না হওয়ার জন্য আক্ষেপ করবে। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, يَوَدُّ أَهْلُ العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ البَلَاءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ، ‘ক্বিয়ামতের দিন বিপদে পতিত ব্যক্তিদের যখন প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন (পৃথিবীর) বিপদমুক্ত মানুষেরা আফসোস করে বলবে, হায়! দুনিয়াতে যদি কাঁচি দ্বারা তাদের শরীরের চামড়া কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হ’ত!’।[২৩] দুনিয়াতে অসুস্থ ব্যক্তিরা অনেক সময় সুস্থ ব্যক্তিদের দেখে নিজের রোগের কারণে মনস্তাপে ভোগেন। কিন্তু তিনি যদি ধৈর্যশীল হ’তে পারেন, তাহ’লে এই সুস্থ ব্যক্তিরা ক্বিয়ামতের দিন তার

---

১৮. আহমাদ হা/ ১৩৭১২; ছহীহুল জামে‘ হা/২৫৮; ইরওয়া হা/৫৬০; মিশকাত হা/১৫৬০, সনদ হাসান।

১৯. আহমাদ হা/৬৮৯৫; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬৬২০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪২১; মিশকাত হা/১৫৫৯, সনদ ছহীহ।

২০. তাবারাণী, মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৪৭০৯; ছহীহাহ হা/২০০৯; মিশকাত হা/ ১৫৭৯।

২১. ইবনু মাজাহ হা/৩৪৭০; ছহীহাহ হা/৫৫৭।

২২. বাযযার হা/১৮২১; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৪৭; ছহীহাহ হা/১৮২১; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১৮৭।

২৩. তিরমিযী হা/২৪০২; মিশকাত হা/১৫৭০, সনদ হাসান।

পুরস্কারের পরিমাণ দেখে আফসোস করবেন। যেহেতু জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, সেহেতু মুমিন বান্দাকে জীবনের পরতে পরতে রোগ-ব্যাধি, বালা-মুছীবতের কষ্ট সহ্য করেই জান্নাতের পথ সুগম করতে হয়। কেননা জান্নাতকে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখা হয়েছে।[২৪]

৭. রোগ বান্দাকে আল্লাহমুখী করে এবং তওবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় :

মানুষের যখন পাপ বেড়ে যায়, তখন আল্লাহ তাকে যেকোন ধরনের বালা-মুছীবতে ফেলেন। যাতে সে পাপ থেকে ফিরে আসে। কখনো রোগ-ব্যাধির মাধ্যমেও মানুষ মুছীবতের সম্মুখীন হয়। কারণ একজন মানুষ অসুস্থ শরীর নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকা অবস্থায় যখন চলাফেরা করতে থাকা সুস্থ লোকদের দেখতে থাকে, তখন তার মাঝে জেগে ওঠে তওবার মনোভাব। আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসতে তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ‘(আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) আমরা তাদের অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহ্র পথে) ফিরে আসে’ *(সাজদাহ ৩২/২১)*। আল্লাহ বলেন, وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ‘আর আমরা তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি, যা তার অনুরূপ আগের নিদর্শনের চাইতে বড় ছিল না। এভাবে আমরা তাদের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা (কুফরী থেকে) ফিরে আসে’ *(যুখরুফ ৪৩/৪৮)*।

পৃথিবীতে এমন অনেক পাপী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পাপ ছেড়ে আল্লাহ্র আনুগত্যে ফিরে এসেছে। অবাধ্যতার জীবন থেকে পবিত্র জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। নিঃসন্দেহে তাদের জন্য এই রোগ-ব্যাধি কল্যাণকর ছিল। তাছাড়া রোগে-শোকে মানুষের মন সবসময় আল্লাহমুখী থাকে। বান্দা রোগাক্রান্ত হয়ে আল্লাহকে যে আবেগ ও মিনতি নিয়ে ডাকে, সুস্থ অবস্থায় সেই আবেগ ও বিনয়ীভাব নিয়ে খুব কমই ডাকতে পারে। সুতরাং রোগ পাপী বান্দাকে তওবার সুযোগ করে দেয়। আল্লাহ বলেন, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ‘অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। যাতে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হয়’ *(আন‘আম ৬/৪২)*।

ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হ’ল- فامتحنَّاهُم بشدة الفقر والأسقام لعلهم يتضرعون إليَّ، ويُخلصوا لي العبادة، ‘আমরা তাদেরকে কঠিন দারিদ্র্য ও রোগ্য-ব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেছি। যাতে তারা আমার নিকট কাকুতি-মিনতি করে এবং ইবাদত-বন্দেগীতে একনিষ্ঠ হয়’।[২৫] ফলে গাফেল বান্দা রোগ-শোকে বল্গাহীন জীবন ছেড়ে তার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، ‘যখন আমরা মানুষের উপর অনুগ্রহ করি, তখন সে এড়িয়ে যায় ও দূরে সরে যায়। আর যদি তাকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়’ *(ফুছ্ছিলাত ৪১/৫১)*। তবে যাদের হৃদয়ে খাঁটি ঈমানের ছোঁয়া নেই, তারা বিপদাপদে হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا، ‘যখন আমরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে’ *(শূরা ১৭/৮৩)*।

তাছাড়া রোগ-ব্যাধি আমাদেরকে বারংবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ আমাদের জীবনটা একটি মৃত্যুপুরীর মত। জীবনের বাঁকে বাঁকে আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হই। আমরা যখন ঘুমাই তখন মৃত্যুবরণ করি। যখন অসুস্থ হয়ে যাই, তখন সুস্থতার মৃত্যু ঘটে। জীবনের নতুন ধাপে পৌঁছলে আগের ধাপের মৃত্যু ঘটে। যেমন যৌবনে শৈশবের মৃত্যু ঘটে। আবার বার্ধক্য যৌবনের মৃত্যু ডেকে আনে। আমরা জীবনের সাথে যতটুকু মিশি, তার চেয়ে অধিক মিশি মৃত্যুর সাথে। এজন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، ‘পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তুর পূর্বে গনীমত মনে কর। বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দরিদ্রতার পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে’।[২৬]

৮. রোগ বান্দার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে :

রোগ-ব্যাধি মুমিন বান্দার আখেরাতের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। কারণ দুনিয়ার রোগ-শোকের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে আখেরাতের কষ্ট-ক্লেশ থেকে হেফাযত করেন। বারা ইবনে

---

[২৪] *মুসলিম হা/২৮২২; তিরমিযী হা/২৫৫৯; দারেমী হা/২৮৮১।*

[২৫] *তাফসীরে ত্ববারী, ৭/১৯২।*

[২৬] *নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১১৮৩২; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৭৮৪৬; ছহীহুল জামে‘ হা/১০৭৭; মিশকাত হা/৪১২, সনদ ছহীহ।*

আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا اخْتَلَجَ عِرْقٌ وَلَا عَيْنٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَدْفَعُ اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ. '(দুনিয়াতে) পাপের কারণেই মানুষের দৃষ্টি ও শিরা-উপশিরা আন্দোলিত (রোগাক্রান্ত) হয়। বিনিময়ে আল্লাহ তার থেকে (আখেরাতের) অনেক অকল্যাণ দূরীভূত করে দেন'।[২৭] আর আখেরাতের শাস্তির চেয়ে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট কতই না নগণ্য।

জনৈক বিদ্বান বলেন, من أنفع الأمور للمصاب: أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، 'বিপদাপদের অন্যতম উপকারী দিক হ'ল- মুছীবতের আগুন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ধৈর্যের শীতলতা দিয়ে নির্বাপিত হয়ে যায়'।[২৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، 'আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ চাইলে আগে-ভাগে দুনিয়াতেই তাকে তার গুনাহখাতার জন্য কিছু শাস্তি দিয়ে দেন। আর কোন বান্দার অকল্যাণ চাইলে, দুনিয়ায় তার পাপের শাস্তি প্রদান হ'তে বিরত থাকেন। পরিশেষে ক্বিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ শাস্তি দিবেন'।[২৯]

৯. কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ :

মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে এমন কতিপয় রোগ দিয়ে থাকেন, যে রোগে মৃত্যুবরণকারী বান্দাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সুলাইমান ইবনে ছুরাদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ، 'পেটের অসুখ যাকে হত্যা করেছে, তাকে কবরের শাস্তি দেওয়া হবে না'।[৩০] অত্র হাদীছে 'পেটের অসুখ' বলতে প্রসূতী অবস্থা, কৃমির সংক্রমণ, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগকে বুঝানো হয়েছে।[৩১]

১০. কখনো রোগ না হওয়া জাহান্নামী হওয়ার লক্ষণ :

কখনো অসুখ-বিসুখ না হওয়া জাহান্নামী হওয়ার লক্ষণ। কারণ যার অসুখ হয় না, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন না, এটাই ধরে নিতে হবে। ফলে আখেরাতে সে জাহান্নামী হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَخَذَتْكَ أُمُّ مِلْدَمٍ ؟. قَالَ: وَمَا أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ: حَرٌّ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ. قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ صُدِعْتَ؟ قَالَ: وَمَا الصُّدَاعُ؟ قَالَ: رِيحٌ تَعْتَرِضُ فِي الرَّأْسِ، تَضْرِبُ الْعُرُوقَ. قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَمَّا قَامَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْهُ 'একজন গ্রাম্য লোক আগমন করলে নবী (ছাঃ) বললেন, তোমার কি কখনো উম্মু মিলদাম (এক প্রকার জ্বর) হয়েছে? লোকটি বলল, উম্মু মিলদাম আবার কি? তিনি বললেন, এটা চামড়া ও গোশতের মধ্যকার তাপমাত্রা (জ্বর)। সে বলল, না। নবী (ছাঃ) বললেন, তোমর কি মাথাব্যথা হয়? সে বলল, মাথাব্যথা আবার কি? তিনি বললেন, এক প্রকার বাতাস, যা মাথায় প্রবেশ করে এবং শিরা-উপশিরায় আঘাত হানে। সে বলল, এটা আমার হয় না। এরপর লোকটি যখন উঠে দাঁড়াল, নবী (ছাঃ) তখন বললেন, যে ব্যক্তি কোন জাহান্নামী ব্যক্তিকে দেখে আনন্দবোধ করে, সে যেন এই লোকটাকে দেখে নেয়'।[৩২]

১১. শহীদের মর্যাদা লাভ করে :

দ্বীনের হেফাযতের জন্য মৃত্যুবরণকারী প্রকৃত শহীদ। কিন্তু কিছু রোগ-ব্যাধি আছে, যারা সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে, তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ: الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ، وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ، وَالَّذِيْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدٌ، 'আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি ছাড়াও আরো সাতজন 'শহীদ' রয়েছে। তারা হ'ল মহামারীতে মৃত (মুমিন) ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, 'যাতুল জাম্ব' (নানা ধরনের পেটের রোগ, যেমন গর্ভে সন্তান মরে যাওয়া প্রভৃতি) নামক কঠিন রোগে মৃত ব্যক্তি, (কলেরা, ডায়রিয়া বা অনুরূপ) পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি, দেয়াল ধ্বসে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মারা যাওয়া মহিলা'।[৩৩] অন্যত্র তিনি বলেন, যে মহিলা নিফাসগ্রস্ত হয়ে মারা যায়, সে শহীদ'।[৩৪] ফুসফুসের প্রদাহ বা যক্ষ্মা রোগে মৃত ব্যক্তিও শহীদ'।[৩৫]

১২. দৈহিক রোগের মাধ্যমে অন্তরের রোগ সেরে যায় :

দেহের রোগের চেয়ে অন্তরের রোগ বেশী ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক। দৈহিক রোগের মাধ্যমে মৃত্যুর চেয়ে বেশী কিছু হয় না। কিন্তু অন্তরের রোগের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দৈহিক রোগের মাধ্যমে বান্দার অন্তরের রোগের চিকিৎসা হয়। মুনাফিকী,

---

[২৭] *তাবারাণী, আল-মু'জামুছ ছাগীর হা/১০৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২১৫; ছহীহুল জামে' হা/৪৪২১, সনদ ছহীহ।*

[২৮] *তাসলিয়াতু আহলিল মাছাইব, পৃঃ ১৪।*

[২৯] *তিরমিযী হা/২৩৯৬; ছহীহাহ হা/১২২০; মিশকাত হা/১৫৬৫, সনদ ছহীহ।*

[৩০] *তিরমিযী হা/১০৬৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৪১০; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৬১; মিশকাত হা/১৫৭৩, সনদ ছহীহ।*

[৩১] *তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/১৪৭; মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৩/১১৪৫।*

[৩২] *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৯১৬; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/১২৮৩, হাদীছ হাসান ছহীহ।*

[৩৩] *আবুদাঊদ হা/৩১১১; মিশকাত হা/১৫৬১, সনদ ছহীহ।*

[৩৪] *নাসাঈ হা/৩১৬৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৪৪১, সনদ ছহীহ।*

[৩৫] *ছহীহুল জামে' হা/৩৬৯১, সনদ ছহীহ।*

অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, ক্ষমতা ও দুনিয়ার প্রতি মোহ প্রভৃতি অন্তরের ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষগুলো দৈহিক রোগে আক্রান্ত হয়ে তাদের সম্বিৎ ফিরে পায়। কারণ দৈহিক কষ্টের আগুনে তার মনের ময়লাগুলো ছাফ হয়ে যায়। আমাদের সমাজে এর নযীর খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। তাই তো ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, انتفاع القلب والروح بالآلام والأمراض أمرٌ لا يحس به إلا مَن فيه حياة، فصحة القلوب والأرواح موقوفة على الآم الأبدان ومشاقِّها، ‘দৈহিক রোগ-ব্যাধি ও ব্যথা-বেদনার মাধ্যমে অন্তর ও রূহ উপকৃত হওয়াটা এমন একটি বিষয়, যার ভিতরে ঈমান আছে একমাত্র সেই এটা উপলব্ধি করতে পারে। কেননা অন্তর ও রূহের সুস্থতা শারীরিক কষ্ট-ক্লেশের উপরে নির্ভরশীল’।[৩৬]

১৩. রোগ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম উপায় :

রোগ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে বিভিন্ন রোগ ও বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، ‘বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার। আল্লাহ কোন জাতিকে ভালোবাসলে তাদেরেকে বিভিন্ন বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। যারা এতে সন্তুষ্ট থাকে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর যারা এই বিপদে নাখোশ হয়, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি’।[৩৭] সুতরাং রোগ-ব্যাধিতে হতাশ ও পেরেশান না হয়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা প্রকৃত মুমিনের পরিচয়।

১৪. রোগের মাধ্যমে নিজের অসহায়ত্ব টের পাওয়া যায় :

রোগ-ব্যাধির অন্যতম বড় উপকারিতা হ’ল রোগের মাধ্যমে বান্দা নিজের অসহায়ত্ব টের পায় এবং স্বীয় রবের নিকটে নিজের মুক্ষাপেক্ষিতা উপলব্ধি করতে পারে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ’ল বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা ভাইরাসের মহামারী। এই মহামারীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ পৃথিবাসীকে দেখিয়েছেন যে, আমরা কত অসহায়। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও দেশগুলো আল্লাহ্র অদৃশ্য সৃষ্টি এই করোনা রোগের নিকটে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্ববাসী উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এই আকাশ-যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি একমাত্র মহান আল্লাহ। আল্লাহ্র হুকুমের সামনে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও যাবতীয় টেকনলজির পাঁচ পয়সার মূল্য নেই। যদিও মানুষের লাগামহীন পাপাচারের কারণে আল্লাহ বিভিন্ন বিপদাপদ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হ’ল মানুষ যেন আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে। কেননা বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধি না হ’লে মানুষ অধিকাংশ সময় তার সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যায়। তাইতো শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله، ‘যে বিপদে পতিত হলে আল্লাহ্র প্রতি অভিমুখী হওয়া যায়, এমন বিপদ সে নে‘মত থেকে উৎকৃষ্ট, যে নে‘মত তোমাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ রাখে’।[৩৮]

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ধৈর্য ধারণ করলে প্রভূত কল্যাণ ও প্রতিদান লাভ হয়। দুনিয়াতে মানুষের রোগ-ব্যাধি হবে এটা স্বাভাবিক; কিন্তু সেজন্য মুষড়ে না পড়ে আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

[৩৬] *ইবনুল ক্বাইয়িম, শিফাউল ‘আলীল, পৃঃ ৫২৪।*

[৩৭] *তিরমিযী হা/২৩৯৬; ছহীহাহ হা/১৬৪; ছহীহুল জামে‘ হা/২১১০; মিশকাত হা/১৫৬৬, সনদ হাসান।*

[৩৮] *তাসলিয়াতু আহলিল মাছায়িব, পৃ: ১৭৫।*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু’আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দুস্থ ও ইয়াতীম প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায ‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী’, নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশত দুস্থ ও ইয়াতীম (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ’তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে দুস্থ ও ইয়াতীম প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

হিসাব নং : পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প,
হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী
ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ নং ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, **ডাচ বাংলা :** ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১ জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

আশূরায়ে মুহাররম

আত-তাহরীক ডেস্ক

ইসলামের নামে প্রচলিত অনৈসলামী পর্ব সমূহের মধ্যে একটি হ'ল ১০ই মুহাররম তারিখে প্রচলিত আশূরা পর্ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ পর্বের কোন অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্র নিকটে বছরের চারটি মাস হ'ল 'হারাম' বা মহা সম্মানিত *(তওবা ৯/৩৬)*। যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম একটানা তিন মাস এবং তার পাঁচ মাস পর 'রজব', যা শা'বানের পূর্ববর্তী মাস'।[১] জাহেলী যুগের আরবরা এই চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না।[২] দুর্ভাগ্য যে, মুসলমান হয়েও আমরা অতটুকু করতে পারি না।

আশূরার গুরুত্ব ও কারণ : হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের ১০ম তারিখকে 'আশূরা' (يَوْمُ عَاشُورَاءَ) বলা হয়। এদিন আল্লাহ্র হুকুমে মিসরের অত্যাচারী সম্রাট ফেরাঊন সসৈন্যে নদীতে ডুবে মরেছিল এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথী বনু ইস্রাঈলগণ ফেরাঊনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মূসা (আঃ) এদিন ছিয়াম রাখেন'।[৩] সেকারণ এদিন নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ছিয়াম রাখা মুস্তাহাব। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিতভাবে পালন করতেন।

ইসলাম আসার পূর্ব থেকেই ইহূদী, নাছারা ও মক্কার কুরায়েশরা এদিন ছিয়াম রাখায় অভ্যস্ত ছিল। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজে ও তাঁর হুকুম মতে সকল মুসলমান এদিন ছিয়াম রাখতেন *(ঐ, শরহ নববী)*। অতঃপর ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'লে তিনি বলেন, 'এখন তোমরা আশূরার ছিয়াম রাখতেও পার, ছাড়তেও পার। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি'।[৪] ইহূদীদের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসার (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক নিকটবর্তী'।[৫] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলল, ইহূদী-নাছারাগণ আশূরার দিনকে খুবই সম্মান দেয়। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আগামী বছর ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আগামীতে বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম মাস আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়'।[৬] ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বের দিন অথবা পরের দিন ছিয়াম রাখ'।[৭] আলবানী বলেন, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ *(ঐ)*। তবে ৯ ও ১০ দু'দিন রাখাই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) ৯ তারিখ ছিয়াম রাখতে চেয়েছিলেন।

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, রামাযানের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম। অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম'।[৮] তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, আশূরার ছিয়াম বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহের কাফফারা হবে'।[৯]

প্রচলিত আশূরা : প্রচলিত আশূরার প্রধান বিষয় হ'ল শাহাদাতে কারবালা, যা শাহাদাতে হুসায়েনের শোক দিবস হিসাবে পালিত হয়। যেখানে আছে কেবল অপচয় ও হাযার রকমের শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড। যেমন তা'যিয়ার নামে হোসায়েনের ভুয়া কবর বানানো, তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করা, তার ধুলা গায়ে মাখা, তার দিকে সিজদা করা, তার সম্মানে মাথা নীচু করে দাঁড়ান, 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা, বুক চাপড়ানো, তা'যিয়া দেওয়ার মানত করা, তা'যিয়ার সম্মানে রাস্তায় জুতা খুলে চলা, হোসেনের নামে মোরগ উড়িয়ে দেওয়া। অতঃপর ছেলে ও মেয়েরা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরা ও তা যবেহ করে খাওয়া। ঐ নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হয়ে চেরাগ জ্বালানো, ঐ নামে কেক-পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে ধোঁকা দেওয়া ও তা বেশী দামে বিক্রি করা এবং বরকতের আশায় তা খরিদ করা, সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল নিয়ে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেওয়া, শোক বা তা'যিয়া মিছিল করা, তাবার্রুক বিতরণ করা, শোকের কারণে এ মাসে বিবাহ-শাদী না করা ইত্যাদি। এমনকি এদিন উস্কানীমূলক এমন কিছু কাজ করা হয়, যেকারণে প্রতি বছর আশূরা উপলক্ষে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

ইসলামে শোক : কোন মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যুর খবরে ইন্না লিল্লাহ.. পাঠ করা এবং মাইয়েতের জানাযা করাই হ'ল ইসলামের বিধান। এর বাইরে অন্য কিছু নয়। স্বামী ব্যতীত অন্য মাইয়েতের জন্য তিন দিনের উর্ধ্বে শোক করা ইসলামে নিষিদ্ধ।[১০] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে মুখ চাপড়ায়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদে'।[১১] তিনি বলেন, 'আমি দায়মুক্ত ঐ ব্যক্তি থেকে, যে শোকে মাথা মুণ্ডন করে, চিৎকার দিয়ে কাঁদে ও বুকের কাপড় ছিঁড়ে'।[১২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার জন্য শোক করা হবে, তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে'।[১৩]

---

[১] *বুখারী হা/৫৫৫০; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৫৯।*
[২] *বুখারী হা/৫৩; মুসলিম হা/১৭; মিশকাত হা/১৭।*
[৩] *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮)।*
[৪] *মুসলিম হা/১১২৯; বুখারী হা/২০০২।*
[৫] *মুসলিম হা/১১৩০ (১২৮); মিশকাত হা/২০৬৭।*
[৬] *মুসলিম হা/১১৩৪।*
[৭] *ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২০৯৫।*
[৮] *মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯।*
[৯] *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪।*
[১০] *আবুদাঊদ হা/২২৯৯, ২৩০২।*
[১১] *বুখারী হা/১২৯৭; মুসলিম হা/১০৩।*
[১২] *বুখারী হা/১২৯৬।*
[১৩] *বুখারী হা/১২৯১।*

সূচীপত্র

উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগের রীতি ছিল, যার মৃত্যুতে যত বেশী মহিলা কান্নাকাটি করবে, তিনি তত বেশী মর্যাদাবান বলে খ্যাত হবেন। সেকারণ মৃত ব্যক্তির সম্মান বাড়ানোর জন্য তার লোকেরা কান্নায় পারদর্শী মেয়েদের ভাড়া করে আনত'।[১৪]

দুর্ভাগ্য, আজকের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বশেষ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একত্রে রাস্তায় ধুলোয় বসে মাইক লাগিয়ে বিদায়ী 'গণকান্না' জুড়ে দেয়। একি জাহেলী আরবের ফেলে আসা নষ্ট সংস্কৃতির আধুনিক বঙ্গ সংস্করণ নয়? অনেকে তিন দিন পর কুলখানী, দশ দিন পর দাসওয়াঁ, চল্লিশ দিন পর চেহলাম এবং কেউ প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন। কেউ প্রতি বছর তিন দিন, সাত দিন, চল্লিশ দিন বা মাস ব্যাপী শোক পালন করেন। এছাড়া শোক সভা, শোক র‌্যালী, শোক বই খোলা, কালো টুপি ও কালো পোষাক পরা, কালো ব্যাজ ধারণ করা, কালো পতাকা উত্তোলন বা কালো ব্যানার টাঙানো, মৃতের সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা, শোকের নিদর্শন হিসাবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ইত্যাদি ইসলামী সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী।

মর্ছিয়া : মর্ছিয়া (ٱلْمَرْثِيَـــةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় বর্ণিত কবিতা। জাহেলী আরবের প্রসিদ্ধ সাব'আ মু'আল্লাক্বাত (سَبْعُ مُعَلَّقَات) বা কা'বাগৃহে 'ঝুলন্ত দীর্ঘ কবিতাসপ্তক'-কে আল-মারাছী আস-সাব'আ (الْمَرَاثِى السَّبْعُ) 'সাতটি শোক কাব্য' বলা হয়। শাহাদাতে হোসায়েন উপলক্ষে বাংলা গদ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' ছাড়াও বহু মর্সিয়া রচিত হয়েছে। যে বিষয়ে মন্তব্য করে জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'। বলা বাহুল্য, হোসায়েনের ত্যাগ এখন নেই। আছে কেবল শোকের নামে মুখ-বুক চাপড়ানো, রং ছিটানো, নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা। সেই সাথে রয়েছে অতিরঞ্জিত লেখনী ও গাল-গল্পের অনুষ্ঠান সমূহ। অথচ জাতীয় মুক্তির পথ দেখিয়ে মহাকবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, *ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কে বা'দ*। এর অর্থ হ'ল, বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুমিনকে সর্বদা কারবালার ন্যায় চূড়ান্ত ঝুঁকি নিতে হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, কারবালার ঘটনা হক ও বাতিলের লড়াই ছিল। বস্তুতঃ এটি ছিল হোসায়েন (রাঃ)-এর একটি রাজনৈতিক ভুলের মর্মান্তিক পরিণতি। যেটা বুঝতে পেরেই অবশেষে তিনি ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১৫]

তা'যিয়া (التَّعْزِيَـــةُ) অর্থ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছান বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া ও তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। হোসায়েন পরিবারই ছিলেন এই সমবেদনা পাওয়ার প্রকৃত হকদার। কিন্তু এখন তাঁরা কোথায়? ৬১ হিজরীতে হোসায়েন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হয়েছেন। অথচ সেখান থেকে ৩৫২ হিজরী পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের কোথাও এদিন শোক পালন করা হয়নি। বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফার কট্টর শী'আ আমীর মু'ইযযুদ্দৌলা সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররম-কে 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন। এদিন তিনি বাগদাদের সকল দোকান-পাট ও অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন। মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন, শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে আদেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এ আদেশ মেনে নিলেও সুন্নীরা বিরোধিতা করেন। ফলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ ও রক্তারক্তি হয়।[১৬]

এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আশূরার দিন পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অঞ্চলের শাসক নবাবেরা শী'আ ছিলেন। ফলে এদেশের মুসলমানদের নামে ও আচার-অনুষ্ঠানে শী'আ প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। সেই সাথে প্রসার ঘটে আশূরা ও তাযিয়ার মত শিরকী ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সমূহের। তাযিয়াপূজা কবরপূজার শামিল। পৌত্তলিকরা যেমন নিজ হাতে মূর্তি গড়ে তার পূজা করে, ভ্রান্ত মুসলমানরা তেমনি নিজ হাতে 'তাযিয়া' বানিয়ে তার কাছে মনোবাঞ্ছা নিবেদন করে। এটা পরিষ্কারভাবে শিরক। কেননা লাশ বিহীন কবর যিয়ারত মূর্তিপূজার শামিল। যা নিকৃষ্টতম শিরক। আর আল্লাহ শিরকের গোনাহ কখনো মাফ করেন না' *(নিসা ৪/৪৮)*।

অতএব এই বিদ'আতী পর্বে সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা কিংবা এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ক্রোধের শিকার হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

করণীয় : এদিনের করণীয় হ'ল, যালেম শাসক ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ই মুহাররম দু'টি নফল ছিয়াম রাখা। কমপক্ষে ১০ই মুহাররম একটি ছিয়াম পালন করা। এর বেশী কিছু নয়। সেই সাথে উচিৎ হবে যালেম-মাযলূম সকলকে উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখুন এবং বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

---

[১৪] *ফাৎহুল বারী হা/১২৯১-এর অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রঃ।*

[১৫] *বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই।*

[১৬] *আল-বিদায়াহ* ১১/২৪৩, ২৫৩।

শরণার্থীরা এখন সবার মনোযোগের বাইরে

*মুহাম্মাদ তৌহিদ হোসাইন**

সেনাবাহিনী দ্বারা রোহিঙ্গা গণহত্যা এবং ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে বলপূর্বক বিতাড়নের তিন বছর পূর্তি হ'তে যাচ্ছে। তিন বছরে এ নিয়ে দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া এই নির্যাতিত বিপুল জনগোষ্ঠীর নিজ বাসভূমে ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে এ সময়ে কোনই অগ্রগতি হয়নি। এর মধ্যে বৈশ্বিক মহামারী করোনা এমনভাবে দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, যা এখন সংবাদমাধ্যমের স্থান দখল করে রেখেছে। বিশ্ব সংবাদমাধ্যম থেকেও এ ভাগ্যাহত মানুষগুলো প্রায় হারিয়ে গেছে। কয়েক দফা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক, একটি অসম চুক্তি, কিছুসংখ্যক পরিবারকে ফেরত পাঠানোর অসফল প্রয়াস এসব পর্যবেক্ষণ সবই বাসি হয়ে গেছে। ধারাবাহিক আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে তা-ও পিছিয়ে গেছে। নতুন কোন তারিখও ঠিক হয়নি।

তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে শরণার্থী সমস্যার তিনভাবে সমাধান হ'তে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নতি হ'লে তারা আবার স্বদেশে ফেরত যেতে পারে, যেমন মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের মানুষ যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে এসেছিল। সমাধানের দ্বিতীয় উপায়, উদ্বাস্তুদের তৃতীয় কোন দেশে পুনর্বাসন করা। সাম্প্রতিক সময়ে এমনটি ঘটেছে শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া থেকে তুর্কী বা গ্রিসে পালিয়ে যাওয়া বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রে। তারা প্রধানত জার্মানী এবং অল্প সংখ্যায় অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে আশ্রয় লাভ করেছে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে কিন্তু এটা ঘটেনি। তুরস্ক, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরি শুধু তাদের জার্মানি যাওয়ার পথ ছেড়ে দিয়েছিল। জার্মান চ্যান্সেলর ম্যার্কেল এ চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করেছেন। মানবিকতার সুনাম অর্জন ছাড়াও একটি বাস্তব সুবিধা হয়েছে জার্মানির। স্বল্প জন্মহারের ফলে দেশটি ডেমোগ্রাফিক সমস্যার সম্মুখীন। প্রধানত তরুণ বয়সের এই অভিবাসীদের কারণে জার্মানির কর্মক্ষম জনসংখ্যার সংকট অন্তত ৩০ বছর পিছিয়ে যাবে। রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। আশ্রয় দেওয়ায় পশ্চিমের দেশগুলো বাংলাদেশের পিঠ চাপড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সমাধানের এ পথে এগোবে তেমন কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সমাধানের তৃতীয় পদ্ধতি-আশ্রয় গ্রহণকারী দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্বাস্তুদের আত্তীকরণ। সাম্প্রতিক কালে এমন বড় কোন উদ্বাস্তু গোষ্ঠীর এ ধরনের আত্তীকরণের কোন উদাহরণ নেই। তাছাড়া বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশে এমন বড়সড় একটি জনগোষ্ঠীর স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের ধারণা একাধারে অবাস্তব ও অযৌক্তিক। দুর্ভাগ্যক্রমে, দেশে ও বিদেশে কেউ কেউ এ বিপজ্জনক ধারণাকে একটি সম্ভাব্য বিকল্প হিসাবে নীরবে প্রচারের চেষ্টা করছেন। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন ও সজাগ থাকা প্রয়োজন। রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধান তাই পূর্ণ মানবিক মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অধিকারের ভিত্তিতে তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। জাতিসংঘে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। এর বাইরে অন্য কোন সমাধান খোঁজা হবে নিতান্তই গণহত্যাকারীদের তুষ্ট করার নামান্তর, যা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না। সেই সঙ্গে মিয়ানমারে যারা জাতিগত নিধন অভিযান চালিয়েছে, তাদেরও অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত হ'তে অনুপ্রাণিত না হয়।

শেষোক্ত বিষয়ে দু'টি ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে বিগত বছরে, যা আমরা জানি। গণহত্যার দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) দু'টি মামলা চলমান আছে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে। তবে বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ হ'তে সময় লাগবে, আর তাতে মিয়ানমার দোষী সাব্যস্ত হলেই যে রোহিঙ্গারা তাদের বাসভূমে ফেরত যেতে পারবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। সংকটের শুরু থেকেই বাংলাদেশ এর শান্তি পূর্ণ সমাধানের জন্য সচেষ্ট রয়েছে। এ লক্ষ্যে এমনকি মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনাও চালিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। এ কায়দায় সমাধান সম্ভব কি-না, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সময় হয়েছে। প্রথমত, ইতিহাসের দিকে তাকালে এর কোন ইতিবাচক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরাধীদের পরাজয় এবং শাস্তি বিধান ছাড়া এ ধরনের কোন সমস্যা সমাধান অতীতে হয়নি। অবশ্য অতীতে হয়নি বলেই যে ভবিষ্যতে হবে না, এমন কথাও নেই। তবে তা হ'তে হ'লে একটি মৌলিক শর্ত পূরণ করতে হবে। তা হচ্ছে মিয়ানমারের রাষ্ট্র এবং সমাজকে শর্তহীনভাবে মেনে নিতে হবে যে, যুগ যুগ ধরে রাখাইনে বাস করে আসা রোহিঙ্গারা সে দেশের নাগরিক এবং সমাজের বাকি মানুষের মতো তাদেরও অধিকার আছে পূর্ণ মর্যাদা, নিরাপত্তা, অধিকারসহ সেখানে বাস করার। মূল সমস্যাটা এখানেই। বরং এর উল্টোটাই ঘটেছে মিয়ানমারে। আইন করে বরং রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছে রাষ্ট্র।

বিগত কয়েক দশকে এশিয়ার বিভিন্ন সমাজে একটি নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে কট্টর বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব এবং বৌদ্ধ পুরোহিত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড এ জ্বরে বেশী আক্রান্ত। রোহিঙ্গা গণহত্যা ও বিতাড়নে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং একনিষ্ঠ দোসর দেশটির বৌদ্ধ পুরোহিত শ্রেণী। এই পুরোহিতেরা শুধু যে এ নৃশংসতা সমর্থন করেছেন তা-ই নয়, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে

** সাবেক পররাষ্ট্র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।*

এবং তাদের বিতাড়নে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁরা কার্যকর ভূমিকাও রেখেছেন। সাধারণ মানুষ এবং সিভিল সমাজও এ ক্ষেত্রে খুব একটা পিছিয়ে নেই। অর্থাৎ মিয়ানমারের রাষ্ট্র ও সমাজে একটি বিষাক্ত রোহিঙ্গাবিরোধী মনোভাব দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে, যা এ গণহত্যা ও বিতাড়ন সমর্থন করে এবং চায় না যে কখনো তারা ফিরে আসুক। তাদের এ মনোভাবের প্রতি চীন, জাপান, ভারত এবং আসিয়ান দেশগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন গণহত্যাকারী মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং মিয়ানমার রাষ্ট্রকে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে তুলে দিয়েছে। চাপের মুখে বাধ্য না হ'লে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরত নেওয়ার কোন ইচ্ছা মিয়ানমারের নেই, এটা খুবই স্পষ্ট। তবে যে ধরনের চাপ মিয়ানমারকে এ কাজে বাধ্য করতে পারে, তেমন কিছু করার ইচ্ছা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে স্পষ্টতই অনুপস্থিত।

রোহিঙ্গা সমস্যার শিগগিরই কোন সমাধান হচ্ছে না, এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। আজ থেকে ১০ বছর পরের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করা যাক। উচ্চ জন্মহারের কারণে বর্তমান বিপুলসংখ্যক শিশু-কিশোরের সঙ্গে আরও কয়েক লাখ রোহিঙ্গা শিশু সেখানে যোগ দেবে। এর মধ্যে কিছু হবে মানব পাচারের শিকার, কিছু লুকিয়ে-চুরিয়ে বাংলাদেশের জনস্রোতে মিশে যাবে। আর বেশির ভাগ হবে একটি অসন্তুষ্ট, পথভ্রষ্ট, বিস্ফোরণোন্মুখ তারুণ্যের অংশ, যে তারুণ্য আশাহীন, অন্তহীন সুড়ঙ্গে নিজেদের অবস্থানকে মেনে নেবে না। এই তারুণ্যকে প্রত্যাশার আলো দেখাতে না পারলে তাদের শক্তি ধ্বংসাত্মক পথে ধাবিত হবে, যার ফল ভোগ করতে হবে বাংলাদেশকে। বাংলাদেশের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও রোহিঙ্গা সমস্যার একটি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা দৃশ্যতই সুদূরপরাহত। কূটনৈতিক প্রয়াসের পাশাপাশি তাই আমাদের একটি দীর্ঘমেয়াদী 'প্ল্যান বি' থাকতে হবে এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে এখন থেকে। আজ থেকে ১০ বছরের মাথায় বিপুলসংখ্যক আশাহত রোহিঙ্গা তরুণ যদি সহিংস হয়েই ওঠে, তবে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। গণহত্যার শিকার একটি জনগোষ্ঠী এমন পথ বেছে নিতেই পারে। সেই পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কী হবে, সে চিন্তাভাবনা আমাদের থাকতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ **ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬**

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ইয়াতীমখানার ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে লালিত-পালিত ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা 'ইয়াতীমখানা ভবন' নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ভবন নির্মাণের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানানো যাচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

(১) পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক,
কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা
(২) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড, হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা.
(৩) বিকাশ নং- ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯। (৪) ডাচ বাংলা রকেট নং- ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

সার্বিক যোগাযোগ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮,
মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪।

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

*ড. নূরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

বাহাছ-মুনাযারায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী :

বিংশ শতকের প্রথমার্ধ বাহাছ-মুনাযারার যুগ ছিল। বিভিন্ন মাযহাব ও ভ্রান্ত ফিরক্বাগুলোর বিদ্বানগণ নিজ নিজ মাযহাব ও ফিরক্বার সত্যতা প্রমাণের জন্য পরস্পরকে বাহাছ-মুনাযারার চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকতেন। এ সময় ব্রিটিশরা কট্টর হিন্দুত্ববাদী আর্য সমাজ ও কাদিয়ানী মতবাদের বীজ নিজ হাতে রোপণ করে ভারতবর্ষে বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদের কলুষিত পরিবেশ সৃষ্টিতে নেপথ্য কারিগরের ভূমিকা পালন করেছিল। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে দিয়ে তারা 'সত্যার্থ প্রকাশ' লিখিয়ে মুসলমানদের হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কলকাতা থেকে লাহোর সমগ্র ভারত মুনাযারায় গুঞ্জরিত হচ্ছিল। কলকাতা, লাক্ষ্ণৌ, ব্রেলী, ভূপাল, আলীগড়, দিল্লী, দেওবন্দ, লাহোর সকল শহর থেকে মুনাযারার ঢঙে রচিত বইপত্র, পুস্তিকা ও প্রচারপত্র ছাপানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। সমকালীন পত্র-পত্রিকাও সেই রঙে রঞ্জিত হয়েছিল।[১]

এরূপ দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বেড়ে ওঠেন ও যৌবনে পদার্পণ করেন। ফলে ছাত্রজীবনেই মুনাযারার প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। তিনি অমৃতসর ও ওয়াযীরাবাদে অধ্যয়নের সময় খ্রিস্টান পাদ্রীদের বক্তব্য শ্রবণ করতেন এবং তাঁর তরুণ মনে উদিত নানা প্রশ্ন, আপত্তি ও সংশয় তাদের নিকট উত্থাপন করতেন। সাধারণ মানুষ তাঁর আপত্তিগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনত।[২] মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ছানী খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আহমাদুল্লাহ অমৃতসরীর নিকট ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর অধ্যয়নের সময়কার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ জামাল অমৃতসরী, যিনি আমার হাদীছের শিক্ষক, তিনি বলতেন, সে সময় আমি কুরআন মাজীদ হিফয করতাম আর মৌলভী ছানাউল্লাহ (যিনি তখনও ছাত্র ছিলেন) রামবাগের গির্জায় গিয়ে পাদ্রীর বক্তব্যগুলোর উপর আপত্তি তুলতেন। সাধারণ মানুষ তা মনোযোগ দিয়ে শুনত'।[৩]

একবার অমৃতসরের হ'ল বাজারে পাদ্রী জেমস্ খ্রিস্টবাদ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সারনির্যাস ছিল, ঈসা মাসীহ (আঃ) আল্লাহ্র বেটা এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহ্র বেটা হওয়ার সকল গুণ বিদ্যমান রয়েছে। শত শত মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিল। এর মধ্যে অনেক আলেমও ছিলেন। সবাই নীরবে পাদ্রীর বক্তব্য শুনছিলেন। কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন বা প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছিলেন না। অমৃতসরীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি ১৫/১৬ বছরের প্রতিভাদীপ্ত তরুণ। তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে পাদ্রীকে বললেন, আমি একটি প্রশ্ন করার অনুমতি চাচ্ছি। পাদ্রী ছাহেব অমৃতসরীর বয়স অল্প হওয়ার কারণে কৌতূহলবশতঃ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস! তুমি যা জিজ্ঞাসা করতে চাও করো? আমি তো এখানে এজন্য দাঁড়িয়েছি যে, আল্লাহ যেন আমার দ্বারা একজন ব্যক্তিকে হলেও হেদায়াতের পথ প্রদর্শন করেন'।

এবার অমৃতসরী বললেন, পাদ্রী ছাহেব! আপনি বার বার ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্র বেটা বলছেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, 'আল্লাহ কবে বিয়ে করেছেন? কোথায় বিয়ে করেছেন? তার স্ত্রীর নাম কি? আল্লাহ কি ঈসা (আঃ)-কে নিজেই জন্ম দিয়েছেন, নাকি তার স্ত্রী জন্ম দিয়েছে'? তাঁর এসকল অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে পাদ্রী হতভম্ব হয়ে যান। পুরা মজলিসে পিন-পতন-নীরবতা নেমে আসে। পাদ্রী অনেক চেষ্টা করেও তাঁর প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। পাদ্রীকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও পেরেশান দেখে অমৃতসরী বললেন, 'পাদ্রী ছাহেব! আপনি কেন আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত সত্য রাসূলের (ঈসা মাসীহ) বেইয্যতী করছেন? আপনি ঈসাকে আল্লাহ্র বেটা বলে কেন তাঁর মর্যাদাহানি করছেন? এর মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীর প্রতি যেমন আপনার ঈমান নেই, তেমনি ঈসা (আঃ)-এর নবুঅত ও রিসালাতের প্রতিও আপনার দৃঢ় বিশ্বাস নেই। এজন্যই আপনি তিন তিনজন ঈশ্বরের উপাসনা করছেন। কিন্তু আফসোস! এখন পর্যন্ত একজন ঈশ্বরেরও নাগাল পাননি। পাদ্রী ছাহেব! আপনি অন্যদেরকে কিভাবে সঠিক পথে নিয়ে আসবেন? আপনি তো নিজেই গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত আছেন। শুনুন পাদ্রী ছাহেব! আমাদের আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) স্রেফ একটি বিষয়ের শিক্ষা দেন। সেটি হ'ল তাওহীদ বা একত্ববাদ। এটিই ইসলামের ভিত্তি। এর উপরেই আমাদের দ্বীনের সুরম্য প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে'। এই জবাব শুনার পর পাদ্রী তাঁর ব্যাগপত্র গুছিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। মুসলমানরা অমৃতসরীর যুক্তিগ্রাহ্য জবাব শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং তার সাহসিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।[৪]

পড়াশোনা শেষ করার সাথে সাথেই অমৃতসরী শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। কিন্তু শিক্ষকতার প্রতি তাঁর তেমন একটা আকর্ষণ ছিল না। এর কারণ হল, তখন বিভিন্ন দিক থেকে ইসলামের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ চালানো হচ্ছিল। খ্রিস্টান পাদ্রীগণ ও আর্য সমাজের প্রচারকরা সংঘবদ্ধভাবে ইসলাম এবং ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন ও শিক্ষার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছিল। ওদিকে ইংরেজদের প্ররোচনা ও সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় কাদিয়ানী ফিৎনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এমত পরিস্থিতিতে শুধু মসজিদ-

---

** ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

[১] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১৯০-১৯৬, ৩৮৪-৮৫।*

[২] *তাযকেরায়ে আবুল অফা, পৃঃ ২৮; আব্দুল মুবীন নাদভী, আশ-শায়খ আল-আল্লামা আবুল অফা ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী, পৃঃ ১৫৫।*

[৩] *মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, নূরে তাওহীদ (অমৃতসর : ছানাঈ বারকী প্রেস, আগস্ট ১৯৩৮), পৃঃ ৩৯, টীকা-১ দ্রঃ।*

[৪] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১১১-১১৩; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৭-১৫৮।*

মাদরাসায় বসে দ্বীনী খিদমত আঞ্জাম দেয়ার সময় এটা ছিল না বলে মনে করেন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। বরং সরাসরি ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে ঐ সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার উপযুক্ত সময় ছিল সেটা। সে সময় পাঞ্জাব প্রদেশে মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (রহঃ) একাই ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। অমৃতসরীও তাঁর পথ বেছে নিলেন।[৫] ১৯৪২ সালের ২৩শে জানুয়ারীতে লিখিত স্বীয় আত্মজীবনীতে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন, 'কানপুর থেকে ফারেগ হওয়া মাত্রই আমি আমার জন্মভূমি পাঞ্জাবে পৌঁছি। মাদরাসা তাঈদুল ইসলাম, অমৃতসরে দরসে নিযামীর কিতাব সমূহ পাঠদানে নিয়োজিত হই। স্বভাবগতভাবেই গবেষণা ও অনুসন্ধানের প্রতি আমার ঝোঁক বেশী ছিল। এজন্য এদিক সেদিক থেকে আশপাশের ধর্মীয় অবস্থা জানতে বেশী ব্যস্ত থাকতাম। আমি দেখি যে, ইসলামের কঠিন বরং কঠিনতম বিরোধী খ্রিস্টান ও আর্য দুই গোষ্ঠী। তখন কাছাকাছি সময়ে কাদিয়ানী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। দেশে তাদের হৈচৈ বেড়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এদেরকে প্রতিরোধের অগ্রসৈনিক ছিলেন মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী। ছাত্রজীবনেই মুনাযারার প্রতি আমার তবীয়ত অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। এজন্য দরস-তাদরীস ছাড়াও আমি ঐ তিন গোষ্ঠীর (খ্রিস্টান, আর্য সমাজ ও কাদিয়ানী) দর্শন ও ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে আমি যথেষ্ট জ্ঞান হাছিল করেছিলাম। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঐ তিন গোষ্ঠীর মধ্যে কাদিয়ানীরাই ছিল আমার এক নম্বর টার্গেট। সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হয়েছিল যে, মাওলানা বাটালভী মরহুমের পরে এই দায়িত্ব আমার উপরে অর্পিত হবে।

এ বিষয়ে আমি কিছু পূর্বসূরী বিদ্বানের রচনাবলী থেকে বিশেষ ফায়েদা হাছিল করেছি। হাদীছে কাযী শাওকানী, হাফেয ইবনু হাজার, ইবনুল ক্বাইয়িম প্রমুখের গ্রন্থসমূহ থেকে, ধর্মতত্ত্বে ইমাম বায়হাকী, ইমাম গাযালী, হাফেয ইবনে হাযম, আল্লামা আব্দুল করীম শহরস্তানী, হাফেয ইবনু তায়মিয়াহ, শাহ অলিউল্লাহ, ইমাম রাযী প্রমুখের (রহমাতুল্লাহি আলাইহিম) রচনা সমূহ থেকে উপকৃত হয়েছি'।[৬]

জীবনীকার মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী লিখেছেন, 'শিক্ষাজীবন শেষ করা মাত্রই তিনি কঠিন লড়াই শুরু করে দেন। যদি এক সময় আর্য সমাজের সাথে লড়াই করছেন তো আরেক সময় খ্রিস্টানদের সাথে বাহাছ করছেন। একদিন যদি হাদীছ অস্বীকারকারী আহলে কুরআন-এর সাথে বাহাছ হচ্ছে তো অন্যদিন মুক্বাল্লিদদের সাথে মুনাযারা লেগে গেছে। যদি শী'আরা তাঁর সাথে লড়াই করছে তো ব্রেলভীরাও এক মুহূর্ত ছাড় দিচ্ছে না। মোটকথা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী এমন কোন ফিরক্বা নেই যাকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন এবং তার সাথে মুনাযারা করেননি। বেদ-সমাজী হোক বা সনাতন ধর্মী, শিখ হোক বা জৈন, আর্য হোক বা খ্রিস্টান, কাদিয়ানী হোক বা বাহাঈ, হাদীছ অস্বীকারকারী হোক বা নাস্তিক, শী'আ হোক বা ব্রেলভী, কাদিয়ানী হোক বা লাহোরী সবার সাথেই তিনি সমানতালে মুনাযারা করেছেন এবং আল্লাহ্‌র রহমতে সবার উপরেই বিজয়ী থেকেছেন'।[৭]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী স্বীয় আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'অমৃতসরে অবস্থানের সময় মুনাযারার প্রতি মনোযোগী হই। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের সাথে বিতর্ক হয়েছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সাথে ছিল। কিছু মুনাযারায় বিচারকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিচারকদের রায়ও আল্লাহ্‌র রহমতে আমার পক্ষে গেছে'।[৮]

কাদিয়ানী, হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সাথে তাঁর সবচেয়ে বেশী বিতর্ক হয়েছে।[৯] তিনি মৌখিক ও লিখিত উভয় প্রকার বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর মুনাযারার সংখ্যা ১ হাযারের অধিক।[১০] শুধু অমৃতসরেই তিনি ২০০-এর বেশী মুনাযারা করেছেন। লাহোরে কৃত মুনাযারার সংখ্যাও শতাধিক।[১১]

অমুসলিম ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে তিনি শুধু আহলেহাদীছদের পক্ষ থেকেই বিতর্ক করতেন না; বরং অন্য ফিক্বহী মাসলাকের বিদ্বানগণও তাঁর নিকট থেকে খিদমত নিতেন এবং অমুসলিমদের সাথে বাহাছ করার জন্য তাঁকে নিয়ে যেতেন।[১২] মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নাদভী যথার্থই বলেছেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহের পূর্বে যখন শহরগুলোতে ইসলামী সংগঠনগুলি কায়েম ছিল এবং মুসলমান, কাদিয়ানী, আর্য সমাজ ও খ্রিস্টানদের মাঝে বিতর্ক হত, তখন মরহূম (মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী) সাধারণত মুসলমানদের প্রতিনিধি হতেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি হিমালয় থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সর্বদা ছুটতে থাকতেন'।[১৩]

মাওলানা অমৃতসরী বলতেন, 'মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী আমাকে নিজ সন্তানের মতো ভালবাসতেন। এজন্য বড় বড় বাহাছে, যেখানে আকাবিরে দেওবন্দ-এর কর্তৃত্ব থাকত, অধমের উপরেই বাহাছের দায়িত্ব অর্পণ করা হ'ত। যেমন নাগীনা, রামপুর প্রভৃতি স্থানের বাহাছ'।[১৪]

আল্লামা সাইয়িদ রশীদ রিযা মিসরী তাঁর মুনাযারা প্রতিভার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন, صديقنا العلامة ثناء الله صاحب المصنفات والمناظرات مـــع الـــوثنيين والنـــصاري

---

৫. বায্‌মে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৪৭।

৬. মাওলানা ইমাম খান নওশাহরাবী, নুকূশে আবুল অফা, সম্পাদনা : ইহসান ইলাহী যহীর (লাহোর : ইদারায়ে তারজুমানুস সুন্নাহ, জানুয়ারী ১৯৬৯), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৪; ফিৎনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃঃ ৩৫-৩৬।

৭. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৮৫-৮৬।

৮. নূরে তাওহীদ, পৃঃ ৪৪।

৯. সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৮৮।

১০. ঐ, পৃঃ ৩৮৬।

১১. ঐ, পৃঃ ৪০১, ৪০৭।

১২. বায্‌মে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৬৬।

১৩. মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ইউপি, ভারত, মে ১৯৪৮, পৃঃ ৩৮৮।

১৪. বায্‌মে আরজুমন্দাঁ, পৃঃ ১৬৩।

والمبتدعين وأشهرها مناظراته مع غلام أحمد القادياني ومباهلتهما التي تبين بها أن القادياني دجال كذاب-

‘আমাদের বন্ধু আল্লামা ছানাউল্লাহ বহুগ্রন্থ প্রণেতা। তিনি মূর্তিপূজক, খ্রিস্টান ও বিদ‘আতীদের সাথে অসংখ্য মুনাযারা করেছেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর সাথে তাঁর মুনাযারাগুলো এবং তাদের দু’জনের মুবাহালা। যার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, কাদিয়ানী ভণ্ড নবী ও মিথ্যুক’।[১৫]

তিনি আরো বলেন, مولانا الشيخ ثناء الله من علماء أهل الحديث والكلام والفقه في أمرتسر بالهند. له مجلة ومؤلفات في الدفاع عن الإسلام، وهو مع هذا مناظر كبير، فصيح اللسان، قوي الحجة، بليغ العبارة، يدعي لمناظرة الطاعنين علي الإسلام من الهند وخصوصا جماعة آرية سماج، وكذلك له مواقف محمودة مع مضللي النصاري وكذا النصاري وكذا الأحمدية القاديانية جماعة مرزا غلام أحمد القادياني-

‘মাওলানা শায়খ ছানাউল্লাহ ভারতের অমৃতসরের অন্যতম আহলেহাদীছ আলেম, ধর্মতাত্ত্বিক ও ফকীহ। ইসলামের প্রতিরক্ষায় তাঁর পত্রিকা ও অনেক বইপত্র রয়েছে। এর সাথে সাথে তিনি একজন বড় মুনাযির (তার্কিক), বিশুদ্ধভাষী, শক্তিশালী দলীল উপস্থাপনকারী এবং অলংকারপূর্ণ ভাষার অধিকারী। ভারতে ইসলামের উপর আঘাতকারীদের বিশেষত আর্য সমাজের সাথে মুনাযারার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হতেন। অনুরূপভাবে বিভ্রান্তকারী খ্রিস্টান, খ্রিস্টান ও মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর আহমদী জামা‘আতের বিরুদ্ধে তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে’।[১৬]

মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী (রহঃ) বলেন,

وكان قوي العارضة، حاد الذهن، قوي البديهة، سريع الجواب، عالي الكعب في المناظرة، له براعة في الرد على الفرق الضالة وإفحام الخصوم، ذلق اللسان، سريع الكتابة، كثير الاشتغال بالتأليف والتحرير، كثير الأسفار للمناظرة والانتصار للعقيدة الإسلامية-

‘তিনি বিশুদ্ধভাষী বাগ্মী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি, দ্রুত জবাব প্রদানকারী ও মুনাযারায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। পথভ্রষ্ট ফিরক্বাগুলোর প্রত্যুত্তর প্রদানে এবং প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করে দেয়ার ক্ষেত্রে তার অপরিসীম দক্ষতা রয়েছে। তিনি বাকপটু, দ্রুত লিখতে সক্ষম, রচনা ও সম্পাদনায় অত্যন্ত ব্যস্ত এবং মুনাযারা ও ইসলামী আক্বীদার বিজয়ের জন্য বহু স্থানে সফরকারী ছিলেন’।[১৭]

খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্ক :

খ্রিস্টান মিশনারীদের তৎপরতায় দুই মুসলিম যুবক আব্দুল হক ও সুলতান মুহাম্মাদ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে পাদ্রী বনে যান। পাদ্রী হওয়ার পর তারা খ্রিস্টধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন স্থানে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করতেন এবং লেখনীর মাধ্যমে আলেমদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকতেন। তারা ছাড়া আরো অনেক পাদ্রী খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। তারা ইংরেজ সরকারের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেতেন। ভারতে একটা সময় এমনও এসেছিল যে, তারা ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জনসম্মুখে অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার হিম্মত কারো হ’ত না। ধীরে ধীরে আলেম সমাজ তাদের প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী গ্রন্থ রচনা ও মুনাযারার মাধ্যমে তাদের জবাব দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।[১৮]

ছাত্রজীবনে খ্রিস্টান পাদ্রী জেমস্-এর সাথে বিতর্কের মাধ্যমে অমৃতসরীর বিতর্কজীবনের সূচনা হয় বলা চলে। এরপর বিভিন্ন সময় তাদের সাথে তাঁর অনেক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে খ্রিস্টানদের সাথে তাঁর ৫টি বিতর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হ’ল-

১ লাহোরের বিতর্ক : ‘মাসীহ-এর ঈশ্বরত্ব’ বিষয়ে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে পাদ্রী জোয়ালা সিং-এর সাথে লাহোরে অমৃতসরীর মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। পাদ্রী যে প্রমাণই উপস্থাপন করছিলেন মাওলানা অমৃতসরী সেটিই খণ্ডন করে দিচ্ছিলেন। এতে পাদ্রী ছাহেব ঘাবড়ে গিয়ে এক পর্যায়ে বলে উঠেন, ‘মাওলানা ছাহেব! আমার কোন দলীল তো অবশিষ্ট রাখুন, সব দলীল খণ্ডন করে দিয়েন না’? একথা শুনে শ্রোতামণ্ডলী হেসে ফেলে। বিতর্কে পাদ্রীর পরাজয়ের ফলে বিতর্কসভায় উপস্থিত খৃস্টানদের একটি বংশের সবাই মুসলমান হয়ে যায়।[১৯] *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

২. হোশিয়ারপুরের বিতর্ক : ১৯১৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর পাঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে খ্রিস্টানদের সাথে মাওলানা অমৃতসরীর একটি জাকজমকপূর্ণ বিতর্ক হয়। খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে তার্কিক ছিলেন পাদ্রী জোয়ালা সিং। তিনি অত্যন্ত বড় মাপের একজন যুক্তিবাদী ছিলেন। বরং বলা চলে খ্রিস্টান তার্কিকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি মানতিক বা যুক্তিবিদ্যা ছাড়া কোন কথা বলতেন না। কিন্তু মানতিকে অমৃতসরীরও কোন জুড়ি ছিল না। বিতর্কের প্রথম অধিবেশনে পাদ্রী ছাহেব ‘আল্লাহ্র জ্ঞান’ সম্পর্কে যুক্তিসম্মত প্রশ্ন করেন। অমৃতসরী মানতিকের আলোকেই এর যথার্থ জবাব দেন। অতঃপর দ্বিতীয় অধিবেশনে মাওলানা ছাহেব ‘মাসীহ-এর প্রকৃতি’ বিষয়ে পাদ্রীকে মানতেকী প্রশ্ন

---

[১৫] *আল-মানার, মিসর, ৩৩/৮ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৩৩, পৃঃ ৬৩৯।*

[১৬] *ঐ।*

[১৭] *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।*

[১৮] *ফযলুর রহমান আযহারী, রাঈসুল মুনাযিরীন শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (লাহোর : দারুদ দাওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ, মার্চ ১৯৮৭), পৃঃ ২৭০-২৭১।*

[১৯] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪০৭-৪০৮; রাঈসুল মুনাযিরীন, পৃঃ ২৭১।*

করেন। তিনিও এর জবাব দেন। কিন্তু অমৃতসরী তাঁকে মানতে বাধ্য করেন যে, মাসীহ এমন একজন ব্যক্তি যিনি সত্তাগতভাবে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। তিনি আল্লাহ্র বেটা নন এবং তিন ঈশ্বরের দ্বিতীয়জনও নন। পাদ্রী মানতেকী প্যাঁচ খাটিয়ে এর উত্তর দেয়ার সবরকম চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বিতর্কে অমৃতসরীর বিজয়ে মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়।[২০]

৩. গুজরানওয়ালার বিতর্ক : ১৯২৬ সালের ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী ‘আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ গুজরানওয়ালা’ আয়োজিত বার্ষিক জালসায় খ্রিস্টানদের সাথে মাওলানা অমৃতসরীর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল ‘তাওহীদ’। বিতর্ক সভায় ৮/১০ হাযারের মতো মানুষ উপস্থিত ছিল। কতিপয় ইউরোপীয় খ্রিস্টানও এ বিতর্ক শুনতে এসেছিলেন। খ্রিস্টানদের পক্ষে তার্কিক ছিলেন পাদ্রী মুহাম্মাদ সুলতান পাল। তিনি অমৃতসরীর উপস্থাপিত দলীল সমূহের জবাব দিতে না পারার কারণে ভরা মজলিসে এক খ্রিস্টান যুবক মুসলমান হয়ে যায়।[২১]

৪. হাফিযাবাদের বিতর্ক : ১৯২৮ সালের ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর গুজরানওয়ালা যেলার হাফিযাবাদে খ্রিস্টানদের সাথে অমৃতসরীর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন খ্রিস্টান পক্ষে বিতর্কে অংশ নেন পাদ্রী সুলতান মুহাম্মাদ পাল। বিষয় ছিল ‘একত্ববাদ’। কিন্তু তিনি এ বিতর্কে মাওলানার সাথে তাল মিলাতে ব্যর্থ হন। ফলে দ্বিতীয় দিন খ্রিস্টানরা পাদ্রী প্রফেসর আব্দুল হককে নিয়ে আসে। এবার বিতর্কের বিষয় ছিল ‘মাসীহ-এর ঈশ্বরত্ব’। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। দু’দিনই অমৃতসরী বিতর্কে বিজয়ী হন। এ বিতর্কে পরাজয়ের ফলে অনেক দিন পর্যন্ত খ্রিস্টানরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।[২২]

৫. এলাহাবাদের বিতর্ক : ১৯৩৪ সালের ৪ ও ৫ই আগস্ট অমৃতসরী ও খ্রিস্টান পাদ্রী প্রফেসর আব্দুল হকের মাঝে ‘একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ’ বিষয়ে এই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পাদ্রী ছাহেব কিছু মানতেকী পরিভাষা মুখস্থ করে রেখেছিলেন। সুযোগমত তিনি এসব পরিভাষা ব্যবহার করে জনগণের মাঝে ভীতির সঞ্চার করতেন। যাতে তারা তাঁকে অনেক বড় বিদ্বান ভাবে। কিন্তু অমৃতসরীর সামনে এসব মানতেকী প্যাঁচ ধূলোয় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ পাদ্রী তাঁর দাবীর স্বপক্ষে যখন কোন মানতেকী পরিভাষা উল্লেখ করতেন তখন অমৃতসরী তার নিকট এর ব্যাখ্যা ও উদাহরণ তলব করতেন। কিন্তু পাদ্রী ছাহেব তা দিতে ব্যর্থ হতেন। অমৃতসরী তখন সহজ ভাষায় পাদ্রীর দুর্বোধ্য বক্তব্য জনগণের সামনে তুলে ধরতেন। তারপর তার ত্রিত্ববাদের আক্বীদার জবাব দিতেন এবং তাওহীদ বা একত্ববাদের আক্বীদা প্রমাণ করতেন। ফলে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর উপর বিশেষ করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর এর দারুণ প্রভাব পড়ে। বিতর্কের এক পর্যায়ে অমৃতসরী বলেন, ‘পাদ্রী ছাহেব তো মাসীহ-এর উলূহিয়াত বা ঈশ্বরত্বের প্রবক্তা’। একথা শুনে পাদ্রী ছাহেব পেরেশান হয়ে বলে উঠেন, ‘কোন হতাভাগা মাসীহ-এর উলূহিয়াতের প্রবক্তা’। ব্যস, এতেই খ্রিস্টান সমাজে হৈচৈ পড়ে যায়। তারা বলতে থাকেন, পাদ্রী ছাহেব এটা কি বললেন? একথার প্রেক্ষিতে অমৃতসরী তাকে এক হাত নেন এবং তার ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত আক্বীদা খণ্ডন করে বিতর্কে বিজয়ী হন।[২৩] ‘মুনাযারায়ে এলাহাবাদ’ শিরোনামে এটি ১৯৩৪ সালে ছানাঈ প্রেস, অমৃতসর থেকে পুস্তাকারে প্রকাশিত হয়।[২৪]

উক্ত মুনাযারার প্রেক্ষাপট ছিল বেশ মজাদার। এলাহাবাদে খ্রিস্টবাদের প্রচার শুরু হলে শিক্ষিত মুসলিম যুবসমাজ সেদিকে ঝুঁকে পড়া শুরু করে। এতে মুসলিম সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিছু মানুষ তাদের নেতা আহমাদ রেযা খান ব্রেলভীর সাথে সাক্ষাৎ করে খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্কের জন্য অনুরোধ জানায়। অনেক পীড়াপীড়ির পরেও তিনি এতে রাযী হননি। এরপর তারা দেওবন্দে গিয়ে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দীর সাথে সাক্ষাৎ করে সব ঘটনা খুলে বলে। কিন্তু আহলে দেওবন্দও বিতর্ক করতে অসম্মতি জানান। এরূপ দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে মাওলানা মাহমূদুল হাসান তাঁর প্রিয় ছাত্র অমৃতসরীর নিকট একটি পত্র লিখেন। তাতে তিনি বলেন, ‘তুমি যদি ইসলামের হেফাযত করতে চাও তাহলে পত্র পাওয়া মাত্রই এলাহাবাদে রওয়ানা হয়ে যাবে’। পত্র পাওয়ার পর উস্তাদের নির্দেশ পালনার্থে তিনি এলাহাবাদে যান এবং উল্লেখিত ব্যক্তির সাথে মুনাযারা করে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন।[২৫]

আর্য সমাজের সাথে বিতর্ক :

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ১৮৭৫ সালে বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। আর্য সমাজীরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং মূর্তিপূজার বিরোধী। তবে তারা স্রষ্টার গুণাবলীকে নাকচ করে এবং রিসালাতকে অস্বীকার করে। তাদের বিশ্বাস বেদোক্ত ব্রহ্মের উপর। তারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।[২৬]

মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেছেন, وهم أكبر أعداء الإسلام في الهند، ‘এরা ভারতে ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন’।[২৭] মূলতঃ মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় এই গোষ্ঠীটির আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজ সরকার দয়ানন্দ সরস্বতীর কর্ণকুহরে এই বিষ ঢেলে দেয় যে, ‘আপনি জানেন ইসলাম আপনাদের ধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু। মুসলমানরা সর্বদা এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে যে, ভারতের সকল হিন্দু ইসলামের ছায়াতলে চলে আসুক। ভারতে মুসলমান ছাড়া

---

[২০] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৩১-৪৩২; মাওলানা মুহাম্মাদ মুকতাদা আছারী উমরী, তাযকিরাতুল মুনাযিরীন (লাহোর : দারুল নাওয়াদির, ২০০৭), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৩।*

[২১] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪১৫।*

[২২] *ঐ, পৃঃ ৪৩৩-৪৩৪; তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৪৬৯-৪৭৪।*

[২৩] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৪১-৪৪২; নূরে তাওহীদ, পৃঃ ৪৫-৪৬; তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৫০৯-৫২৩।*

[২৪] *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫।*

[২৫] *ঐ, পৃঃ ১৭৪।*

[২৬] *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬; উইকিপিডিয়া।*

[২৭] *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।*

অন্য কোন ধর্মের অনুসারী যেন না থাকে'। এই কানপড়া ও উস্কানী দিয়ে ইংরেজরা তাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।[২৮]

মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত লেখনী ও মুনাযারার মাধ্যমে এদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকেন। আর্য সমাজীরা পত্র-পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ বা ইশতেহার প্রকাশ করলে তিনি তাঁর পত্রিকা সমূহের মাধ্যমে তাদের সমুচিত জবাব দিতেন। আর্য সমাজের কোন প্রচারক বক্তব্যের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতঃ জবাবদানের জন্য হাযির হতেন। আর্য সমাজের বেশ কয়েকজন জাদরেল তার্কিক ছিলেন। এরা সাধারণত প্রতিপক্ষকে লিখিত বিতর্কের আহবান জানাতেন। অর্থাৎ মুনাযির বা তার্কিক যে বক্তব্য প্রদান করতে চান তা নির্দিষ্ট সময়ে লিপিবদ্ধ করে শ্রোতাদের সামনে পড়বেন এবং প্রতিপক্ষের তার্কিক ও লিখিত আকারে তার উত্তর দিবেন। ভিন্নধর্মী এ ধরনের বিতর্কে সবাই অংশগ্রহণ করার সাহস পেত না। কিন্তু আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর যবান ও কলম সমানতালে চলত। এজন্য তিনি নির্দ্বিধায় আর্য সমাজের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেন এবং মৌখিক ও লিখিত উভয় প্রকার বিতর্কে তাদেরকে পরাজিত করতেন।[২৯]

তাঁর এই অবদান বড় বড় ইসলামী ব্যক্তিত্ব অকপটে স্বীকার করেছেন। যেমন মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, وكان أكثر ردوده على الآرية والقاديانيـــة، 'তাঁর অধিকাংশ খণ্ডনগুলি ছিল আর্য সমাজ ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে'।[৩০] 'তাফসীরে মাজেদী'র লেখক মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী বলেছেন, 'মুনাযারা শিল্পের তো বলা চলে তিনি ইমাম ছিলেন। বিশেষ করে আর্য সমাজের অনুসারীদের মুকাবিলায়। যারা মন্দ বুঝ ও অজ্ঞতার পাশাপাশি গালমন্দকারীও ছিল। বিংশ শতকের শুরুতে তাদের ফিৎনা সে সময়ের সবচেয়ে বড় ফিৎনা ছিল। যদি মাওলানা ছানাউল্লাহ তাদের সামনে না আসতেন তাহলে আল্লাহ জানেন মুসলমানদের উপর ভর করা ভয়-ভীতি কতদূর গিয়ে ঠেকত। প্রতিপক্ষের নাড়ি-নক্ষত্র জানার ব্যাপারে মাওলানা অনেক অগ্রগামী ছিলেন। এমন কথা খুঁজে বের করতেন যে, আর্য সমাজীরা দিশেহারা হয়ে যেত। কত যে মুনাযারা করেছেন তা এখন মনে নেই। সব জায়গায় তিনি বিজয়ীই থাকতেন।[৩১]

নিম্নে আর্য সমাজের সাথে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিতর্কের বিবরণ উপস্থাপিত হল-

১. দেওরিয়ার বিতর্ক : ১৯০৩ সালের ১৬-২১শে আগস্ট উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া যেলায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সাথে আর্য সমাজের পণ্ডিত দর্শনান্দের এক সপ্তাহব্যাপী লিখিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত ছাহেব আর্য সমাজের বেশ কয়েকজন বড় বড় তার্কিক ও প্রচারককে সাথে নিয়ে বিতর্কে যোগ দেন। বেনারসের এক হিন্দু পণ্ডিত কয়েকজন তরুণ হিন্দু শিষ্যকে নিয়ে বিতর্কসভায় আসেন। বেনারসী পণ্ডিত মহাশয়ের এক শিষ্য হঠাৎ অমৃতসরীকে বলে বসেন, আপনার ধর্মে পুরুষদের রেশম ও সোনা পরিধানের অনুমতি নেই। তাহ'লে আপনি কেন এই রেশমী কোট পরিধান করেছেন এবং ঘড়িতে সোনার চেইন লাগিয়েছেন? এ প্রশ্ন শুনামাত্রই মাওলানা অমৃতসরী কোট ও ঘড়ি খুলে ঐ তরুণ হিন্দুর নিকট পাঠিয়ে দেন এবং মুচকি হেসে বলেন, যদি কোটকে রেশমী ও ঘড়ির চেইন সোনার প্রমাণ করতে পারেন তাহ'লে এগুলি আপনাকে দান করে দিব। বেনারসী পণ্ডিত উভয়টি ভাল করে দেখে ওযর পেশ করে বলেন, 'আমার শিষ্য প্রশ্ন উত্থাপনে তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। কোট ভাগলপুরী এবং ঘড়ির চেইন উজ্জ্বল পিতলের'। এরপর 'বেদ ও কুরআনের মধ্যে কোনটি ইলাহী ধর্মগ্রন্থ ও কোনটি সত্য' বিষয়ে লিখিত মুনাযারা শুরু হয়। বিতর্কে ৫টি পৃষ্ঠা বিনিময় হয়। যেগুলিতে উভয় পক্ষের প্রশ্ন লিখিত ছিল। মুনাযারার অন্যতম শর্ত ছিল, আর্য সমাজ কুরআন ও কুরআন মাজীদ সম্পর্কে যা কিছু কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তার আলোকে এবং যুক্তির মাধ্যমে অমৃতসরীর জবাব দিবে। পক্ষান্তরে অমৃতসরী আর্য সমাজের গ্রন্থ সমূহ যেমন 'ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং যুক্তির মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের জবাব দিবেন। এক সপ্তাহের বিতর্কে আর্য সমাজ বেদ যে ইলাহী গ্রন্থ সেটা প্রমাণে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে মাওলানা অমৃতসরী প্রমাণ করে দেন যে, কুরআন মাজীদ সত্য ও ইলাহী ধর্মগ্রন্থ; বেদ নয়। এভাবে আর্য সমাজ বিতর্কে পরাজয় বরণ করে।

উক্ত বিতর্কে অমৃতসরীর সহায়তায় ছিলেন আল্লামা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী, 'তাফসীরে হক্কানী'র লেখক মাওলানা আব্দুল হক দেহলভী, মাওলানা রহমত হাসান মীরাঠী, মাওলানা শুজা'আত আলী মানতেকী ও মাওলানা আব্দুল হামীদ পানিপথী।[৩২] ১৯০৩ বা ১৯০৬ সালে লাক্ষ্ণৌর মুজতাবাঈ প্রেস থেকে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। যার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৪।[৩৩]

২. নাগীনার বিতর্ক : উত্তর প্রদেশের বিজনোর যেলার নাগীনা গ্রামে আর্য সমাজের বেশ দাপট ছিল। তারা প্রত্যেক সভায় মুসলমানদেরকে মুনাযারার চ্যালেঞ্জ জানাত। কিন্তু মুসলমানরা মুনাযারা করার সাহস পেত না। অবশেষে ১৯০৪ সালে যখন আর্য সমাজের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল তখন মুসলমানরা তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং মুনাযারার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ভারতের বাছাইকৃত আলেমগণকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুনাযারার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, ১. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (মৃঃ ১২৩৯ হিঃ) ২.

---

[২৮] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ১৯৪-১৯৬।*
[২৯] *রাঈসুল মুনাযিরীন, পৃঃ ২৬৬-২৬৭।*
[৩০] *নুযহাতুল খাওয়াতির ৮/১২০৫।*
[৩১] *মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, মু'আছিরীন (কলকাতা : কোহে নূর আর্ট প্রেস, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৯), পৃঃ ১২৪।*

---

[৩২] *নূরে তাওহীদ, পৃঃ ৪৫; তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/২৫২-২৭৪; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০-১৮২।*
[৩৩] *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০।*

সূচীপত্র

মাওলানা আহমাদ হাসান আমরূহী (মৃঃ ১৩৩০ হিঃ) ৩. মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান মুরাদাবাদী ৪. মাওলানা আলী আহমাদ মীরাঠী ৫. মাওলানা আবু রহমত মীরাঠী ৬. মাওলানা আবুল ফারাজ আব্দুল্লাহ পানিপথী।

মাওলানা অমৃতসরীর খ্যাতির কারণে তাঁকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তিনি নাগীনায় পৌঁছলে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর উপরেই মুনাযারার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আর্য সমাজের তার্কিক ছিলেন মাস্টার আ-ত্মা রাম, পণ্ডিত কৃপা রাম ও লালা ওয়াযীর চন্দ্র। ১৯০৪ সালের ৫-১৪ই জুন ১০ দিন ব্যাপী এই লিখিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল 'ইলহামের সংজ্ঞা ও বেদের ইলহামী গ্রন্থ হওয়া সাব্যস্তকরণ'। উভয় পক্ষ থেকে ২২ পৃষ্ঠা লিখিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ৩ দিন অতিবাহিত হ'তে না হ'তেই আর্য সমাজের দু'জন তার্কিক বিতর্ক থেকে পলায়ন করেন। ৫ম দিন স্বয়ং আ-ত্মা রামও হাল ছেড়ে দেন। ফলে বিতর্কে অমৃতসরী বিজয়ী হন। এর ফলে বিতর্ক ময়দানেই ১১ জন হিন্দু মুসলমান হয়ে যায়। মুহাম্মাদ ওমর করতাপুরী যিনি মুরতাদ হয়ে আর্য সমাজে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তিনি মুনাযারার ফলাফলে প্রভাবিত হয়ে পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু ইসলামের উপর টিকে থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বিতর্ক সভায় উপস্থিত স্বামী দর্শনানন্দ সরস্বতী স্পষ্ট ভাষায় আর্য সমাজের পরাজয় স্বীকার করে নেন।[৩৪]

বিচারক বিতর্কের রায় ঘোষণা করে বলেন, আর্য সমাজ তাদের দাবী প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং এ বিতর্কের যাবতীয় ব্যয়ভার আর্য সমাজকে বহন করতে হবে। এটিই চূড়ান্ত ফায়ছালা। কোন আদালতে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করা যাবে না।[৩৫] ১৩২২ হিঃ/১৯০৪ সালে প্রকাশিত 'রুকূবুস সাফীনা ফী মুনাযারাতিন নাগীনা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৪) এই মুনাযারার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।[৩৬]

ড. নওয়ায দেওবন্দী 'সাওয়ানিহে ওলামায়ে দেওবন্দ' গ্রন্থে এ বিতর্ক সম্পর্কে লিখেছেন, '১৩২২ হিঃ মোতাবেক ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বিজনোর যেলার নাগীনায় আর্যদের সাথে বিতর্ক হয়। হযরত মাওলানা সাইয়িদ আহমাদ হাসান আমরূহী এবং তখনকার প্রায় সকল প্রসিদ্ধ আলেম-ওলামা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী দ্বিতীয় পক্ষের সাথে মুনাযারা করেন। কয়েকদিন পর্যন্ত বিতর্কসভা গরম ছিল'।[৩৭]

৩. খুরজার বিতর্ক : বুলন্দশহরের খুরজায় অবস্থিত কাসেমুল উলূম মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুবারক হুসাইন সাম্ভুলীর সাথে আর্য সমাজের বিতর্ক হত। একদিন 'আর্য গেজেট' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত চন্দ্র প্রকাশের সাথে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়। তিনি মাওলানার যুক্তিসম্মত উত্তর শুনে মুসলমান হয়ে যান এবং আব্দুর রহমান নাম ধারণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সাথে কয়েকজন হিন্দুও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এতে আর্য সমাজে আগুন ধরে যায় এবং তারা একটি বিশাল মুনাযারা আয়োজনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমানরাও তাদের মুকাবিলা করার জন্য মাওলানা মুরতাযা হাসান মুরাদাবাদী, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম দেহলভী প্রমুখকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকেই মুসলমানদের তরফ থেকে তার্কিক নিযুক্ত করা হবে। ঐ সময় তিনি মুযাফফরনগর যেলার দেলামে আর্য সমাজের সাথে তিনদিন ব্যাপী (১৫-১৭ই মার্চ ১৯১৭) একটি মুনাযারায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে খুরজায় আনার জন্য মাওলানা মুবারক হুসাইন নিজে দেলামে গিয়ে স্বচক্ষে উক্ত মুনাযারা প্রত্যক্ষ করেন। তিনি অমৃতসরীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, হৃদয়গ্রাহী আলোচনা ও বিজয় দেখে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে যান এবং তাঁকে খুরজায় যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করেন। কিন্তু অমৃতসরী ওযরখাহী করে বলেন, 'টানা তিন দিনের বিতর্কে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এজন্য এখনই অন্য কোন মুনায়ারায় যেতে চাচ্ছি না'। কিন্তু মাওলানা মুবারক হুসাইন নাছোড়বান্দা। অবশেষে ১৮ই মার্চ ২০১৭ সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাঁকে নিয়ে খুরজায় পৌঁছেন। ১৯শে মার্চ মুনাযারা শুরুর কথা থাকলেও আর্য সমাজের অনুরোধে একদিন পিছিয়ে ২০ ও ২১শে মার্চ তা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল 'সত্য ধর্ম'। আর্য সমাজের তিনজন তার্কিক অমৃতসরীর সাথে উক্ত বিতর্কে পরাজিত হন।[৩৮]

বিতর্কে অমৃতসরীর উত্তরগুলো ছিল সারগর্ভ। সেকারণ মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী তাঁর উত্তরগুলো সঠিক ও শক্তিশালী পেয়ে রায় ঘোষণা করে বলেছিলেন, 'আমরা বিচারক ও মধ্যস্ততাকারী হিসাবে এই বিষয়ে ইসলামের বিজয় ঘোষণা করছি'।[৩৯] আর্য সমাজের প্রতিনিধি স্বীকার করে নেন যে, বেদে গায়রুল্লাহ্‌র উপাসনার কথা এসেছে। এজন্য বেদ ইলাহী ধর্মগ্রন্থ হতে পারে না। কাজেই মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ইসলামের যে বিজয় ঘোষণা করেছেন তা সঠিক ও বাস্তবসম্মত।[৪০] ১৯১৭ সালে 'ফাতহে ইসলাম ইয়া'নী মুনাযারায়ে খুরজা (ইসলামের বিজয় অর্থাৎ খুরজার বিতর্ক) শিরোনামে উক্ত মুনাযারার সারনির্যাস গ্রন্থাকারে (৬৬ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়।[৪১]

[চলবে]

---

[৩৪] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৯১-৩৯৩; তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/২৭৪-২৭৬; তাযকেরায়ে আবুল অফা, পৃঃ ৭৮; নূরে তাওহীদ, পৃঃ ৪৫।*

[৩৫] *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৩-১৮৪।*

[৩৬] *ঐ, পৃঃ ১৮২।*

[৩৭] *তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/২৭৬; ড. নওয়ায দেওবন্দী, আকাবিরে দেওবন্দ জীবন ও কর্ম, মাওলানা শামসুদ্দীন সাদী অনূদিত (ঢাকা : আনোয়ার লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০১৫), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১।*

[৩৮] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৯৩-৩৯৫; রাঈসুল মুনাযিরীন, পৃঃ ২৬৮; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫-১৯৭।*

[৩৯] *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৭। গৃহীত : দাঊদ রায, হায়াতে ছানাঈ, পৃঃ ৫৯৬।*

[৪০] *তাযকেরায়ে আবুল অফা, পৃঃ ৮৭।*

[৪১] *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৩৯৫; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫।*

কুরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতার মর্যাদা

কুরআন তেলাওয়াত অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ ইবাদাত। এটি যেমন পাঠকারীর জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতাও সেই কল্যাণধারায় সিক্ত হন। যদি কোন সন্তান কুরআন পড়া শেখে, কুরআন তেলাওয়াত করে, কুরআন মুখস্থ করে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালানা করে তাহ’লে এতে মৃত পিতা-মাতা উপকৃত হন। ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে উজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে এবং উজ্জ্বল জান্নাতী পোষাক পরানো হবে।

বুরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে, ‘তোমরা সূরা বাক্বারাহ শিক্ষা কর। কেননা এটি শিক্ষা করাতে কল্যাণ রয়েছে এবং তা পরিত্যাগ করাতে পরিতাপ রয়েছে। আর বাতিলপন্থীরা (যাদুকররা) এটি (মোকাবেলা করতে) সক্ষম হবে না’। এরপর তিনি কিছু সময় চুপ করে থাকলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ‘তোমরা সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান শিক্ষা কর। কেননা সে দু’টি যেন সমুজ্জ্বল জ্যোতি। এ দু’টি ক্বিয়ামতের দিন তার পাঠকের জন্য উপস্থিত হবে যেন সে দু’টি গামামা তথা দু’খণ্ড মেঘ। কিংবা (তিনি বলেছিলেন) সে দু’টি গায়ায়া তথা মেঘ বা বাদল। কিংবা যেন সে দু’টি ডানা বিস্তারকারী পাখীর দু’টি ঝাঁক।

ক্বিয়ামতের দিন যখন কবর বিদীর্ণ হবে তখন কুরআন তার পাঠকের নিকট জীর্ণ-শীর্ণ লোকের অবয়বে উপস্থিত হয়ে বলবে, তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ? তখন লোকটি বলবে, আমি তোমাকে চিনি না। তখন কুরআন বলবে, আমিই তোমার সাথী, কুরআন। এই আমিই তোমাকে দিনে পিপাসার্ত-পরিশ্রান্ত করেছি এবং রাতে বিনিদ্র রেখেছি। প্রত্যেক ব্যবসায়ী ব্যবসায় মুনাফা লাভ করে, আর আজকে তুমিও তোমার সকল ব্যবসার মুনাফা লাভ করবে। তখন তার ডান হাতে রাজত্ব দান করা হবে এবং বাম হাতে অমরত্ব দান করা হবে। আর তার মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। আর তার মাতা-পিতাকে দুই প্রস্ত পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়াতে তাদের জন্য তৈরী করা হয়নি। তখন তারা উভয়ে বলবে, আমাদেরকে এ পোষাক পরিধান করানো হ’ল (কেন)? তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা করার জন্য। তখন তাকে (কুরআন পাঠকারীকে) বলা হবে, তুমি পাঠ করতে থাক এবং জান্নাতের সিঁড়ি ও কামরা বেয়ে উপরে আরোহণ করতে থাক। তার দ্রুত বা ধীর পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার আরোহণ করা চলতেই থাকবে’ *(দারেমী হা/৩৩৯১; আহমাদ হা/২৩০০০; ছহীহাহ হা/২৮২৯)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ: بِمَا كُسِينَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ— ‘যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে, কুরআনের ইলম অর্জন করবে ও সে অনুসারে আমল করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাঁর পিতা-মাতাকে নূরের মুকুট পরানো হবে। যার আলো সূর্যের আলোর মতো। আর তাঁর পিতা-মাতাকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান দু’টি পোষাক পরানো হবে। তারা বলবেন, কিসের জন্য আমাদের এসব পোষাক পরানো হচ্ছে? তাঁদেরকে বলা হবে, তোমাদের সন্তান কুরআনকে গ্রহণ করেছে, এজন্য তোমাদেরকে এভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে’ *(হাকেম হা/২০৮৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৩৪)*।

শিক্ষা :

১. পবিত্র কুরআন শিক্ষাকারীর জন্য ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তার সঙ্গী হবে।

২. কুরআন তেলাওয়াতকারীর সম্মানার্থে ক্বিয়ামতের দিন তাকে নূরের মুকুট পরানো হবে।

৩. সেদিন কুরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে, পাঠ কর এবং উপরে উঠতে থাক। তোমার তেলাওয়াতের শেষ আয়াত পর্যন্ত হবে তোমার শেষ মনযিল।

৪. তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতাও পরকালে উপকৃত হবেন এবং তাদেরকেও সম্মানের পোষাক পরিধান করানো হবে।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন শিক্ষা করার এবং তেলাওয়াত করার তাওফীক দিন। সেই সাথে আমাদের সন্তান-সন্ততিকে কুরআন শেখার ও কুরআনের ধারক ও বাহক হওয়ার তাওফীক দিন-আমীন!

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

At-Tahreek TV

অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য

অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ‘আত-তাহরীক টিভি’ ডিজিটাল প্লাটফরমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং নিয়মিতভাবে দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, নবীদের কাহিনী, প্রশ্নোত্তর পর্ব, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।

Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv

সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২।
ইমেইল : attahreek.tv@gmail.com

অমর বাণী

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

১. হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَالْحِلْمَ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَ، وَلْيَتَوَاضَعْ لَكُمْ مَنْ تُعَلِّمُونَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يَقُمْ عِلْمُكُمْ مَعَ جَهْلِكُمْ 'তোমরা জ্ঞান অর্জন কর এবং এজন্য ধীর-স্থিরতা ও সহনশীলতার শিক্ষাও অর্জন কর। শিক্ষার্থীদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কর, তাহ'লে তারাও তোমাদের প্রতি বিনয়ী হবে। নিজেকে কখনো অহংকারী বিদ্বানদের মাঝে গণ্য করো না। আর তোমাদের জ্ঞান যেন অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল না হয়'।[১]

২. আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) বলেন, لِلْمُرَائِي أَرْبَعُ عَلَامَاتٍ: يَكْسَلُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ، وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُثْنِيَ عَلَيْهِ، وَيَنْقُصُ إِذَا ذُمَّ بِهِ 'লোকদেখানো আমলকারীর আলামত চারটি। (১) লোকচক্ষুর অন্তরালে সৎকাজে অবহেলা করে। (২) মানুষের সামনে বেশ আগ্রহ ও উদ্যমের সাথে আমল করে। (৩) তার প্রশংসা করা হ'লে আমলের পরিমাণ বেড়ে যায়। আর (৪) নিন্দা করা হ'লে আমলের পরিমাণ কমে যায়'।[২]

৩. হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, ثَلَاثٌ يُصَفِّيْنَ لَكَ وُدَّ أَخِيْكَ: تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيْتَهُ، وَتُوَسِّعُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدْعُوْهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْكَ 'তিনটি গুণ তোমার এবং তোমার ভাইয়ের মাঝে হৃদ্যতার বন্ধন রচনা করে। (১) যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে সালাম দিবে। (২) মজলিসে তার জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবে এবং (৩) তার প্রিয় নাম ধরে তাকে ডাকবে'।[৩]

৪. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَزَيِّنُوهُ بِالوَقَارِ والحِلْمِ 'তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর এবং গাম্ভীর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে সুসজ্জিত কর'।[৪]

৫. আহমাদ ইবনু হারব (রহঃ) বলেন, عَبَدْتُ اللهَ خَمْسِيْنَ سَنَةً فَمَا وَجَدْتُ حلاوَةَ العِبَادَةِ حَتَّى تَرَكْتُ ثَلَاثَةَ أَشيَاءِ: تَرَكْتُ رِضَى النَّاسِ حَتَّى قَدِرْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِالحَقِّ، وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الفَاسِقِيْنَ حَتَّى وَجَدْتُ صُحْبَةَ الصَّالِحِيْنَ، وَتَرَكْتُ حَلَاوَةَ الدُّنْيَا حَتَّى وَجَدْتُ حلاوَةَ الْآخِرَةِ 'আমি পঞ্চাশ বছর আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছি। তবে তিনটি বিষয় পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি ইবাদতের পূর্ণ স্বাদ পাইনি। (১) আমি মানুষকে খুশী রাখার চিন্তা বাদ দিয়েছি, ফলে আমি হক কথা বলার সক্ষমতা অর্জন করেছি। (২) আমি পাপী ব্যক্তির সাহচর্য পরিত্যাগ করেছি, ফলে নেককার ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছি। (৩) আমি দুনিয়ার সৌন্দর্য পরিত্যাগ করেছি, ফলে আমি আখিরাতের মিষ্টতা অনুভব করতে পেরেছি'।[৫]

৬. শাক্বীক বিন ইবরাহীম বলখী (রহঃ) বলেন, حُسْنُ الْعَمَلِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا أَنْ يَرَى أَنَّ الْعَمَلَ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِيَكْسِرَ بِهِ الْعُجْبَ، وَالثَّانِي أَنْ يُرِيدَ بِهِ رِضَا اللهِ لِيَكْسِرَ بِهِ الْهَوَى، وَالثَّالِثُ أَنْ يَبْتَغِيَ ثَوَابَ الْعَمَلِ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِيَكْسِرَ بِهِ الطَّمَعَ وَالرِّيَاءَ، وَبِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَخْلُصُ الْأَعْمَالُ 'তিনটি বিষয় আমলকে পরিশুদ্ধ বা রিয়ামুক্ত রাখে। (১) এই মর্মে বিশ্বাস রাখা যে, নেক আমল সম্পাদনের তাওফীক্ব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে, তাহ'লে আত্মঅহংকার সৃষ্টি হবে না। (২) আমলের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তালাশ করা, যাতে প্রবৃত্তির চাহিদা অবদমিত হয়। (৩) নেক আমলের নেকী একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই কামনা করা, তাহ'লে রিয়া ও লোভ দমে যাবে। এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে আমল পরিশুদ্ধ বা রিয়ামুক্ত হয়'।[৬]

৭. আহনাফ ইবনু ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, مَا خَانَ شَرِيفٌ، وَلا كَذَبَ عَاقِلٌ، وَلا اغْتَابَ مُؤْمِنٌ 'নেককার মানুষ কখনো খেয়ানত করতে পারে না, বিবেকবান মানুষ কখনো মিথ্যা বলতে পারে না এবং প্রকৃত মুমিন বান্দা কখনো গীবত করতে পারে না'।[৭]

৮. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إِضَاعَةُ الْوَقْت أَشد من الْمَوْت لِأَن إِضَاعَةَ الْوَقْت تقطعك عَن الله وَالدَّار الْآخِرَة وَالْمَوْت يقطعك عَن الدُّنْيَا وَأَهْلهَا- الدُّنْيَا من أَولهَا إِلَى آخرهَا لَا تُسَاوِي غم سَاعَة فَكيف بغم الْعُمر 'সময়ের অপচয় মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। কেননা সময়ের অপচয় তোমাকে আল্লাহ এবং আখিরাতের নিবাস থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। পক্ষান্তরে মৃত্যু তোমাকে কেবল দুনিয়া ও তার অধিবাসীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে। দুনিয়ার জীবনের আগাগোড়া এক ঘণ্টা পরিমাণ দুশ্চিন্তা করার মতো সময় নয়। তাহ'লে তুমি সময় অপচয় করে কিভাবে সারাজীবন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাবে'?[৮]

** এম.এ (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *ইমাম অকী', আয-যুহদ, পৃ: ৫৩৮; আহমাদ বিন হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ: ৯৯।*

[২] *সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ: ৩০।*

[৩] *ইবনু কুদামা মাক্বদেসী, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, পৃ:১০২।*

[৪] *গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/১৭৮।*

[৫] *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৯৯।*

[৬] *তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ: ৩০।*

[৭] *আল-মুজালাসা ৩/৫১৫; তারীখু দিমাশক্ব ২৪/৩৪৩।*

[৮] *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়াইদ, পৃ:৩১।*

যেসব ক্ষেত্রে মাস্ক পরা বিপজ্জনক

করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে বাধ্যতামূলক মাস্ক ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই মাস্ক ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানতে হবে।

সংস্থাটি বলছে, মাস্ক পরে শরীরচর্চা, প্রাতঃভ্রমণ বা জগিং করা যাবে না। মাস্ক পরে এসব কাজ করলে শরীর পর্যাপ্ত অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে অক্সিজেন কমে তা স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হ'তে পারে। এজন্য একেবারে নির্জন স্থানে এসব কাজ করতে হবে। যেখানে জীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা থাকবে না।

খুব ভারী কাজ ও অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম হয়, এমন কাজের সময় মাস্ক পরলে শরীরে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। এতে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হ'তে পারে।

শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি হ'লে তখন অস্বাভাবিক ক্লান্তি দেখা দেয়। পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশিতে টান পড়া, খিঁচুনি, বমি ভাব, মাথা ঘোরানো, এমনকি স্ট্রোক পর্যন্ত হ'তে পারে। তাই এসব কাজ করার সময় মাস্ক ব্যবহার করা যাবে না।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় পেয়ারা

শীত হোক কী বর্ষা, শরীর সুস্থ রাখতে পেয়ারা দারুণ উপকারী। এতে থাকা ভিটামিন সি, লাইকোপেন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের প্রতিটি অংশকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখতে সাহায্য করে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, করোনাকালীন এই সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন একটি করে পেয়ারা খেলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। এছাড়াও নিয়মিত পেয়ারা খেলে আরও যেসব উপকার পাওয়া যাবে-

সংক্রমণের আশঙ্কা কমে : এই ফলে থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান শরীরে প্রবেশ করা মাত্র ক্ষতিকর জীবাণুদের ধ্বংস করতে শুরু করে। ফলে কোন ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কা কমে যায়। সেই সঙ্গে শরীরে উপস্থিত সব ধরনের বিষাক্ত উপাদানও বেরিয়ে যায়। এতে শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নিয়মিত একটা করে পেয়ারা খাওয়া শুরু করলে দেহে পটাশিয়ামের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটে : প্রচুর মাত্রায় ভিটামিন এ থাকার কারণে নিয়মিত পেয়ারা খেলে দৃষ্টিশক্তির দারুণ উন্নতি ঘটে। সেই সঙ্গে ছানি, ম্যাকুলার ডিজঅনারেশন এবং গ্লুকোমার মতো রোগও দূরে থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : পেয়ারায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধী ব্যবস্থা মযবূত করে। ফলে ছোট-বড় কোন ধরনের রোগই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। নানা ধরনের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতেও ভিটামিন সি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় : পেয়ারায় উপস্থিত ভিটামিন বি ৩ এবং বি ৬ মস্তিষ্কে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহ বাড়িয়ে দেয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মস্তিষ্কের কগনেটিভ ফাংশন, অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি এবং মনোযোগের উন্নতি ঘটে।

ক্যান্সারের মতো রোগ দূরে থাকে : পেয়ারায় থাকা লাইকোপেন, কুয়েরসেটিন, ভিটামিন সি এবং পলিফেনল শরীরে জমতে থাকা ক্ষতিকর টক্সিক উপাদান বের করে দেয়। ফলে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রকোপ কমে : শরীরে ফাইবারের মাত্রা বাড়তে থাকলে পেটের রোগ যেমন কমে, তেমনি কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যাও দূরে থাকে।

যেভাবে রান্না করলে শাক-সবজির পুষ্টিগুণ বজায় থাকবে

শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসমৃদ্ধ খাবারের কোন বিকল্প নেই। এসব উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস রঙিন ও সবুজ শাকসবজি। তবে সঠিক পদ্ধতিতে রান্না না করলে শাকসবজির পুষ্টিগুণ অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শাকে যে পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে, তা দিয়েই আমাদের দৈনিক চাহিদা পূরণ সম্ভব। শাকসবজির ভিটামিন সি ধরে রাখার সর্বোত্তম উপায় হ'ল, ভাপে বা প্রেশার কুকারে রান্না করা। ভাপে অন্য পুষ্টি উপাদানেরও (ক্যারোটিন, বি ভিটামিন, ফাইটোকেমিক্যালস ইত্যাদি) অপচয় কম হয়। কাজেই পুষ্টি চাহিদা পূরণে শাকসবজি রান্নার ক্ষেত্রে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

- শাকসবজি যথাসম্ভব বড় বড় করে কাটতে হবে। এতে আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে ভিটামিনের ক্ষয় কম হয়।
- ভিটামিন বি ও সি-এর অপচয় রোধে সবজি খোসা ছাড়ানো ও টুকরা করার পর আবার ধোয়া যাবে না। পানিতে ভিজিয়েও রাখা যাবে না।
- অল্প সময় ধরে রান্না করতে হবে। দীর্ঘ সময় ও উচ্চ তাপে রান্নায় শাকসবজির ভিটামিন সি নষ্ট হয়।
- খোসাসহ সবজি রান্না করলে পুষ্টি উপাদান বেশী মাত্রায় ধরে রাখা যায়। বিশেষ করে আলু, মিষ্টি আলু, মূলা, গাজর ইত্যাদি মূল ও কন্দজাতীয় সবজি খোসাসহ রান্না করলে ভিটামিন সিসহ অন্য পুষ্টি উপাদান বেশী পরিমাণে অক্ষুণ্ন থাকে। টমেটো, ব্রকলি, পেঁয়াজ, গাজর ইত্যাদি কাঁচা না খেয়ে রান্না করে খেলে রোগপ্রতিরোধকারী উপাদানগুলো বাড়ে।
- শাকসবজি কাটার ক্ষেত্রে ধারালো ছুরি, বঁটি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। ভোঁতা ছুরি-বঁটিতে ভিটামিন সি নষ্ট হয়।
- সূর্যের আলোয় রিবোফ্লাভিন নষ্ট হয় বলে শাকসবজি কেটে খোলা রাখা যাবে না। পুষ্টি উপাদানের অপচয় রোধ করতে রান্নার ঠিক আগ মুহূর্তে কাটতে হবে।
- ঢাকনা দেওয়া পাত্রে রান্না করা ভালো। এতে রান্না দ্রুত হয়, খাবার অক্সিজেনের সংস্পর্শে কম আসে বলে ভিটামিন সি ও ক্যারোটিন নষ্ট কম হয়।
- রান্নায় যতটা সম্ভব কম পানি ব্যবহার করতে হবে।
- সামান্য তেল দিয়ে শাকসবজি রান্না করলে ক্যারোটিন অক্ষুণ্ন থাকে। সেই সঙ্গে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোও সহজেই দেহে শোষিত হয়।
- শাকসবজি রান্নায় বেকিং সোডা ব্যবহার করা যাবে না। এতে ভিটামিন সি, থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন ও ফলিক অ্যাসিড নষ্ট হয়।
- শাকসবজি রান্নার পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে খেতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

সূচীপত্র

ড্রাগন ফলের চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সফলভাবে চাষ করার জন্য বাউ ড্রাগন ফল-১ (সাদা) ও বাউ ড্রাগন ফল-২ (লাল) খুব ভালো। এছাড়াও হলুদ ও লালচে ড্রাগন ফল চাষাবাদ করা যেতে পারে। দেশের সব হর্টিকালচার সেন্টার ও বড় ধরনের নার্সারীতে ড্রাগন ফলের চারা পাওয়া যাবে। বীজ দিয়ে চারা তৈরী করা গেলেও কাটিং করে শাখা কলমের মাধ্যমে চারা তৈরী করা উত্তম।

জমি নির্বাচন, চারা রোপণ ও পরিচর্যা

সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারী উঁচু উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে এবং ২-৩ টি চাষ দিয়ে ভালোভাবে মই দিতে হবে। সমতল ভূমিতে বর্গাকার এবং পাহাড়ী ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে ড্রাগন ফলের কাটিং রোপণ করতে হবে। ড্রাগন ফল রোপণের জন্য উপযোগী সময় হ'ল মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য অক্টোবর।

চারা রোপণের আগে ১.৫ মিটার/১.৫ মিটার/১ মিটার আকারের গর্ত করে তা রোদে খোলা রাখতে হবে। গর্ত তৈরীর ২০-২৫ দিন পর প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ১৫০ গ্রাম জিপসাম এবং ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। গর্ত ভরাটের ১০-১৫ দিন পর প্রতি গর্তে ৫০ সেমি দূরত্বে চারটি করে চারা সোজাভাবে মাঝখানে লাগাতে হবে। চারা রোপণের এক মাস পর থেকে এক বছর পর্যন্ত প্রতি গর্তে তিন মাস পর পর ১০০ গ্রাম করে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

গাছ লতানো এবং ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার লম্বা হওয়ায় সাপোর্টের জন্য চারটি চারার মাঝে একটি সিমেন্টের চার মিটার লম্বা খুঁটি পুততে হবে। চারা বড় হ'লে খড়ের বা নারিকেলের রশি দিয়ে বেধে দিতে হবে, যাতে কাণ্ড বের হ'লে খুঁটিকে আঁকড়ে ধরে গাছ সহজেই বাড়তে পারে। প্রতিটি খুঁটির মাথাই একটি করে মোটর সাইকেলের পুরাতন টায়ার মোটা তারের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে। তারপর গাছের মাথা ও অন্যন্য ডগা টায়ারের ভিতর দিতে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। কেননা ঝুলন্তভাবে ফল বেশী ধরে।

সার প্রয়োগ : গাছের বয়স ১-৩ বছরে মধ্যে মাদা প্রতি গোবর সার ৪০-৫০ কেজি, ইউরিয়া ৩০০ গ্রাম, টিএসপি ২৫০ গ্রাম, এমওপি ২৫০ গ্রাম একসঙ্গে মিশ্রণ করে দিতে হবে। গাছের বয়স ৩-৬ বছরে মধ্যে মাদা প্রতি গোবর সার ৫০-৬০ কেজি, ইউরিয়া ৩০০ গ্রাম, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, এমওপি ৩০০ গ্রাম দিতে হবে। গাছের বয়স ৬-৯ বছরে মধ্যে মাদা প্রতি গোবর সার ৬০-৭০ কেজি, ইউরিয়া ৪০০ গ্রাম, টিএসপি ৩৫০ গ্রাম, এমওপি ৩৫০ গ্রাম দিতে হবে। গাছের বয়স ১০ বছরের উর্ধ্বে হ'লে মাদা প্রতি গোবর সার ৭০-৮০ কেজি, ইউরিয়া ৫০০গ্রাম, টিএসপি ৫০০গ্রাম, এমওপি ৫০০গ্রাম দিতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা : ড্রাগন ফল খরা ও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই শুষ্ক মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। এছাড়া ফলন্ত গাছে ৩ বার অর্থাৎ ফুল ফোটা অবস্থায় একবার, ফল মটর দানা অবস্থায় একবার এবং ১৫ দিন পর আরেকবার সেচ দিতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা : ফলে রোগ বালাই খুব একটা চোখে পড়ে না। গোঁড়ায় অতিরিক্ত পানি জমে গেলে মূল পঁচে যায়। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে উঁচু জমিতে এ ফলের চাষ করা ভালো। আর ছত্রাক অথবা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কাণ্ড ও গোঁড়া পচা রোগ হ'তে পারে। এ রোগ দমনের জন্য যে কোন ছত্রাকনাশক দুই গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া পোকা মাকড় দমন করতে হবে।

ফল সংগ্রহ : ড্রাগন ফলের কাটিং থেকে চারা রোপণের পর এক থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল যখন সম্পূর্ণ লাল রঙ ধারণ করে তখন সংগ্রহ করতে হবে। গাছে ফুল ফোঁটার মাত্র ৩৫-৪০ দিনের মধ্যেই ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়।

পুষ্টিকর ফল ড্রাগন চাষ করে সফলতার মুখ দেখছেন লালমণিরহাটের আবু তালেব

লালমণিরহাটে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে আমেরিকার জনপ্রিয় ও পুষ্টিকর ফল ড্রাগন। যেলার আদিতমারী উপযেলার বড় কমলাবাড়ি গ্রামের মুযযাম্মেল হকের ছেলে আবু তালেব ড্রাগন বাগানটি করেছেন। গতবছর নিজেদের ৬৫ শতাংশ জমিতে পাঁচ শতাধিক পিলারে ২০ হাযার চারা রোপণ করে তৈরি করেন ড্রাগন বাগান। নাটোর যেলা থেকে ড্রাগন ফলের চারা ক্রয় করেন তারা। দেড় বছর বয়সে ফল দেওয়ার কথা থাকলেও তা ১০-১১ মাসেই ফল দেওয়া শুরু করেছে। বিদেশী এ ফল ও বাগান দেখতে প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজন ভিড় জমায় আবু তালেবের ড্রাগন বাগানে।

আবু তালেবের ভাই আব্দুল্লাহ জানান, গাছ উঠে গেলে গাছের আগা ভেঙে দিতে হয়। তবে অনেকগুলো শাখা প্রশাখা তৈরী হবে। প্রতিটি শাখা-প্রশাখার ডাটায় ফুল ও ফল আসবে। আস্তে আস্তে শাখা-প্রশাখায় ঢেকে নেবে পুরো এলাকা। এভাবে একবার চারা রোপণ করে আজীবন পাওয়া যায় ড্রাগন ফল। তাদের বাগানের বয়স মাত্র ১০-১১ মাস। এতেই ফল এসেছে। একটি গাছে অসংখ্য ফল আসে। প্রতি চারটি ড্রাগনের ওযন হবে এক কেজি।

আবু তালেবের বড় ভাই আবুল হাশেম তাদের এ বাগান তৈরীতে খরচ হয়েছে প্রায় সাত লাখ টাকা। তবে প্রথমে খরচ হ'লেও পরবর্তীতে শুধুই পরিচর্যা। পরিচর্যা করলে সারা জীবন ড্রাগন ফল পাওয়া যাবে এ বাগান থেকে। প্রথম দিকে বাগান ফাঁকা থাকে। তাই ড্রাগনের সাথী ফসলের চাষ করা যায়। তারা সাথী ফসল হিসাবে বিভিন্ন জাতের সব্জি চাষ করেন। বর্তমানে ড্রাগনের সাথী ফসল হিসাবে রয়েছে কাঁচা মরিচ।সবজি চাষাবাদের আয়েই পরিবারের খরচ যোগানো যায়। ড্রাগন ফল হবে মুনাফা। যা সারা জীবন আয় করা যাবে। এলাকায় প্রথম হিসাবে দূর-দূরান্ত থেকে ড্রাগন ফল ও বাগান দেখতে প্রতিদিন মানুষজন ভিড় করে। যারা আসে তাদের সবাইকে বাগান করার উৎসাহ দেওয়া হয় বলেও জানান তিনি।

কমলাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আলালুদ্দীন বলেন, শখের বশে করা ড্রাগন বাগানটি এখন ঐ পরিবারের একটি আয়ের মাধ্যম হ'তে চলেছে। এখন অনেক আগ্রহী কৃষক ড্রাগন চাষ করার কৌশল জানতে ঐ বাগানে আসেন।

আদিতমারী উপযেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ আলীনুর রহমান বলেন, ড্রাগন খুবই পুষ্টিকর একটি ফল। শখের বসে হ'লেও আবু তালেবের ড্রাগন বাগানটি বাণিজ্যিক। সৌখিন কৃষকরা নিজেদের পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাড়ির পাশে দু'চারটি করে ড্রাগন গাছ লাগাতে পারেন। সেই লক্ষ্যে কৃষিবিভাগ পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এ যেলায় ব্যাপকভাবে ড্রাগন চাষ হবে বলেও আশাবাদ ব্যাক্ত করেন তিনি।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

তাক্বওয়া

মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম
কুলাঘাট, লালমণিরহাট।

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ঈমানের মূল
এই উপদেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ ও রাসূল।
কালেমা শাহাদত দিয়ে ঈমান হয় শুরু
সকল ইবাদতের মধ্যে ছালাত হ'ল গুরু।
ছালাত-ছিয়াম না করিলে তাক্বওয়া হয় ভিত্তিহীন
ইবাদত না করিলে ঈমান হয়ে যায় অর্থহীন।
যাবতীয় ইবাদতে তাক্বওয়া বৃদ্ধি পায়
তাই ইবাদত ছেড়ে দিলে তাক্বওয়া কমে যায়।
তাক্বওয়া বৃদ্ধি কর বন্ধু, তাক্বওয়া বৃদ্ধি কর
তাক্বওয়া বৃদ্ধি করতে প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়।
চুরি-ডাকাতি আর যেনা-ব্যভিচার
সূদ-ঘুষ আর অন্যায়-অত্যাচার
এছাড়াও আছে যত জানা-অজানা ভুল
এসবই হ'ল তাক্বওয়া নষ্টের মূল।
ছালাত-ছিয়াম আর হজ্জ ও যাকাত
তওবাহ-ইস্তেগফার ও কুরআন তেলাওয়াত
বিনয়-নম্রতা আর সদা সত্য কথা
এইসব না থাকিলে তাক্বওয়ার দাবী বৃথা।
পরহেযগারিতা বা আল্লাহভীতি জান্নাতে যাওয়ার পথ
সবকিছুর বিনিময়ে চাই শুধু জাহান্নাম থেকে নাজাত।
হে প্রভু! বিশুদ্ধ তাক্বওয়ার তরে করি ফরিয়াদ
তাক্বওয়ার বিনিময়ে দিও তুমি সুখময় জান্নাত।

সংগ্রামী অবদান

এফএম নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

জেলখানার ঐ বন্দীশালায়
আর কত কাল রইব?
যুলুম-নির্যাতন নিপীড়ন মোরা
আর কত কাল সইব?
মিথ্যার কাছে আজ সত্যের পরাজয়
ষড়যন্ত্রের ফেলেছে জাল,
বৃটিশের দেওয়া 'ওয়াহাবী' গালি বর্তমানে জঙ্গীবাদী
এই অপবাদ চলবে কি অনন্তকাল?
স্বাধীনতা এসেছে যাদের কারণে
বাংলার প্রতিটি ঘরে
তারা কিনা আজ দেশদ্রোহী-জঙ্গী
ঐ কুচক্রীরা বলে!
ভুলেছে কি মানুষ সাত চল্লিশ, একাত্তর
আর আযাদী আন্দোলন?
ইতিহাস ভুলেনি আজ আছে বেঁচে
আমাদের সংগ্রামী অবদান।
মিথ্যা বলে যারা জাতিকে করেছে বিভ্রান্ত,
সবার কাছে স্পষ্ট হয়েছে তাদের ষড়যন্ত্র।

আহ্বান

এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ
উপদেষ্টা, আহলেহাদীছ আন্দোলন, রাজশাহী যেলা।

কথা বলে বিশ্বসেরা
কর্ম করে অতি নোংরা
বাম হাতে ধূমপান
জর্দ্দা দিয়ে খায় পান।
বাম হাতে চায়ের কাপ
কত বড় সর্বনাশ!
তুমি সৃষ্টির সেরা মানুষ
শয়তান তোমাকে করেছে বেহুঁশ।
দাবী কর মুসলমান
এখনও হওনি সাবধান,
'আসতাগ ফিরুল্লাহ' পড়ে তওবা কর
নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ধারণ কর।
অবাক হয়ে দেখছ কি?
চলো শিরক ও বিদ'আত মুক্ত জীবন গড়ি!

ছহীহ আক্বীদা

আশরাফুল ইসলাম
দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্বদ্যালয় কুষ্টিয়া।

কুরআন-হাদীছ মতে শুদ্ধ কর আক্বীদা-ঈমান
আক্বীদা শুদ্ধ না হ'লে জাহান্নাম হবে বাসস্থান।
আক্বীদার শাব্দিক অর্থ হ'ল দৃঢ় বিশ্বাস
ছহীহ আক্বীদাতে নবী দিয়েছেন জান্নাতের আশ্বাস।
আক্বীদা বিশুদ্ধ না হ'লে হবে না আমল কবুল,
সর্বাগ্রে তাই আক্বীদা বিশুদ্ধ করা হ'ল মূল।
কারো বিশ্বাস আল্লাহ্র নাকি নেই কোন আকার!
অথচ নবী বলেন আল্লাহ জান্নাতে দিবেন দীদার।
আকার না থাকলে কি করে দেখব রহমানকে?
নিরাকার হ'লে তাঁর অস্তিত্ব কি করে থাকে?
নিরাকার আল্লাহকে বিশ্বাস করে হবে না কেউ সফল
ছহীহ আক্বীদা বিনে পরকালে হবে যে বিফল।
আল্লাহ আছেন নাকি সবকিছুতে সবারই মাঝে
তাই হিন্দুরা সবে প্রণাম করে সকাল-সাঝে।
ছহীহ মুসলিমের হাদীছে বলে আল্লাহ আসমানে,
সূরা ত্ব-হার পাঁচ আয়াত বলে আল্লাহ নেইকো যমীনে।
আল্লাহ আছেন সর্বত্র তাঁর জ্ঞান আর ক্ষমতায়
এ আক্বীদা না থাকলে জাহান্নামে হবে ঠাঁই।
কেউ বলে নবী নন মাটির তিনি যে নূর,
আল্লাহ বলেন, তাকে আমি করেছি মানুষ মাটির।
সুরা কাহাফের শেষ আয়াত বলে নবীও মানুষ
কি করে বল তুমি নবী নূরের, নেই কি হুঁশ?
যা জান না তা নিয়ে কেন এত আস্ফালন?
অজ্ঞভাবে কথা বলতে নিষেধ করেন আল্লাহ মহান।
নবী নাকি জানেন ভবিষ্যত আর অদৃশ্যের কথা
সূরা আন'আম বলে আল্লাহ্র কাছেই গায়েবের খবর রাখা।
আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ভবিষ্যতের খবর
কেউ বলে মোল্লা আর পীররাও নাকি নয় বেখবর!
শ্রেষ্ঠ মানবই জানেন না, আর পীর আবার কোথা
পীর-মুরীদ সব মানবসৃষ্টি নয় কুরআন-হাদীছের কথা।

সূচীপত্র

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০

নীতিমালা

নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◊ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : প্রশ্নোত্তর (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (২৯ ও ৩০তম পারা)।
৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।
  (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা আন‘আম (৭৪-৭৯) আয়াত।
  (খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।
৪. দো‘আ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।
৫. সাধারণ জ্ঞান :
  (ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৭১-১৪১ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা ইংরেজী (১-৩৪ নং প্রশ্ন), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) ও রহস্য (১-২১ নং প্রশ্ন)।
  (খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ২৭-৫৩; উদ্ভিদ জগৎ ২১-৩৯; শিশু অধিকার ৭-১৬ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (গণিত ১-৩৯ নং প্রশ্ন), সংগঠন বিষয়ক (১-৩৯ নং প্রশ্ন) এবং Poem হ’ল কবিতা।
৬. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।
৭. আযান : ***(শুধু বালকদের জন্য)***।
৮. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত) আরবী ও বাংলা।
৯. গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা প্রতিযোগিতা : এমসিকিউ পদ্ধতিতে **(পরিচালকগণের জন্য)**
  (ক) সোনামণি গঠনতন্ত্র (সম্পূর্ণ বই)।
  (খ) সোনামণি প্রতিভা-এর **১. সম্পাদকীয় :** শিশুর ইসলামী শিক্ষা ২১তম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী’১৭; ছবর ২৮তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল’১৮; অন্ধকার থেকে আলোর পথে ২৯তম সংখ্যা মে-জুন’১৮; ছোটদের স্নেহ করো, ৪০তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল’২০; সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো ৪১তম সংখ্যা, মে-জুন’২০। **২. প্রবন্ধ :** শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার, ২৬-৩১তম সংখ্যা; আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা, ৩৬-৪০তম সংখ্যা।

◊ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২ ও ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)** (৪র্থ সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে প্রতিযোগীকে কলম সঙ্গে আনতে হবে।
৮. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৯. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত ‘ভর্তি ফরম’ এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।
১০. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১১. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’** ও **‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১২. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১৩. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৪. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৫. **গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা** প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **‘সোনামণি পরিচালকগণ’** সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১৬. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◊ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. **শাখা**	: ৯ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. **উপযেলা**	: ১৬ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. **যেলা**	: ২৩শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. **কেন্দ্রীয় কার্যালয়**	: ১২ই নভেম্বর	(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

বি. দ্র. দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ’তে পারে।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা বাক্বারার ২৫৫নং আয়াত (আয়াতুল কুরসী)।
২. সূরা কাওছার।
৩. সূরা ত্ব-হার প্রথম আয়াত।
৪. সূরা ফাতিহা।
৫. সূরা আলাক্বের প্রথম ৫ আয়াত।
৬. সূরা নাছর।
৭. সূরা বাক্বারার ২৮১নং আয়াত।
৮. ১১৪ বার।
৯. সূরা তওবায় 'বিসমিল্লাহ' নেই।
১০. সূরা নামলের শুরুতে এবং মাঝে মোট ২ বার 'বিসমিল্লাহ' আছে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। অক্সিজেন পরিবহন করা।
২। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা।
৩। আমিষ। ৪। ৫-৬ লিটার।
৫। ফিমার। ৬। আমিষ।
৭। ৩৩ টি। ৮। হরমোন।
৯। O (+) ১০। ৪%

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কোন সূরাটি দু'টি ফলের নাম দিয়ে শুরু হয়েছে?
২. কুরআন মাজীদে কয়জন নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে?
৩. কোন নবীর নাম সবচেয়ে বেশী উল্লেখ করা হয়েছে?
৪. কুরআনে মহানবী (ছাঃ)-এর 'মুহাম্মাদ' নাম উল্লেখ হয়েছে কতবার?
৫. কুরআনে 'আহমাদ' নাম উল্লেখ হয়েছে কতবার?
৬. ছাহাবীগণের মধ্যে কার নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
৭. মহিলাদের মধ্যে কার নাম উল্লেখিত হয়েছে?
৮. মাসের মধ্যে কোন মাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
৯. কুরআনে কার উপনাম ব্যবহার করা হয়েছে?
১০. কোন সূরায় 'আল্লাহ' নামটি উল্লেখিত হয়নি?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)

১. ভারতীয় কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোন সীমান্ত নেই?
২. বাংলাদেশের বৃহত্তর যেলা কতটি?
৩. বাংলাদেশের কোন যেলা দুই দেশের সীমানা দ্বারা বেষ্টিত?
৪. কুতুবদিয়া বাতিঘর নির্মাণ করা হয় কখন?
৫. কর্ণফুলী নদীর তলদেশে দেশের একমাত্র টানেল নির্মাণ করবে কোন দেশ?
৬. বাংলাদেশের কুয়েত সিটি বলা হয় কোন অঞ্চল কে?
৭. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত নয়?
৮. বাংলাদেশের সাথে কয়টি দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে?
৯. বাংলাদেশর মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য কি.মি.?
১০. বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু সড়কপথ কোনটি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুল হাদীছ (প্রাঃ) বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০ উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মক্তব বিভাগের শিক্ষক মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ, মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আবু তাহের। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি শরীফ আনজুম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ছফিউল্লাহ নাঈম।

পরপারে

খোরশেদ আলম খোকন
মহাখালী, ঢাকা।

সবার স্মরণে বলি ভাই
দুই দিনের এ দুনিয়ায়
কিসের এতো বড়াই?
ক'দিনের এই মায়ার তরে,
কেউ ঘরে কেউ পথের পরে!
সবাই ক্ষণিকের মুসাফির,
যেতে হবে পরপারে
কবর সবার আপন নীড়।
ওপার হ'তে এপার গণে,
ডাক পড়িবে জনে জনে!
আসবে নিতে গাড়ি,
সেই গাড়িতে উঠবে একদিন
সকল নর-নারী।
পাইবে নাকো ছাড় সেদিন
ধরবে অনেক কষে,
মাটির দেহ মাটিতে হায়!
পড়বে খসে খসে।
পুণ্য যদি থাকে তোমার কিছু
সেটাই হবে সাথী নিবে তোমার পিছু,
পাপে পুড়বে আদরে গড়া দেহ
হারাম পথে সঞ্চিত ধন হবে সাপ ও বিচ্ছু।

সূচীপত্র

স্বদেশ

আল্লামা বাবুনগরীকে সহকারী পরিচালকের পদ থেকে অব্যাহতি

আল্লামা আহমাদ শফীর উত্তরসূরী নির্বাচিত

হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা আহমদ শফী আমৃত্যু হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক পদে থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাদ্রাসার শূরা কমিটি। গত ১৭ই জুন দীর্ঘ এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এসেছে। সেগুলো হচ্ছে আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীকে মাদ্রাসার সহকারী মুহতামিমের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং মাদ্রাসার সহকারী মুহতামিম হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লামা শেখ আহমদ মনোনীত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফী দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতাসহ নানা রোগে ভুগছেন। তাঁর উত্তরসূরী কে হবেন তা নিয়ে দু'টি পক্ষের মধ্যে উত্তাপ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। একটি পক্ষ হচ্ছে হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর। অপরটি হচ্ছে আল্লামা শাহ আহমদ শফীর অনুসারী। এই উত্তাপ প্রশমনে এবং পরবর্তী মহাপরিচালক নির্বাচনের জন্য এদিন হাটহাজারী মাদ্রাসায় মজলিসে শূরার বৈঠক বসে।

মাওলানা শেখ আহমদ শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাটহাজারী মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। অতঃপর টানা ৩৫ বছর যাবত হাটহাজারী মাদ্রাসাতেই শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কোন কারণবশতঃ তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হ'লেও চট্টগ্রামের উবায়দিয়া নানুপুর মাদ্রাসায় কয়েক বছর শাইখুল হাদীছ হিসাবে শিক্ষকতার পর পুনরায় ২০১৮ সালে তাঁকে হাটহাজারীতে নিয়ে আসা হয়।

বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফুর রহমানের মৃত্যু

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ১লা জুলাই বুধবার কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নিজ বাসভবনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। এদিন বাদ এশা ঢাকার গুলশান আজাদ মসজিদে তাঁর জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

১৯৭২ সালে ব্যবসায়ী দাদা খান বাহাদুর ওয়ালিউর রহমান এবং পিতা খান বাহাদুর মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণে মাত্র ৫ জনকে সাথে নিয়ে ব্যবসায় নামেন লতিফুর রহমান। শুরু থেকে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নিজের মেধা, স্বকীয়তা, নৈতিকতা ও পরিশ্রম দিয়ে ট্রান্সকম গ্রুপ গড়ে তোলেন। বর্তমানে এটি দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী। যার বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ সাড়ে তিন হাযার কোটি টাকার বেশী। গ্রুপটিতে এখন প্রায় ১৭ হাযার কর্মী আছেন। আর পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন আরও লাখ খানেক মানুষ।

তাঁর মৃত্যুতে সমসাময়িক ব্যবসায়ী মহল থেকে তার ব্যাপারে অনেক শিক্ষণীয় মন্তব্য উঠে এসেছে। যেমন :

(১) স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী বলেন, তিনি নিজেকে বড় করার চেয়ে প্রতিষ্ঠানকে বড় করে তোলার প্রতি ছিলেন বেশী আগ্রহী। এ কারণে নিজে কখনো পাদপ্রদীপে থাকতে চাইতেন না। সবসময় আড়ালে থেকে প্রতিষ্ঠানকে বড় করেছেন।

(২) এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি এ কে আজাদ বলেন, ব্যবসার প্রয়োজনে কখনো অনৈতিক সুবিধা তিনি যেমন নেননি, দেনওনি। পত্রিকা প্রকাশের পরামর্শ চাইতে গেলে লতিফুর রহমান তাকে বলেছিলেন, বিজ্ঞাপনের জন্য কাউকে অনুরোধ করা যাবে না। পত্রিকায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশিত হ'লে বিজ্ঞাপন এমনিতেই আসবে।

(৩) বিকেএমইএ-এর সাবেক সভাপতি মো. ফজলুল হক বলেন, তার কথাবার্তা ও আচার-আচরণের পরিশীলতা সারা জীবনই আমাকে ভাবিয়েছে। কখনো তাঁকে রাগ করতে দেখিনি। এত স্নেহ করতেন যে মাঝে মাঝে বিব্রতই হ'তাম। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, নীতিনিষ্ঠতা ও আদর্শ অনুসরণ করে দেশের ব্যবসায়ীরা আরও এগিয়ে যাবেন, এটাই আমার চাওয়া।

(৪) অ্যাপেক্স গ্রুপ-এর চেয়ারম্যান সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী লিখেছেন, লতিফুর রহমানের চরিত্রের একটি অসামান্য দিক ছিল সততা। এক নম্বর হওয়ার ইচ্ছা তার কখনোই ছিল না। তার সঙ্গে আমি অনেক ভ্রমণ করেছি। তিনি কাউকে খরচ করতে দিতেন না। সব সময় নিজেই আগে বিল দিয়ে দিতেন। নীচু মানসিকতা বা কৃপণতা তাঁর মধ্যে একেবারেই ছিল না। ক্ষমতা বা টাকা অনেক সময় মানুষের মধ্যে দম্ভ ও অহমিকার জন্ম দেয়। লতিফুর রহমানের মধ্যে তা বিন্দুমাত্র ছিল না।

(৫) অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর বলেন, তার যে বিষয়টি আমার সবচেয়ে বেশী মনে থাকবে সেটি হ'ল, মানুষের সঙ্গে তাঁর অসাধারণ ব্যবহার। তিনি মানুষের মাঝে কখনো কোন ভেদাভেদ করতেন না। সবার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতেন।

(৬) ঢাকা চেম্বার-এর সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম খান বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি যে প্রকল্পই নেন, তাতে সফল হন কীভাবে? জবাবে তিনি বলেন, আমি প্রথমেই ব্যবসাটি বোঝার চেষ্টা করি। ব্যবসাটি চালু পর্যন্ত আমি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকি। চালু হয়ে গেলে ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্য পরিচালকদের হাতে ছেড়ে দিই। সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁরাই স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করেন।

(৭) সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান লিখেছেন, যতবার তার মুখোমুখি হয়েছি ততবারই তার বিনয়াবনত আচরণে মুগ্ধ হয়েছি। একজন মানুষ এত কিছুর কর্ণধার হয়েও কীভাবে নিরহংকার ও বিনয়ী থাকতে পারেন এর অন্যতম দৃষ্টান্ত লতিফুর রহমান। সততা বজায় রেখে কীভাবে ব্যবসায় সফল হ'তে হয় এরও অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি। সব কিছুর চেয়েও তার বড় অর্জন মনে করি ট্রান্সকম গ্রুপের কর্মকর্তা-কর্মীদের অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন।

(৮) ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের সভাপতি মাহবূবুর রহমান বলেন, লতিফুর রহমান বিপুল অর্থ আয় করেননি। তবে তিনি যেটা আয় করেছেন, সেটা হ'ল ভাবমূর্তি।

(৯) লতিফুর রহমানের মালিকানাধীন ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার-এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, আমার লেখালেখির কারণে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান তাঁকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ থেকে বাদ দেন। কিন্তু এ নিয়ে লতিফুর রহমান আমাকে কখনোই কিছু বলেননি। এমনকি রসিকতার ছলেও নয়।

(১০) প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, লতিফুর রহমান সব সময় আগে সালাম দিতেন। একদিন তিনি হঠাৎ অফিসে এলেন। একজন সাধারণ কর্মচারীকে সালাম দিলেন। আগে সালাম দিতে না পারায় ঐ কর্মচারী হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

(১১) প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, লতিফুর রহমান ছিলেন একজন আদর্শ সংবাদপত্র-উদ্যোক্তা। তিনি সব সময় প্রথম আলোকে বড় স্বপ্ন দেখতে, বড় পরিকল্পনা করতে, বড় কাজে হাত দিতে উৎসাহ জুগিয়ে যেতেন। বিপুল বিনিয়োগের চাপ সামলাতেন। সম্পাদকীয় স্বাধীনতার প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম আস্থা ও বিশ্বাস। মতি ভাই (মতিউর রহমান) বহুদিন বক্তৃতায় বলেছেন, তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক আর মাহফুজ আনাম, ডেইলী স্টারের সম্পাদক হ'লেন পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীন সম্পাদক। আমরা যারা প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার-এর সঙ্গে জড়িত, তারা একবাক্যে এই কথাকে সমর্থন দেব। মালিকপক্ষ থেকে কোনদিন সামান্যতম হস্তক্ষেপও করা হয়নি। কোন দিন কাগজে কী ছাপা হবে বা হয়েছে, তা নিয়ে তারা কথা বলেননি। জনাব লতিফুর রহমান এবং ট্রান্সকম সব সময়েই থেকেছেন নক্ষত্রের দূরত্বে। কিন্তু কর্মীদের এবং পত্রিকার ভালোর জন্য যে সমর্থন, সহযোগিতা ও বরাদ্দ দরকার, তা সব সময়ই নিজের থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

তিনি বলতেন, আপনাদের প্রত্যেকের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান আছে, পসন্দ-অপসন্দ আছে। কিন্তু যখন আপনি কাগজে লিখবেন, তখন আপনি নিরপেক্ষ। রিপোর্ট হ'তে হবে বস্তুনিষ্ঠ ও দলনিরপেক্ষ। তিনি বারবার মনে করিয়ে দিতেন সততার কথা। প্রথম আলোর কোন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যেন অসততার কোন অভিযোগ না ওঠে।

লতিফুর রহমান যদিও কোনদিন জানতেও চাননি প্রথম আলোয় কী ছাপা হবে না হবে। ঐ দায়িত্বটা সম্পাদকের হাতে দিয়ে তিনি থাকতেন নক্ষত্রের দূরত্বে, কিন্তু ঝড়-ঝাপটা সবচেয়ে বেশী পড়ত গিয়ে বড় গাছটার ওপরে।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি ও তাঁর পরিবার ছিল সৌজন্যের প্রতিমূর্তি। আমরা কেউ কোন দিন তাঁকে আগে সালাম দিতে পারিনি। আমাদের অফিস সহকারীরাও তাঁকে আগে সালাম দিতে পারেননি। তিনি আগে সালাম দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিতেন। হোলি আর্টিজানে তার সবচেয়ে প্রিয় নাতি ফারাজ আইয়াজ হোসেন মারা যাওয়ার দিন রাত ১২-টায় আমি গুলশানে তাঁর বাড়িতে গেলাম। তাঁরা আলো নিভিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, আসুন, ডাইনিং টেবিলে বসুন। তারপর সোজা নিয়ে গেলেন খাবার টেবিলে। আলো জ্বেলে আবার খাবার দেওয়া হ'ল। আমার মনে আছে, তিনি আমার প্লেটে ভাত তুলে দিচ্ছিলেন। আমরা তো সেই মর্মান্তিক প্রসঙ্গে তুলতে পারছিলাম না। শোকস্তব্ধ ঐ রাতেও তিনি নিজে গেটের বাইরে এসে আমাদের বিদায় দিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়েছিলেন।

২০১৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকাস্থ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত এক উদ্যোক্তা-উন্নয়নবিষয়ক অনুষ্ঠানে তরুণদের উদ্দেশ্যে লতিফুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মীই একেকজন উদ্যোক্তা। পুঁজি বা টাকা হয়তো আপনার নয়, হ'তে পারে এটা প্রতিষ্ঠানের। যদি নিজেকে একজন উদ্যোক্তা বলে বিশ্বাস করেন, উদ্যোগী মনোভাব আপনার মধ্যে আসবে। আর যদি ভাবেন আমি একজন নিছক কর্মচারী, বেসরকারী চাকরী করি, আমার দায়িত্ব হ'ল ৯-টার সময় অফিসে যাওয়া আর ৫-টার সময় বাড়ি ফেরা, তাহ'লে আপনি নিজে যেমন সফল হ'তে পারবেন না, তেমনি আপনার সম্ভাবনার দিকগুলোও অজানা থেকে যাবে। আমরা যাঁরা ব্যবস্থাপক বা চাকরিদাতার ভূমিকায় আছি, এখানে আমাদেরও দায়িত্ব আছে। কর্মীর উদ্যোগী মনোভাব কাজে লাগাতে আমরা তাঁকে কতটা কর্তৃত্ব বা স্বাধীনতা দিচ্ছি? আমার অনেক সহকর্মী ৩০-৪০ বছর ধরে আমার সঙ্গে আছেন। তার মানে হয়তো তাঁরা এমন কিছু পেয়েছেন, যে সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য হ'ল, আমরা পদ অনেক সময় দেই, কিন্তু কর্তৃত্ব কতটুকু দেই, সেটা একটা প্রশ্ন। আর যেকোন পর্যায়ের কর্মীকে তার কাজের প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। প্রতিদান দেওয়ার পাশাপাশি আপনাকে অর্থবহ ক্ষমতায়নও করতে হবে। তার কাজের গণ্ডির মধ্যে অবশ্যই তার নিজের কর্তৃত্ব থাকতে হবে। অর্থনৈতিক চাহিদা মানুষের আছে। কিন্তু কাজের সন্তুষ্টি আসবে তখন, যখন সে সত্যিকার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারবে। তাকে ঐ পেশাগত সন্তুষ্টি দিতে হবে। আর অবশ্যই প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। কেউ কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন মানে এই নয়, তিনি তার সম্মান সমর্পণ করেছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে কিন্তু অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার হার খুব কম, বিশেষ করে ওপরের দিকের পদে।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী তাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক বলে আখ্যায়িত করলে তিনি বলেন, বিনয় করে বলছি না, তবে মালিক শব্দটা আমি পসন্দ করি না। প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, এসব প্রতিষ্ঠানে কিন্তু আমার কোন অফিস নেই। কোন রুম নেই। আমি এগুলো পরিচালনা করি না। পত্রিকাগুলো পরিচালনা করেন আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মতিউর রহমান এবং মাহফুজ আনাম। মালিক শব্দটা আধুনিক ব্যবসার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। তুমি যদি মালিক শব্দটা ব্যবহার কর, তাহ'লে তুমি বাকী সবাইকে উল্টো দিকে ঠেলে দিচ্ছ। মালিক, শ্রমিক বা কর্মচারী, এভাবে ভাবলে চলবে না। আমার শেয়ার আছে, মালিকানা আছে, কিন্তু যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা সবাই আমার সহকর্মী। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, উপাচার্য বা অধ্যাপক, যে-ই হন না কেন, সবাই মিলেই ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি গড়েছেন। সবাই সবার সহকর্মী। প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজের কাজ করেন। যখনই তুমি মালিক শব্দটা ব্যবহার করবে, তখন তুমি আর টিমওয়ার্ক পাবে না।

[উদ্যোক্তা ও সংগঠকদের জন্য উপরের কথাগুলিতে অনেক শিক্ষণীয় রয়েছে। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি (স.স.)]

বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস টিকা আবিষ্কারের দাবি গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডের

প্রথম বাংলাদেশী কোম্পানী হিসাবে করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের দাবী করেছে 'গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড'। গত ২রা জুলাই সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে করোনাভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের ঘোষণা দেন প্রতিষ্ঠানটির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধান ডা. আছীফ মাহমূদ।

তিনি জানান, প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন প্রাণীর উপর এই নতুন আবিষ্কৃত টিকাটি প্রয়োগ করে আশাপ্রদ ফলাফল পাওয়া গেছে। ৬ সপ্তাহের মধ্যে সব ধরনের প্রাথমিক পরীক্ষা সমাপ্ত হবে। তারপর অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (বিএমআরআই) টিকার নমুনা জমা দেয়া হবে। অতঃপর বিএমআরআই থেকে অনুমোদন পেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে মানবদেহে এই টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হবে।

সম্মেলনে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডের চেয়ারম্যান হারূনুর রশীদ বলেন, গত ৮ মার্চ এই টিকা আবিষ্কারের কাজ শুরু হয়। সবপর্যায় যথাযথভাবে পেরোতে পারলে আগামী ৬ থেকে ৭ মাসের মধ্যে টিকাটি বাজারে আনা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সূচীপত্র

ঢাবির সাবেক উপাচার্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমাজউদ্দীন আহমদের মৃত্যু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমাজউদ্দীন আহমদ মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ১৭ই জুলাই শুক্রবার রাজধানী ঢাকার বেসরকারী একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে, দুই মেয়েসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জের বাসিন্দা এমাজউদ্দীন আহমদ ১৯৩৩ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এবং গবেষক-পর্যালোচক এমাজউদ্দীন আহমদ প্রায় ৩০ বছর ধরে তুলনামূলক রাজনীতি, প্রশাসনব্যবস্থা, বাংলাদেশের রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক বাহিনী সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি শতাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৯২ সালে তিনি একুশে পদক পান।

বিদেশ

কলকাতা হাইকোর্টে ‘মাই লর্ড’ সম্বোধন বাতিল

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি বি রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, বিচারপতিদের আর ‘মাই লর্ড’ বলে সম্বোধন নয়। এবার সম্বোধন করা হোক স্যার বলে। গত ১৫ই জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশে এমনই এক নির্দেশ জারি করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল। নির্দেশটি পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সব যেলা জজ ও দায়রা আদালতগুলোয়। নির্দেশে বলা হয়েছে, সম্বোধনের ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য এখন থেকে মাই লর্ডের বদলে স্যার ব্যবহার করা যাবে।

এর আগে ২০০৬ সালে দিল্লী হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলী ধর তাঁকে স্যার সম্বোধনের রীতি চালু করেছিলেন। ২০১৪ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মাই লর্ড বাতিলের দাবী নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হয়েছিল। যার রায়ে বলা হয়েছিল, বিচারপতিদের লর্ড, লর্ডশিপ বা ইয়োর অনার বলে সম্বোধন বাধ্যতামূলক নয়। বিচারপতিদের সম্মান জানাতে স্যার বলা যেতে পারে। এছাড়া গত বছর রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাটের উদ্যোগে ফুল কোর্টের বৈঠকে বিচারপতিদের স্যার সম্বোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সাবেক আইনজীবী জেনারেল জয়ন্ত মিত্র বলেছেন, এটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মাই লর্ড সম্বোধনের মধ্যে একটা পরাধীনতাবোধ অনুভূত হয়। ব্রিটিশরা চলে গেলেও তাদের চাপিয়ে দেওয়া অভ্যাস এখনো আমাদের বয়ে নিয়ে চলার কোন কারণ থাকতে পারে কি?

৫শ’ বছরের পুরাতন কুরআনের পাণ্ডুলিপি বিক্রি হ’ল ৭৩ কোটি টাকায়

৫শ’ বছরের পুরানো কুরআনের পাণ্ডুলিপিটি দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি আকর্ষণীয়। বহু শতাব্দী ধরে কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটির রঙ ও উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সুন্দর ও নিখুঁতভাবে লিখিত কুরআনের এ পাণ্ডুলিপি দেখলেই আবেগে অশ্রু ঝরবে, হৃদয়ে অন্য রকম এক শিহরণ জাগ্রত হবে। ১৫শ’ শতাব্দীতে মিং রাজবংশের সময়ে এক ধরনের চাইনিজ পেপারে সোনার প্রলেপে লেখা কুরআনের মূল্যবান সেই পাণ্ডুলিপিটি ৭০ লাখ পাউন্ডে বিক্রি হয়েছে। টাকার অংকে যার মূল্য দাঁড়ায় ৭৩ কোটি ১৬ লাখ ৪০ হাযার।

লন্ডনের ক্রিশ্চিয়াস নিলাম সেন্টারে গত ২৬শে জুন এটি বিক্রি হয়। বিশেষ ধরনের চীনা কাগজে লিখিত কুরআনের এই পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা এবং প্রচ্ছদে স্বর্ণের কাজ করা রয়েছে।

মিয়ানমারে কোর্ট মার্শালে অভিযুক্ত তিন সেনা কর্মকর্তা

রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতার দায়ে মিয়ানমারের কোর্ট মার্শালে তিন সেনা কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল মিন অং লায়েংয়ের দফতর সম্প্রতি সামরিক আদালতের বিচারে তিন সেনা কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সেনা কর্মকর্তাদের নাম বা তাদের শাস্তির ধরন সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট করেনি দেশটি। রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতার দায়ে এখন পর্যন্ত মিয়ানমারে কোন সেনা কর্মকর্তাকে শাস্তি দেওয়া হয়নি। সে ক্ষেত্রে কোর্ট মার্শালে তিন সেনা কর্মকর্তার শাস্তির বিষয়টি বিরল ঘটনা।

করোনা বাতাসেও ছড়াতে পারে : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

করোনাভাইরাস বাতাসে ছড়াতে পারে, এ কথা অবশেষে স্বীকার করতে যাচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এত দিন ধরে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে গুরুত্ব দেয়নি। বাতাসে সম্প্রতি ভাইরাস ছড়ানোর বিষয়টি নিয়ে সংস্থার আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে পত্র দেন ৩২টি দেশের ২৩৯ জন গবেষক। এরপরই নড়েচড়ে বসেছে সংস্থাটি। তারা স্বীকার করেছে, বাতাসে ক্ষুদ্র কণাগুলো থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার প্রমাণ উঠে আসছে। এটি যেসব ঘরে আলো-বাতাস কম বা বাসসহ অন্যান্য বন্ধ জায়গায় বেশী মারাত্মক হ’তে পারে। এমনকি এসব জায়গায় ১.৮ মিটার দূরত্ব রেখেও কোন লাভ হয় না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কারিগরী প্রধান বেনডেট্টা অ্যালেগ্রাঞ্জি বলেছেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হ’লে ভাইরাস ছড়ানোর বিষয়টি কীভাবে প্রতিরোধ করা যাবে, সে নির্দেশনায় পরিবর্তন আসতে পারে। এতে মাস্কের আরও বিস্তৃত ব্যবহার, রেস্তোরাঁ, পাবলিক পরিবহনসহ জনসমাগমস্থলে আরও কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্ব নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আরোপ হ’তে পারে।

মুসলিম জাহান

করোনার অবসরে পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করলেন গৃহিণী

লকডাউনের নিরবচ্ছিন্ন অবসরকে কাজে লাগিয়ে পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছেন মিসরীয় গৃহিনী নাসমা ফুলি। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি দেড় বছর আগে পবিত্র কুরআনের হাফেযা হওয়ার সংকল্প করি। সংকল্প অনুযায়ী ঘরের কাজের পাশাপাশি সপ্তাহে পাঁচদিন ৫ পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে শুরু করি। এভাবে ১৯ পারা মুখস্থ করতে সক্ষম হই। এরই মধ্যে হঠাৎ পাওয়া করোনার অবসর আমার স্বপ্নপূরণের দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। মুখস্থের সাথে সাথে পেছনের পারাগুলোও নিয়মিত তেলাওয়াত করতাম।

নাসমা জানান, তিনি তার মেয়েকে কুরআনের মুখস্থ করা পাঠগুলো শোনাতেন। করোনা আসার পর মেয়েই তাকে বাকী পারাগুলো মুখস্থ করার জন্য জোর তাকীদ দেয়। করোনার অবসর শুরুর মাত্র ৪০ দিনের মধ্যে কুরআন মুখস্থ সম্পন্ন করতে পেরে নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করছি।

হাইয়া সোফিয়াকে নিজ অর্থে খরিদ করে মসজিদে রূপান্তর

ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত স্থাপত্য হাইয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। গত ১০ই জুলাই দেশটির প্রশাসনিক আদালত থেকে রায় পাওয়ার এক ঘণ্টা পর এ ঘোষণা দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, হাইয়া সোফিয়ায় প্রবেশ ফী বাতিল করা হবে এবং সব ধর্মের অনুসারীরা সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন। আর আগামী ২৪ শে জুলাই থেকে মুসলমানরা সেখানে ছালাত আদায় করতে পারবে।

ঘোষণার পর পরই হাইয়া সোফিয়া থেকে দীর্ঘ ৮৬ বছর পর প্রথমবারের মত আযানের ধ্বনি ভেসে আসে। খুশীতে মেতে ওঠে তুর্কী জনগণ। সোফিয়ার আশপাশে সর্বত্র ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

গত বছর ইস্তাম্বুল বিজয়ের বর্ষপূর্তিতে প্রেসিডেন্ট এরদোগান হাইয়া সোফিয়াতে ছালাত আদায় করেন এবং একে মসজিদে রূপান্তরের ঘোষণা দেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস ও রাশিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তীব্র সমালোচনা শুরু করে।

উল্লেখ্য, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ানের নির্দেশে ৫৬৭ সালে হাইয়া সোফিয়া নির্মিত হয়। ঐ সময় এটিই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গির্জা। অতঃপর প্রায় ৯০০ বছর ধরে এটি ছিল পূর্বাঞ্চলীয় অর্থডক্স খ্রিষ্টান ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। পরবর্তীতে ইউরোপের ক্যাথলিকরা কনস্টান্টিনোপল দখল করলে হাইয়া সোফিয়া ক্যাথিড্রালে পরিণত হয়।

১৪৫৩ সালে ইস্তাম্বুল ওছমানীয় খেলাফতের অধীনস্থ হ’লে ওছমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ একে মসজিদে পরিণত করেন এবং এর চারপাশে চারটি মিনার তৈরী করেন। এরপর কয়েকশ’ বছর ধরে এই মসজিদটি ছিল ওছমানীয় খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দু। অতঃপর ১৯২৪ সালে খেলাফতের পতনের পর ১৯৩৪ সালে তৎকালীন সেক্যুলার রাষ্ট্রপ্রধান মোস্তফা কামাল স্বাক্ষরিত এক ডিক্রিতে মসজিদটিকে জাদুঘরে পরিণত করা হয় এবং মুসলিম-খৃষ্টান উভয় ধর্মের ইবাদত নিষিদ্ধ করা হয়। তারপর থেকে এটি ইউনেস্কো ঘোষিত একটি বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। বর্তমানে এটি তুরস্কের সর্বাধিক জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। প্রতি বছর ৩৭ লাখ পর্যটক এটি দেখতে আসে।

[আমরা তুরস্কের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। আগামীতে তুরস্ক যেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে ফিরে আসে, আমরা সেই কামনা করি (স.স.)]।

৮ সহস্রাধিক মুসলিম গণহত্যার যে বিচার ২৫ বছরেও হয়নি

১৯৯৫ সালের ১১ই জুলাই, ইতিহাস সাক্ষী হয়েছিল এক নৃশংস গণহত্যার। এই দিনে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় অবস্থিত সেব্রেনিৎসা শহরে সার্ব বাহিনী আট হাযারেরও বেশী মুসলিমকে হত্যা করেছিল। সেসময় বসনিয়ার সার্ব্রেনিকা জাতিসংঘ-সুরক্ষিত একটি নিরাপদ অঞ্চল ছিল, যেখানে প্রায় ৫০ হাযার বসনিয়াক আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু সার্ব বাহিনী ঐ অঞ্চলটি বৃহত্তর সার্বিয়ার অংশ বলে দাবী করে।

তৎকালীন সময়ের সার্ব জেনারেল রাতকোম্লাদিচ ঐ দিন প্রকাশ্যে বলেছিলেন, আমরা এখন সার্ব সাব্রেনিকাতে আছি। আমরা এই শহরটি সার্ববাসীদের উপহার হিসাবে দিতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের সময় এসেছে।

সেব্রেনিৎসা দখলের প্রথমদিন থেকেই সার্বীয় বাহিনী স্থানীয় বসনীয় জনগোষ্ঠীর সকল পুরুষকে আলাদা করে নেয়। পরে তাদেরকে গণহারে হত্যা করে। ১১ই জুলাই থেকে ২২শে জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন সেব্রেনিৎসার কোথাও না কোথাও এই গণহারে হত্যার ঘটনা ঘটতে থাকে।

হত্যার শিকার ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুর আগে নিজেদের কবর খনন করতে বাধ্য করে সার্বীয় বাহিনী। সার্ব বাহিনী সেখানে জাতিসংঘের ডাচ শান্তিরক্ষীদের সামনেই ৮ হাযার ৩৭২ জন বসনিয় মুসলমানকে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়। গণহত্যা চলার সময় জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্ব নীরবতা পালন করে। যদিও পরবর্তীতে তারা একে ‘জাতিগত শুদ্ধি অভিযান’ বলে স্বীকৃতি দেয়।

বসনিয়া ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে সাবেক যুগোস্লাভিয়া থেকে গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। আর ঐ স্বাধীনতা বানচাল করতেই সার্বরা বসনিয়ার মুসলমানদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বসনিয়ায় সার্ব বাহিনীর হামলায় দুই লাখের বেশী বসনিয় মুসলমান নিহত ও প্রায় বিশ লাখ শরণার্থী হয়। তবে সেব্রেনিৎসার গণহত্যাকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে নৃশংস ও ভয়াবহ গণহত্যা হিসাবে অভিহিত করা হয়।

মাত্র দুই দিনে প্রায় ৩০ হাযার বসনিয়াক মহিলা ও শিশুদের নির্বাসন দেয়া হয়েছিল। ধর্ষণ করা হয়েছিল অন্তত ৫০ হাযার নারী ও কিশোরীকে।

মানবাধিকারের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো সেদিন বসনিয়ায় গণহত্যা ঠেকানোর কোনরূপ প্রচেষ্টা চালায়নি। বরং ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বলেছিলেন, ইউরোপে একটি নতুন মুসলিম দেশের আবির্ভাবকে সহ্য করবে না লন্ডন। সেকারণ গণহত্যা যখন শেষ হয়, তখনই পশ্চিমা শক্তি সার্ব নেতা মিলোসেভিচ ও ম্লাদিচের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসে। পরবর্তী সময়ে ফাঁস হওয়া মার্কিন গোপন নথি হ’তে দেখা যায় সিআইএ স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই গণহত্যার দৃশ্য সরাসরি প্রত্যক্ষ করে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ও জাতিসংঘ বসনিয়ার কসাই খ্যাত ম্লাদিচকে গণহত্যা ও অপরাপর মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেও আজও বসনিয়ার গণহত্যার নায়কদের যথাযথ বিচার করতে সক্ষম হয়নি। মুসলমান হওয়ার কারণেই তাদের ওপর এ নির্মম হত্যাযজ্ঞের যথাযথ বিচার হয়নি বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে

-মাহাথির মুহাম্মাদ

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মাদ বলেন, ইস্রাঈলীরা মানবতার শত্রু, মুসলমানদের শত্রু। তারা ফিলিস্তীনীদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করছে তাদের বাকি ভূমিটুকুও জবর-দখলের জন্য। অথচ পাশ্চাত্যের মানবতার সেবকরা এখন নীরব দর্শক। আর মুসলমানরা ব্যস্ত নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে। পশ্চিমা দেশগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে মাহাথির বলেন, ‘আমি জানি বিশ্বে বড় বড় শক্তি রয়েছে যারা মুসলিম দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা দেখতে চায়। এজন্য তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রাখতে চায়। তারা চায় মুসলমানরা পরস্পরে নিজেরাই লড়াই

সূচীপত্র

করে নিঃশেষ হৌক। এজন্য তিনি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইহুদী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান।

সম্প্রতি লেবাননের আল-মায়াদিন টিভিকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন। মাহাথির বলেন, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বন্ধ করে ফিলিস্তীনীদের জমি দখল করে অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা উচিত। তিনি আরো বলেন, এখন সময় এসেছে মুসলিম দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইস্রাঈলের বিরুদ্ধে লড়াই করার। তা না হ'লে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুসলিম দেশ ফিলিস্তীন একেবারেই হারিয়ে যাবে।

ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ঘোষণা হামাস ও ফাতাহর

ফিলিস্তীনের প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাস' এবং প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন 'ফাতাহ' আন্দোলন ইহুদীবাদী ইস্রাঈলের ভূমি দখল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। গত ২রা জুলাই ফিলিস্তীনের কার্যত রাজধানী রামাল্লাহ শহরে অনুষ্ঠিত এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দু'দল এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। ফাতাহ আন্দোলনের মহাসচিব জিবরীল রাজুব বলেন, 'আমরা শতভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, ইহুদীবাদী ইস্রাঈলের পক্ষ থেকে আসা এই চ্যালেঞ্জকে হামাসের সঙ্গে মিলেমিশে মোকাবেলা করবো।' তিনি আরো বলেন, ইস্রাঈলের এই ভূমিদখল পরিকল্পনা রুখে দিতে জাতীয় ঐক্য ধরে রাখার জন্য সবধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। রাজুব বলেন, 'আজকে আমরা ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠে কথা বলতে চাই এবং এ সিদ্ধান্ত আমাদের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস অনুমোদন করেছেন।' ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নেয়া হামাসের নেতা ছালেহ আল-আরুরী বলেন, এই ভিডিও কনফারেন্স একটি সুযোগ এবং ইস্রাঈল যে বিপজ্জনক পরিকল্পনা নিয়েছে তার বিরুদ্ধে এখন থেকে ফিলিস্তীনী জনগণের স্বার্থে কাজ করার কৌশলগত পথ তৈরী হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এক চামচ মাটিতে হাযারো প্রাণ!

আমাজনের জঙ্গলের মাত্র এক চা-চামচ মাটিতেই মিলতে পারে ১৮০০ রকমের আণুবীক্ষণিক প্রাণের সন্ধান। এর মধ্যে কেবল ছত্রাকই আছে ৪০০ রকমের। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমাজনের মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা এসব আণুবীক্ষণিক প্রাণের মধ্যে রয়েছে আশ্চর্যজনক সব উপাদান, যা তারা মাত্রই আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। আমাজনের মাটি নিয়ে এই গবেষণা চালিয়েছেন যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, জার্মানী, সুইডেন এবং এস্তোনিয়ার একদল গবেষক। তাদের গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে ইকোলজী অ্যান্ড ইভলিউশন জার্নালে। বিশ্বে আনুমানিক প্রায় ৩৮ লাখ রকমের ফাঙ্গি বা ছত্রাক আছে। এর বেশীর ভাগেরই এখনো শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব হয়নি। ব্রাজিলের আমাজন জঙ্গলে ছত্রাকের প্রাচুর্য রয়েছে। লণ্ডনের কিউ বোটানিক্যাল গার্ডেনের বিজ্ঞান বিষয়ক পরিচালক অধ্যাপক আলেক্সান্দ্রে আন্তোনেলি বলেন, আমাজনের বনাঞ্চলকে রক্ষা করতে হ'লে এ ছত্রাকের ভূমিকাটা বোঝা খুবই দরকার। আমাজনের জঙ্গলের এক চা-চামচ মাটি তুলে নিলে সেটিতে শত শত বা হাযার ধরনের প্রজাতির প্রাণের অস্তিত্ব আছে। জীববৈচিত্রের তালিকায় ছত্রাক সাধারণত উপেক্ষিত। কারণ এগুলো সাধারণত মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে।

প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ-এর মৃত্যু

বিশিষ্ট আহলেহাদীছ আলেম ও লেখক, পাকিস্তানের ফেডারেল শারী'আহ কোর্টের প্রাক্তন ধর্মীয় পরামর্শক এবং সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ (৭৫) গত ১১ই জুলাই ২০২০ লাহোরে মৃত্যুবরণ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। ১২ই জুলাই বাদ যোহর লাহোরের লরেন্স রোডে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। দু'দফা জানাযায় শায়খ মাসঊদ আলম এবং শায়খ ইরশাদুল হক আছারী ইমামতি করেন। এতে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীর সিনেটর সাজিদ মীরসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, আলেম-ওলামা এবং সর্বস্তরের হাযার হাযার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ ১৯৪৫ সালে ভারতের রাজস্থানের জয়পুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর তাঁর পরিবার পাকিস্তানের করাচীতে পাড়ি জমায়। করাচীস্থ জামে'আ রহমানিয়া থেকে লেখাপড়া শেষে সাপ্তাহিক আল-ইতিছামে কর্মজীবন শুরু করেন। সর্বশেষ তিনি লাহোরের দারুস সালাম প্রকাশনীর গবেষণা বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থের লেখক। 'তাফসীর আহসানুল বায়ান' তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, যেটি সঊদী সরকারের পক্ষ থেকে হাজীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়া তাঁর সম্পাদনায় বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রায় সহস্রাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল- আযমাতে হাদীছ আওর উসকে তাক্বাযা, আহলে হাদীছ আওর আহলে তাক্বলীদ, খাওয়াতীন সে মুতা'আল্লাক বা'য আহাম মাসায়েল আহাদীছ কী রওশনী মে, নাফায শারী'আত কিঁউ আওর কেইসে? ইজতিহাদ আওর তা'বীর শারী'আত কে ইখতিয়ার কা মাসআলাহ, ইসলামী খুলাফা ওয়া মুলূক কে মুতা'আল্লাকা গালাত্ব ফাহমিয়ূঁ কা ইযালাহ, তাহরীকে জিহাদ; জামা'আতে আহলেহাদীছ আওর ওলামায়ে আহনাফ প্রভৃতি। পীস টিভি উর্দূ, পয়গাম টিভিসহ পাকিস্তানের বিভিন্ন টিভিতে তিনি নিয়মিত আলোচক ছিলেন।

[ডক্টরেট থিসিস-এর জন্য পাকিস্তান, ভারত ও নেপালে ৫২ দিনের স্টাডি ট্যুরের এক পর্যায়ে ১৯৮৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ৮৯ সালের ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত লাহোরে সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম অফিসে অবস্থানকালে দারুস সালাফিইয়াহ লাইব্রেরীর চাবি তিনি আমাকে দিয়ে বাসায় যেতেন। রাত-দিন আমি সেখানে পড়াশুনা করতাম। তখনই তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা তৈরী হয়। পরে সর্বশেষ ২০০০ সালে সঊদী বাদশাহ্র মেহমান হিসাবে হজ্জের সফরে এক সরকারী অনুষ্ঠানে তাঁর ও ইরশাদুল হক আছারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বারবার তাঁদের কথা মনে পড়ে। তাঁর দেওয়া কয়েকটি বই এখনও আমার কালেকশনে আছে। আজ তাঁর মৃত্যুসংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। উপমহাদেশের আকাশ থেকে আহলেহাদীছের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল। আল্লাহ তাকে জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থান দান করুন- আমীন! (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মজলিসে আমেলার ভার্চুয়াল বৈঠক

দারুল ইমারত, নওদাপাড়া, রাজশাহী ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে আমেলার ২০১৯-২০২১ সেশনের ৮ম নিয়মিত মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে উক্ত বৈঠক জুম মিটিং এ্যাপের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, যুব-বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। এছাড়া জুম মিটিং এ্যাপের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া), প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (রাজশাহী), প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদির (খুলনা) ও সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (মেহেরপুর) প্রমুখ। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত একটানা বৈঠক চলে। বৈঠকে আগামী ২৮শে আগস্ট বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনলাইনে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১১ই জুন'২০ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব 'আন্দোলন'-এর বর্তমান সেশনের ৭ম মজলিসে আমেলা বৈঠকও একইভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি/প্রতিনিধির সমন্বয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক

দারুল ইমারত, নওদাপাড়া, রাজশাহী ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যেলা সভাপতি/প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নিয়মিত মাসিক বৈঠক জুম মিটিং এ্যাপের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। করোনা মহামারির কারণে কেন্দ্রে আসতে না পারায় উক্ত বৈঠক অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। আমীরে জামা'আতের দরসের পর এজেন্ডাভিত্তিক বৈঠক পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বৈঠকে যেলা সভাপতি /প্রতিনিধিদের মধ্যে ৫৭ জন স্ব স্ব যেলা থেকে যোগদান করেন।

ইমাম প্রশিক্ষণ

বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ২০শে জুন শনিবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে যোহর পর্যন্ত যেলার গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে স্থানীয় ইমামদের নিয়ে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও যেলা 'আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'র সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুযযামান। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মুমিন। প্রশিক্ষণে যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ সহ প্রায় পঞ্চাশ জন ইমাম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ।

কর্মী প্রশিক্ষণ

মুজগুন্নী, মণিরামপুর, যশোর ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার মণিরামপুর থানাধীন মুজগুন্নী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক হাফেয আব্দুল আলীম। এর আগে কেন্দ্রীয় মেহমান অত্র মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

আল-'আওন

করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণকারীদের লাশ দাফনে স্বেচ্ছাসেবক টীম গঠন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ই জুলাই রবিবার : অদ্য বিকাল ৫-টায় নওদাপাড়াস্থ আল-'আওনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের লাশ দাফন ও তাদের সার্বিক সহযোগিতা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবক টীম গঠন উপলক্ষ্যে এক যরূরী বৈঠক ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল মতীন। প্রশিক্ষণ শেষে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদকে টীম লিডার ও সালমান ফারসীকে সহ-টীম লিডার করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'আল-'আওন স্বেচ্ছাসেবক টীম' গঠন করা হয়। প্রশিক্ষণে আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির সহ কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ ও নবগঠিত টীমের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উক্ত স্বেচ্ছাসেবক টীমের তালিকা সরকার ও প্রশাসনের নিকটে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ব্লাড গ্রুপিং ও ক্যাম্পিং

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর ১২ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার চিরিরবন্দর থানাধীন রাণীরবন্দর এলাকার ইছামতি ডিগ্রি কলেজ সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা আল-'আওনের পক্ষ থেকে আল-'আওনের রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে উপস্থিত ছিলেন যেলা আল-'আওনের কর্মপরিষদ সদস্য আল-আমীন, চিরিরবন্দর উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মীযানুর রহমান প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে ৪ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৯ জন রক্ত দাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, করোনা ভাইরাসের এই দুর্যোগের মধ্যেও মে ও জুন মাসে বিভিন্ন রোগীকে আল-'আওন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ৩৬ ব্যাগ এবং ১৩টি যেলা থেকে মোট ৯৯ ব্যাগ ব্লাড দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : বর্তমানে বাংলাদেশে 'রেডিয়াম ইন্টারন্যাশনাল' নামক একটি কোম্পানী 'ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগে'র আহ্বান জানাচ্ছে। তাদের নিয়ম অনুযায়ী ১০ ইউএস ডলার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এর বিনিময়ে তারা 'রিপটন কয়েন' নামে দুইশ' কয়েন দিচ্ছে। যেটা একদিনে দেওয়া হয় না। বরং ন্যূনতম ছয় মাসে মাইনিং হিসাবে প্রতিদিন ১/২টা করে ছয় মাসের মধ্যে প্রদান করা হয়। তাদের দাবী অনুযায়ী আগামী ৬ মাসের মধ্যে এর রেট একটা উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারে। আনুমানিক প্রতি কয়েন ১০ ডলার থেকে ১০০ ডলার হ'তে পারে। দ্বিতীয়তঃ তাদের সাথে কাজ করলে অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তিকে রেফার করলে কোম্পানির পক্ষ থেকে ঐ ব্যক্তির বিনিয়োগের ৫% হারে মুনাফা প্রদান করবে। কিন্তু বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের কোন কমতি হবে না। এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের বিনিময়ে তারা আরো পারসেন্টেজ লাভের ব্যবস্থা রাখছে। আবার এই কারেন্সির বিনিময় মূল্য রয়েছে এবং তারা বলছে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববাজারে ভার্চুয়াল কারেন্সির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হবে। ইতিপূর্বে 'বিটকয়েন' নামে এই ক্রিপ্টোকারেন্সি বাযারে এসেছিল ২০০৯ সালে। তখন তার মূল্য ছিল ৮/৯ টাকা। বর্তমানে ২০২০ সালে সেই কয়েনের মূল্য ৮ লক্ষ টাকা (১৩১১৯ সিঙ্গাপুরী ডলার)। ঠিক তেমনি 'রিপটন কয়েন' থেকে আয় আসবে বলে দাবী করা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হ'ল অধিক মুনাফা লাভের আশায় এ ধরনের কোম্পানিতে বিনিয়োগ করা যাবে কি? বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

-শফীকুল ইসলাম, সিঙ্গাপুর।

উত্তর : 'বিটকয়েন' হ'ল ক্রিপ্টোকারেন্সি বা একধরনের সাংকেতিক মুদ্রা। এর নিজস্ব কোন মূল্যমান নেই। বাস্তব কোন রূপ নেই। এর অস্তিত্ব কেবল ইন্টারনেটে। এজন্য একে ডিজিটাল, ভার্চুয়াল বা অনলাইন কারেন্সিও বলা হয়। বর্তমানে বিটকয়েনের অনুরূপ প্রশ্নোল্লেখিত রিপটনসহ বিভিন্ন নামে হাযারো সাংকেতিক মুদ্রার আবির্ভাব ঘটেছে। এর লেনদেনের জন্য কোন নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। ফলে এর কোন আইনসঙ্গত ভিত্তি নেই, কোন জওয়াবদিহিতাও নেই। প্রকৃত মুদ্রার বৈশিষ্ট্যও এতে নেই। ফলে এই মুদ্রার লেনদেন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নিষিদ্ধ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিটকয়েন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও এর মূল্য প্রধানত ফটকামূলক লেনদেন থেকে প্রাপ্ত। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিপরীতে এর দর মারাত্মক ওঠানামা করে। যেহেতু গোটা বিষয়টি অজ্ঞাত, অনিশ্চয়তাপূর্ণ ও প্রতারণার ঝুঁকিপূর্ণ, অতএব এরূপ অনিয়মিত ও অপ্রকৃত মুদ্রার আদান-প্রদানে জড়িত হওয়া জায়েয নয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) 'হাছাহ' ও 'গারার' ব্যবসা হ'তে নিষেধ করেছেন' *(আহমাদ হা/৭৪০৫; বায়হাক্বী হা/১০৩৯০, সনদ ছহীহ)*। 'হাছাহ' ব্যবসা বলতে যখন বিক্রেতা ক্রেতার কাছে কাপড় বিক্রির সময় বলে, 'আমি আপনার কাছে তা-ই বিক্রি করব যার উপর আমার ছোড়া পাথরটি পড়বে'। অথবা 'আমি আপনাকে সেই জমিই বিক্রি করব যার উপর আমার ছোড়া পাথরটি পড়বে'। অর্থাৎ কোন দ্রব্যটি বিক্রি করা হচ্ছে তা জ্ঞাত নয়। ফলে এটি নিষিদ্ধ। আর 'গারার' হ'ল যা অনিশ্চিত বা অনুমাননির্ভর। অর্থাৎ হ'তেও পারে, নাও হ'তে পারে। যেমন পানির মাছ বিক্রি করা, গরুর বাঁটের দুধ বিক্রি করা কিংবা গর্ভবতী পশুর গর্ভে যা আছে তা বিক্রি করা ইত্যাদি। এটি নিষিদ্ধ। কারণ এতে 'গারার' বা প্রতারণার ঝুঁকি রয়েছে।

সুতরাং যেহেতু এটি পরিষ্কার যে, ডিজিটাল কারেন্সি একটি অজ্ঞাত উৎস হ'তে এবং অকর্তৃত্বশালী পক্ষ হ'তে প্রচলন করা হয়; আর এতে গারার বা অস্পষ্টতা রয়েছে এবং সেই সাথে ফটকামূলক লেনদেনের কারণে এতে জুয়ারও সম্পর্ক রয়েছে, সেহেতু এর ক্রয়-বিক্রয় বা এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বৈধ নয়। তুরস্কের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, আরব আমিরাত, মিসর ও ফিলিস্তীনের কেন্দ্রীয় ফৎওয়া বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দের ফৎওয়া বিভাগসহ বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইটে ক্রিপ্টো কারেন্সিকে নাজায়েয ফৎওয়া দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখল। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল' *(বুখারী হা/২০৫১; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২)*।

প্রশ্ন (২/৪০২) : ছালাত চলা অবস্থায় ইমামের পিছনে জায়গা না থাকলে ইমামের সাথে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : জায়গার সংকীর্ণতার কারণে ইমামের পার্শ্বে তার ডানে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে। তবে এটা মুছল্লীর জন্য প্রথম কাতার হবে না। কেননা ইমামের পিছনের কাতার হ'ল ছালাতের প্রথম কাতার *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৪৬)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : মালয়েশিয়া ভিত্তিক ডিএক্সএন কোম্পানী যে ব্যবসা করছে তার বৈধতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-যোবায়ের আহমাদ, কক্সবাজার।

উত্তর : ডিএক্সএন মূলতঃ অসাধু এমএলএম ব্যবসা চালাচ্ছে। নানা আকর্ষণীয় প্যাকেজ দেখিয়ে তারা সদস্য ভর্তি করে এবং প্রায় বিনা পরিশ্রমে মোটা অংক লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। এদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া মোটেই বৈধ হবে না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জিজিএন, ডেসটিনি, নিউওয়ে, যুবক, এ্যাপটেক, ইউনিপেটু ইত্যাদি প্রতারক কোম্পানী

সূচীপত্র

সমূহের মত ডিএক্সএন বিশ্বের বেকার তরুণদের কাজে লাগিয়ে ও তাদের পণ্য কিনে আকাশ-কুসুম লাভের প্রলোভন দেখিয়ে রাতারাতি ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখায়। মূলতঃ তারা মানুষের সস্তা আবেগকে কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ফাঁদ পেতেছে। তাই এদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক *(দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০৮, প্রশ্নোত্তর ২/৮২)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : একই ইমাম একাধিক স্থানে ঈদের জামা‘আতে ইমামতি করতে পারবে কি?

-মীযানুর রহমান, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বিশেষ প্রয়োজনে একই ইমাম একাধিক স্থানে ঈদের ছালাতে ইমামতি করতে পারেন। ত্বালক বিন আলী (রাঃ) এক রাতে দুই জায়গায় তারাবীহর ছালাতে ইমামতি করেছিলেন *(আবূদাঊদ হা/১৪৩৯; বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা, হা/৪৬২২; আইনী, শরহ আবূদাঊদ ৫/৩৫০)*।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : এশার ফরয ছালাতের পর চার রাক‘আত নফল ছালাত আদায়ের কোন বিধান আছে কি?

-সুমাইয়া তানযীম, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট।

উত্তর : এশার ছালাতের পরে দু’রাক‘আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা আদায় করবে *(বুখারী হা/১১৬৫; মুসলিম হা/৭২৮; মিশকাত হা/১১৫৯)*। এরপরে বাড়িতে গিয়ে কেউ চাইলে চার রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করতে পারে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৯৬)*। উল্লেখ্য যে, এই চার রাক‘আত ছালাত বিশেষ কোন ছালাত নয় এবং এশার ছালাতের সাথেও সংশ্লিষ্ট নয়। বরং এটি তাহাজ্জুদের ছালাতের অংশ হিসাবে গণ্য *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/৯৬)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আমার খালা নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিনী মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে এক রাতে ছিলাম। নবী করীম (ছাঃ)ও সেই রাতে সেখানে ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) জামা‘আতে এশার ছালাত আদায় করে তাঁর ঘরে চলে আসলেন এবং চার রাক‘আত ছালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন *(বুখারী হা/১১৭; মুসলিম হা/৯০১)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত চার রাক‘আত ছালাতের ফযীলতে বলা হয়েছে যে, তা ক্বদর রাতের ছালাত আদায়ের সমতুল্য *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৭৩৫১-৭৩৫৭; মারওয়াযী, মুখতাছার ক্বিয়ামুল লাইল হা/১৯২)*। উক্ত মর্মে বর্ণিত মারফূ‘ হাদীছগুলোর সবই অত্যন্ত দুর্বল। তবে প্রায় একই মর্মে ছহীহ সূত্রে বেশ কিছু মওকূফ হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় আলবানী (রহঃ) বলেন, এই আমলের ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাটি মারফূ‘র পর্যায়ভুক্ত *(যঈফাহ হা/৫০৬০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : আয়না দেখার বিশেষ কোন দো‘আ আছে কি?

-আফীফা হোসাইন, নিমতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : আয়না দেখার বিশেষ দো‘আ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির কোনটি জাল এবং কোনটি খুবই দুর্বল *(ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইল হা/১৬৩-১৬৪; ইরওয়া ১/১১৫)*। তবে (আয়না দেখা সহ) সাধারণভাবে যেকোন সময় নিজের সুন্দর অবয়বের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও সুন্দর চরিত্রের প্রার্থনা করে এই দো‘আটি পাঠ করা যায়- ‘আল্লহুম্মা কামা হাস্‌সানতা খালক্বী ফা-আহসিন খুলুক্বী’ অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ তুমি যেমন আমার অবয়ব সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও’ *(ইবনু হিব্বান হা/৯৫৯; ছহীহুল জামে‘ হা/১৩০৭; ইরওয়া হা/৭৪)*।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : ১০ই মুহাররমকে বিশেষ ফযীলত মনে করে উক্ত দিনে বিবাহের দিন ধার্য করা যাবে কি?

-ইসমাঈল, রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : বিশেষ ফযীলত মনে করে উক্ত দিবসে বিবাহের দিন ধার্য করা যাবে না। কেননা ১০ই মুহাররমে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে দু’টি নফল ছিয়াম পালন ব্যতীত এ মাসে অন্য কিছুই করণীয় নেই। যার দ্বারা বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহ মাফ করা হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪ ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ)*। এদিনকে শুভ দিন বা ফযীলতপূর্ণ দিন মনে করে বিবাহের দিন ধার্য করার পক্ষে শরী‘আতের কোন নির্দেশ নেই। এ ধরনের চিন্তাগুলি বিদ‘আতী আক্বীদা সমূহ থেকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করছে মাত্র।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : কবরস্থানে জুতা পরিধান করে প্রবেশ করা যাবে কি? কবরে জুতার স্পর্শ লাগলে গোনাহ হবে কি?

-হেদায়াতুল্লাহ, পাবনা।

উত্তর : জুতা পায়ে দিয়ে কবরস্থানে যাওয়া নাজায়েয নয় *(বুখারী হা/১৩৭৪, মুসলিম হা/২৮৭০, মিশকাত হা/১২৬)*। তবে জমহূর বিদ্বানগণ বিনা প্রয়োজনে কবরস্থানে জুতা পরিধান করাকে সুন্নাতের খেলাফ বলেছেন এবং ময়লা-আবর্জনা না থাকলে পারতপক্ষে জুতা খুলে প্রবেশ করাই উত্তম বলেছেন *(ইবনু কুদামা, মুগনী ২/২২৪; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৩/২০৬; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/১০৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/১২৩-১২৪; উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১৭/২০২)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) একজন লোককে সিবতী জুতা পরে কবরস্থানে চলতে দেখে বললেন, হে সিবতী জুতাওয়ালা! তোমার ধ্বংস হোক। তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। লোকটি রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে দেখে রাগ বুঝতে পেরে জুতা খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল *(আবূদাঊদ হা/৩২৩০; আহমাদ হা/২০৮০৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৯১৩)*। যদিও উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ত্বাহাভী, ইবনু হাযম ও খাত্ত্বাবী বলেন, হাদীছটি নিষেধাজ্ঞার অর্থে নয়, বরং জুতায় অপবিত্রতা লেগে থাকলে কিংবা বিশেষ করে সিবতী জুতার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। কেননা এই জুতা সাধারণতঃ বিলাসী লোকদের পরিধেয়, যাতে অহংকারের প্রকাশ ঘটে। আর কবরস্থানে বিনয় ও তাক্বওয়ার লেবাস পরিধানই কাম্য *(খাত্ত্বাবী, মা‘আলিমুস সুনান ১/৩১৭; মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/১৩১-১৩২)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : একটি অনলাইন শপ থেকে ১০ হাযার টাকায় একটা দ্রব্য ৫০% ডিসকাউন্টে তথা ৫ হাযার টাকায় ক্রয় করার পর কোম্পানী স্টক না থাকায় তাদের কোম্পানীর নীতি অনুযায়ী পুরো ১০ হাযার টাকা ফেরৎ দিয়েছে। এক্ষণে অতিরিক্ত পাওয়া অর্থ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-সৈয়দ রহমান, শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

উত্তর : উক্ত অর্থ কোম্পানীর পলিসি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ

হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয। তবে সাবধান থাকতে হবে যে, সাধারণভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক থাকলে তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা সূদ হিসাবে গণ্য। আবূ বুরদাহ (রহঃ) বলেন, আমি মদীনায় গেলাম। আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাদের এখানে আসবে না? তোমাকে আমি খেজুর ও ছাতু খেতে দেব এবং একটি (মর্যাদাপূর্ণ) ঘরে থাকতে দেব। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এমন স্থানে (ইরাক) বসবাস কর, যেখানে সূদের কারবার অত্যন্ত ব্যাপক। যখন কোন মানুষের নিকট তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সেই মানুষটি যদি তোমাকে কিছু ঘাস, খড় অথবা খড়ের ন্যায় নগণ্য বস্তুও হাদিয়া দেয়, তুমি তা গ্রহণ করো না, কেননা তা সূদের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী হা/৩৮১৪; মিশকাত হা/২৮৩৩)*। উল্লেখ যে, বর্তমানে বাযার সৃষ্টি করার জন্য এসব কোম্পানি চটকদার অফার দিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অতএব এদের সাথে লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : রাসূল (ছাঃ) মি'রাজের রাত্রিতে জাহান্নামীদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রশ্ন হ'ল- এখনও তো ক্বিয়ামত শুরু হয়নি। তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-কে এসব দৃশ্য কিভাবে দেখানো হ'ল?

-ছফিউল্লাহ, আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কোন বান্দা কি পাপ করবে এবং তার জন্য কি শাস্তি ভোগ করবে সবই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ তিনি তাদের ভোগকৃত শাস্তি অগ্রিম প্রদর্শন করতেও সক্ষম, যা রাসূল (ছাঃ)-কে মি'রাজে বা বিভিন্ন সময়ে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে জান্নাতের সুখ এবং জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি তথা অদৃশ্যের বিষয় অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অতএব এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে, যা ঈমানের অংশ *(উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২/৫৩)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : ২য় বিবাহ করার পর থেকে দীর্ঘ ১৭-১৮ বছর যাবৎ পিতা আমার ও আমার মায়ের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। বর্তমানে আমার চাচা-ফুফুরা আমাদেরকে বসতভিটা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি? এরূপ পিতার পরকালীন শাস্তি কি?

-রায়হান আলী, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল *(নিসা ৪/৩৪)*। সেকারণ পরিবারের যাবতীয় খরচ বহন করার দায়িত্ব পিতার। এ দায়িত্ব পালন না করলে তিনি পাপী হবেন এবং তওবা না করলে যুলুমের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির ভাগিদার হবেন *(নিসা ৪/৩৪, বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। তবে পিতার সাথে যথাসম্ভব সম্পর্ক রাখতে হবে এবং সদাচরণ করতে হবে। সাথে সাথে বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে বংশীয় অভিভাবক বা সমাজের দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর পিতার বসতভিটা থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। কারণ বসতবাড়ী পিতার সম্পদ। আর পিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী সন্তানেরা। সুতরাং চাচা-ফুফুদের অধিকার নেই তাড়িয়ে দেয়ার। পেশী শক্তির বলে তাড়িয়ে দিলে বা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করলে ক্বিয়ামতের দিন নেকী দিয়ে পরিশোধ করতে হবে বা পাওনাদারের পাপ গ্রহণ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭)*। তবে সন্তানদের উচিত অধিকার বঞ্চিত হ'লেও সর্বাবস্থায় পিতার আনুগত্য করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে' *(মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৯)*। আর নিঃসন্দেহে সন্তানদের উপর যুলুমের শাস্তি পিতা দুনিয়া ও আখেরাতে পাবেন। যুলুমের শাস্তি থেকে কেউ রেহাই পাবে না *(ফুছছিলাত ৪১/৪৬)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন মাধ্যমে একে অপরকে লিখিতভাবে দো'আ করা হয় এবং তার জবাব দেওয়া হয়। এভাবে পরস্পরের জন্য দো'আ করলে নেকী হবে কি?

-ইসমাঈল হোসাইন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : লিখিত আকারে একে অপরের জন্য দো'আ করা যায়। তবে লেখার সময় দো'আ করার নিয়ত থাকতে হবে। আর অনুপস্থিত কারো জন্য দো'আ করা নেকীর কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন মুসলিম তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকটে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য দো'আ করে তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ' *(মুসলিম হা/২৭৩৩; মিশকাত হা/২২২৮)*। অতএব লিখিত দো'আ করলে নেকী না হওয়ার কোন কারণ নেই।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইয়ে জানাযার ছালাত ৫-৯ তাকবীরেও পড়া যায় বলা হয়েছে। এক্ষণে চারের অধিক তাকবীরে কীভাবে ছালাত আদায় করব?

-মুহাম্মাদ আল-মামূন, আরএমপি, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর সবশেষ আমল ছিল তিনি চার তাকবীরে নাজাশীর জানাযার ছালাত আদায় করেছিলেন। আর এর উপরই প্রসিদ্ধ ইমামগণের অভিমত *(আল-মাওসূআতুল ফিক্বহিয়া ১৩/২১১)*। ইবনু কুদামা বলেন, জানাযার ছালাতের ক্ষেত্রে সুন্নাত হ'ল তা চার তাকবীরে আদায় করা, কম বা বেশী না করা *(আল-মুগনী ৪/৪২৬)*। তবে পাঁচ তাকবীরেও পড়া যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ) পড়েছেন *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/৮২)*। এক্ষণে কেউ যদি পাঁচ বা সাত অথবা নয় তাকবীরে জানাযার ছালাত আদায় করতে চায় তারা প্রতি তাকবীরের পর মাইয়েতের জন্য হাদীছে বর্ণিত অতিরিক্ত দো'আগুলো পাঠ করতে পারে এবং সবশেষে সালাম ফিরিয়ে ছালাত শেষ করবে *(হাকেম হা/১৩২৮; আবুদাঊদ হা/৩২০২; আহমাদ হা/১৬৬১; আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১২৫ পৃ:)*। তবে সমাজে চার তাকবীর প্রসিদ্ধ হওয়ায় এর উপরই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : আমার পিতা ১০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে আমাকে চাকুরী নিয়ে দিয়েছেন। এক্ষণে আমার জন্য উক্ত

চাকুরীর বেতনের টাকা দিয়ে সংসার চালানো জায়েয হচ্ছে কি?

- আল-আমীন, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া দু'টিই হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কে লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। তাই ঘুষ দিয়ে চাকরী নেওয়া জায়েয নয়। এতে একদিকে ঘুষ প্রদানের কবীরা গুনাহ হয়, অন্যদিকে ঘুষদাতা অযোগ্য হ'লে অন্য চাকরী প্রার্থীর হক নষ্ট করারও গুনাহ হয়। এক্ষণে যদি ঐ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে চাকরীর যোগ্য বিবেচিত হয় এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করে সেক্ষেত্রে তার বেতন হালাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে তাকে ঘুষ প্রদানের জন্য তওবা ও এস্তেগফার করতে হবে।

আর যদি সে তার কর্মক্ষেত্রে অযোগ্য হয় এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহ'লে তার জন্য ঐ চাকরীতে থাকা এবং বেতন নেয়া বৈধ হবে না, বরং তার উপার্জন হারাম হয়ে যাবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৩১-৩২)*। এক্ষেত্রে তাঁর উচিৎ হবে, খালেছ নিয়তে তওবা করা এবং উত্তম রিযিক অনুসন্ধান করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। কেননা কোন ব্যক্তিই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না, যদিও তার রিযিক প্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। যা হালাল তা গ্রহণ কর এবং যা হারাম তা বর্জন কর *(ইবনু মাজাহ হা/২১৪৪; ছহীহুল জামে' হা/২৭৪২)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : বাদ্যযন্ত্র ছাড়া যেকোন গান গাওয়া শরী'আত সম্মত কি?

-রুবেল, জয়পুরহাট।
আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)।

উত্তর : গানের কথা শিরক-বিদ'আত ও অশ্লীলতা মুক্ত এবং সুন্দর অর্থবোধক হ'লে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গাওয়া যাবে। নবী করীম (ছাঃ) কবি হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'হে হাস্সান! তুমি আমার পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি ছন্দাকারে জবাব দাও'। তিনি আরো বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি হাস্সানকে কাফেরদের প্রত্যুত্তর করার জন্য জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৮৯, ৪৭৯৩, ৪৮০৫ 'বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা-গান বলা' অনুচ্ছেদ)*। হাস্সান বিন ছাবিতের কবিতা আবৃত্তির জন্য মসজিদে একটি মিম্বর নির্মাণ করা হয়েছিল *(তিরমিযী, ফাৎহুলবারী, ১/৫৪৮ পৃঃ 'মসজিদে কবিতা আবৃত্তি' অনুচ্ছেদ)*। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা এবং বাতিলের বিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রামে ইসলামী জাগরণী গাওয়া বা প্রচার করায় কোন বাধা নেই *(আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪৩৭; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৪/৩৮৯, ৫৩২-৩৩)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : কোন নারীকে বিবাহিতা অবস্থায় নিজের জন্য আগাম বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া জায়েয হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম, লালমাটিয়া, ঢাকা।

উত্তর : কোন বিবাহিতা নারীকে আগাম বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম। কারণ আল্লাহ তা'আলা যে সকল নারীকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে বিবাহিতা নারী *(নিসা ৪/২৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১৯/১৯১)*। এমনকি বিবাহিতা কোন নারীর সংসার ভেঙ্গে যায়, এমন কোন কাজ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(আবুদাঊদ হা/২১৭৫; মিশকাত হা/৩২৬২; ছহীহুত তারগীব হা/২০১৪)*। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করা কবীরা গুনাহ, যা শয়তানের কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইবলীস পানির উপর তার আরশ স্থাপন করে তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় সেই, যে সর্বাধিক ফিৎনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে, তুমি কিছুই করনি। অতঃপর অন্যজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। এমনকি তার থেকে তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত আমি তাকে ছেড়ে দেইনি। অতঃপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে *(মুসলিম হা/২৮১৩; মিশকাত হা/৭১)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : আমি বড় ভাইয়ের টাইলসের ব্যবসায় বেশ কিছু অর্থ বিনিয়োগ করেছি এই শর্তে যে, ব্যবসায় তার লাভ যাই হৌক না কেন প্রতি লাখে প্রতি মাসে তিনি আমাকে দুই হাযার টাকা লাভ দিবেন। এরূপ চুক্তি শরী'আত সম্মত কি?

-ডা. আমীনুল এহসান, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ চুক্তি শরী'আত সম্মত নয়। কারণ হাদীছ মোতাবেক 'মুযারাবা' পদ্ধতিতে ব্যবসা করা যায়। যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য অর্থ প্রদান করবে। আর লাভ-ক্ষতি নির্দিষ্ট হারে উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। উভয়ের সম্মতিতে এরূপ ব্যবসা বৈধ *(নিসা ২৯; ইরওয়া হা/১৪৭০-৭২ 'মুযারাবা' অধ্যায় ৫/২৯০-৯৪ পৃঃ)*। কিন্তু লাভ হোক বা ক্ষতি হোক সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট হারে লাভ দিতে হবে এমন চুক্তি শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : সপ্তম দিনে শিশুর আক্বীক্বার পশু যবেহ করার পূর্বে কি মাথা মুণ্ডন করা যাবে?

-রোকনুয্যামান, দিনাজপুর।

উত্তর : সুন্নাত হ'ল সপ্তম দিনে শিশুর জন্য আক্বীক্বা দেওয়ার পরে তার মাথা মুণ্ডন করা। সপ্তম দিনে শিশুর নাম রাখবে, এরপর আক্বীক্বা করবে, এরপর মাথা ন্যাড়া করবে এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য ছাদাক্বা করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৬/১০৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১০/১৫; বিস্তারিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই দ্রঃ)*। তবে অনেক শিশু মাতৃগর্ভ থেকে প্রচুর চুল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উক্ত চুল যদি শিশুর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে তবে সপ্তম দিনের পূর্বেও মাথা মুণ্ডন করা যাবে *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৫/২১৫)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : মোবাইলে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণকালে সিজদায়ে তেলাওয়াতের আয়াতসমূহ আসলে করণীয় কি?

-নাজনীন আখতার, গাযীপুর।

উত্তর : মোবাইল বা যেকোন মাধ্যমে সিজদার আয়াত শ্রবণ করলে সিজদা দেওয়া উত্তম। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাঁর নিকট থাকতাম, তখন তিনি সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজদা করতাম। এতে কখনও এত ভিড় হ'ত যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিজদা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না *(বুখারী হা/১০৭৬; মিশকাত হা/১০২৫)*। তবে এটি ওয়াজিব নয়। কেননা যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা না করলে রাসূল (ছাঃ)ও সিজদা দেননি *(আবূদাঊদ হা/১৪০৪; তিরমিযী হা/৫৭৬; দারেমী হা/১৪৭২, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : ইবনু মাসঊদ (রাঃ) মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন মর্মে যে বর্ণনাটি এসেছে সেটি কি ছহীহ?

-রোকনুয্যামান, আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত আছারটি ছহীহ *(ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৯; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/২১১৯)*। তবে এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। যা কোন কারণবশতঃ হয়ে থাকবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না। আর যখন তারা বাইরে বের হবে, তখন অবশ্যই যেন সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিরত থাকে' *(বুখারী হা/৯০০; মুসলিম হা/৪৪২; ছহীহুল জামে' হা/৭৪৫৭; ইবনু কাছীর ৬/৪০৯; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ২/৩৪৯)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : আমার একটি জমি আছে যেটি মসজিদসহ একটি মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য দান করতে চাই। তবে আমার বসবাসের জন্য কোন জমি না থাকায় উক্ত কমপ্লেক্সের নির্দিষ্ট একটি অংশকে আমি বসতবাড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে চাই, যা দানপত্রের শর্তে উল্লেখ থাকবে। এক্ষেত্রে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-কামরুল ইসলাম, ভোলা।

উত্তর : এমন শর্তে দান করায় কোন বাধা নেই। এক্ষেত্রে বসবাসের জন্য অংশটুকু বা তার মূল্য বাদে অবশিষ্ট অংশ দান হিসাবে গণ্য হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৫/১২০-২২)*।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : যাকাতের অর্থ কর্যে হাসানা বা সূদমুক্ত ঋণ প্রকল্পে ব্যয় করা যাবে কি?

-হাসান আল-মাহমূদ, পেনসিলভানিয়া, আমেরিকা।

উত্তর : যাকাতের অর্থ যাকাতের নির্দিষ্ট খাতেই বণ্টন করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এর জন্য নির্দিষ্ট খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন *(তওবাহ ৯/৬০)*। আল্লাহ তা'আলা যাকাতকে গরীবের হক বা অধিকার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এটি ঋণ হিসাবে উল্লেখ করেননি *(যারিয়াত ৫১/১৯; মুজাদালা ৫৮/২৪-২৫)*। অপরদিকে করযে হাসানাহ একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিসহ প্রভূত কল্যাণ লাভ করা যায়। যা নিজের মূল সম্পদ থেকে দিতে হয় *(হাদীদ ৫৭/১১,১৮; তাগাবুন ৬৪/১৭; মায়েদাহ ৫/১২; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/১৮৩-৮৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৫/২৪-২৬)*। সুতরাং যাকাতের অর্থ অনুরূপ কোন ঋণ প্রকল্পে ব্যবহার করার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : এ বছর যারা হজ্জের নিয়ত করেছিলেন, হজ্জ স্থগিত হওয়ার কারণে তাদেরকে কি আগামী বছর হজ্জে যাওয়ার নিয়ত করা যরূরী, না যেকোন সময় করলেই হবে? যদি কেউ আগামী বছর হজ্জের নিয়তের পর হজ্জের পূর্বেই মারা যান, তবে কি তিনি হজ্জের ছওয়াব পাবেন?

-মারযূক হাসান, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তর : পরিস্থিতির কারণে যারা এ বছর হজ্জে যেতে পারছেন না, তাদের জন্য আগামী বছরই হজ্জে যাওয়ার নিয়ত করা যরূরী। কেননা হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা যতদ্রুত সম্ভব আদায় করাই কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন তা দ্রুত সম্পন্ন করে' *(আবুদাঊদ হা/১৭৩২, মিশকাত হা/২৫২৩ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। আর কেউ যদি নিয়ত করার পর পরবর্তী হজ্জ আসার পূর্বে মারা যান তাহ'লে নিয়তের কারণে তিনি হজ্জের ছওয়াব পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ *(বুখারী হা/৭৫০১; মিশকাত হা/২৩৭৪)*। তবে হজ্জ পালনকারী হিসাবে গণ্য হবেন না। কিন্তু তিনি যদি হজ্জের সফরে বের হয়ে পথিমধ্যে মারা যান, তবে হজ্জ পালনকারীর মর্যাদা পেয়ে যাবেন। আল্লাহ বলেন, আর যে ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। তার প্রতিদানের ভার আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত হয়েছে, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময় *(নিসা ৪/১০০)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : কোন পশু সুস্থ হ'লে ছাদাক্বা করার মানত করা হয়েছে। এক্ষণে সেই পশু দিয়ে কুরবানী করা যাবে কি? কিংবা আইয়ামের তাশরীকের দিনগুলোতে এটি যবেহ করা যাবে?

-আব্দুল হালীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মানত ও কুরবানী দু'টি পৃথক ইবাদত। মানত ওয়াজিব, কুরবানী সুন্নাত। এছাড়া মানতের পশু ছাদাক্বার জন্য নির্ধারিত এবং সেই পশুর পুরোটাই ছাদাক্বা করতে হয়। সুতরাং উক্ত পশু কুরবানীর জন্য নির্ধারণ করা যাবে না। অতএব যদি সামর্থ্য থাকে তবে ভিন্ন পশু দিয়ে কুরবানী করবে নতুবা করবে না। আর উক্ত পশুটিকে কুরবানীর দিনসহ আইয়ামের তাশরীকের যে কোন দিন যবেহ করা যাবে, তবে তা কুরবানী হিসাবে গণ্য হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৪/৪০৯)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : কাউকে বিভিন্ন ভাবে উপকার করা সত্ত্বেও সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণাসহ নানা অপকর্মের মাধ্যমে অকৃতজ্ঞ আচরণ করে, তবে ক্রোধবশত তাকে প্রদত্ত সুবিধাদি কেড়ে নেওয়া উচিৎ হবে কি?

-ইব্রাহীম যাকী, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : বিষয়টি পরিস্থিতি ও অপরাধের উপর নির্ভর করবে। তবে সাধারণভাবে কৃত অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে কাউকে প্রদত্ত সুবিধা কেড়ে নেওয়া উচিৎ নয়। যেমনভাবে

সূচীপত্র

আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দেওয়া হ’লে তাতে মিসত্বাহ বিন আছাছাহ যোগ দেন। এতে আবুবকর (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে তাকে কোন ধরনের সহযোগিতা না করার অঙ্গীকার করেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নাযিল করেন ‘তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহ্‌র পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে, তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদের মার্জনা করে দেয় ও দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যায়। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(নূর ২৪/২৪; বুখারী হা/২৬৬১; মুসলিম হা/২৭৭০)*। তাছাড়া যে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা দানের শামিল। আর দান ফিরিয়ে নেওয়া নিজ বমন খাওয়ার সমতুল্য, যা হারাম *(আবূদাঊদ হা/৩৫৩৯; মিশকাত হা/৩০২১; ছহীহাহ হা/১৬৯৯)*। অপরদিকে প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক আখেরাতে নিজ কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করবে এবং দুনিয়াতে সে ধিকৃত হবে।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : আমের মুকুল বের হওয়ার পূর্বে বাগানের ফল বিক্রি করা জায়েয হবে কি? কেউ যদি ফল আসার পূর্বেই গোটা বাগান ক্রয় করে, তবে তা সিদ্ধ হবে কি-না?

-বদীউয্যামান, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : মুকুল আসার পূর্বে ফল বিক্রি করা জায়েয হবে না। কারণ জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং কয়েক বছরের মেয়াদে কোন গাছের বা বাগানের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/২১৯৪-৯৬; মুসলিম হা/১৫৩৬; মিশকাত হা/২৮৪১; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৯৩২)*। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘বলতো, আল্লাহ তা‘আলা যদি ফল নষ্ট করে দেন, তবে কিসের বিনিময়ে তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে’? *(বুখারী হা/২২০৮; মুসলিম হা/১৫৫৫)*। অতএব এরূপ অস্পষ্ট ও একপাক্ষিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। বরং গাছের আম ‘মুযারাবা’ অংশীদারী চুক্তিতে বর্গা দিতে পারে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/২৫৩৪-৩৫; ইরওয়া ৫/২৯২, হা/১৪৬৯-এর আলোচনা ‘মুযারাবা’ অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ জমির মালিক ও ফলের ক্রেতার মধ্যে লাভ-লোকসান অংশীদারী ভিত্তিতে ব্যবসায়িক চুক্তি হ’তে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম ও শায়খ উছায়মীনসহ একদল বিদ্বানের মতে, গাছে মুকুল আসার পূর্বেই যদি বাগান ভাড়া দেওয়া হয়, তবে তা জায়েয। তাদের বক্তব্য, এটিই ওমর (রাঃ)-এর অভিমত এবং এ ব্যাপারে কোন ছাহাবী তাঁর বিরোধিতা করেননি *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ৩০/১৫১-১৫২; ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা‘আদ ৬/২০৩-২০৮; উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ৩/৮৪-৮৫)*। যেমন ওমর (রাঃ)-এর নিকট একজন ইয়াতীম ছিল। তিনি তার সম্পদগুলো তিন বছরের জন্য ভাড়া দিয়ে দেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩২৫৮, ২৩৭২১, সনদ ছহীহ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, উসায়েদ বিন হুযায়ের মারা গেলে তার কিছু ঋণ ছিল। তখন ওমর (রাঃ) তার বাগানটি দু’বছরের জন্য ভাড়া দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩২৬০, ২৩৭২৩, সনদ যঈফ)*। আর ‘কয়েক বছরের জন্য গাছ বা বাগান বিক্রয় নিষিদ্ধ’ মর্মে বর্ণিত হাদীছটির জওয়াবে বিদ্বানগণ বলেন, বাগানের ক্রেতা যদি গাছের দেখাশুনা, পানি সেচ থেকে শুরু করে সার্বিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে এটা হাদীছের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কেননা এটি জমি ভাড়া দেয়ার মতই *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ৬/৮৩-৮৪)*। এজন্য ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, বাগান ভাড়া নেওয়া জমি ভাড়া নেওয়ার মতই। কারণ বাগান চাষাবাদ করে ফল ফলানো হয়, যেমন জমি চাষ করে ফসল ফলানো হয়। সুতরাং দুনিয়ায় যদি কোন বিশুদ্ধ ক্বিয়াস থাকে তাহ’লে এটি সেটি *(আহকামু আহলিয যিম্মাহ ১/২৬৩-৬৪)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জের দো‘আসমূহ সঠিকভাবে পড়তে না পারলে তার হজ্জ কবুল হবে কি?

-আব্দুল করীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হজ্জ হয়ে যাবে। তবে নেকীতে ঘাটতি হবে *(আহমাদ হা/১৮৯১৪, ছহীহুল জামে‘ হা/১৬২৬)*। সেকারণ হজ্জে গমনের পূর্বে প্রয়োজনীয় দো‘আগুলো গুরুত্বের সাথে মুখস্থ করা যরূরী।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : সদ্যপ্রসূত শিশুকে কোলে নিলে শরীর বা কাপড় কি নাপাক হয়ে যায়?

-ফারহান নওশীন, সাহেব বাযার, রাজশাহী।

উত্তর : সদ্যজাত শিশুর শরীরে লেগে থাকা পানি পবিত্র। অতএব তার দেহে ও মাথায় থাকা পানি কাপড়ে লেগে গেলে কাপড় অপবিত্র হবে না। তবে সতর্কতাস্বরূপ ধুয়ে নেয়াই উত্তম *(উছায়মীন, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ১১/২১৪; আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৪২/১১৫)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : জনৈক ব্যক্তির প্রথমা স্ত্রীর দু’সন্তান ও দ্বিতীয় স্ত্রীর সাত সন্তান। প্রথমা স্ত্রীর বড় ছেলের পাঁচ সন্তান ও ছোট ছেলে নিঃসন্তান। প্রথমা স্ত্রীর বড় ছেলে মারা গেছে এবং তার দুই ছেলে আছে। এক্ষণে প্রথমা স্ত্রীর ছোট ছেলে মারা গেলে বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে, নাকি আপন ভাতিজারা ওয়ারিছ হবে?

-আবু তালেব, বড়গাছি, রাজশাহী।

উত্তর : ব্যক্তির আপন ভাই ও বোন না থাকায় বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ফারায়েয বণ্টনের পর আছাবা হিসাবে সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বর্তমানে আপন ভাতিজারা ওয়ারিছ হবে না। কারণ বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ভাতিজাদের তুলনায় নিকটতম। তবে ব্যক্তি চাইলে ভাতিজাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সম্পদ অছিয়ত করে দিতে পারেন। বরং তাদের জন্য অছিয়ত করা মুস্তাহাব। এক্ষেত্রে লিখিতভাবেও অছিয়ত করতে পারেন *(বাক্বারা ২/১৮০; বুখারী হা/৫৬৬৮; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : সন্তানের আক্বীক্বা ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কেউ দিতে পারবে কি?

-মামূন, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : পিতাই সন্তানের আক্বীক্বার জন্য মূল দায়িত্বশীল। তবে সামর্থ্য না থাকলে বা কষ্টকর হ’লে পিতার সম্মতিক্রমে

সূচীপত্র

আত্মীয়-স্বজন বা অন্যেরাও শিশুর আক্বীক্বা দিতে পারে *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৯/৫৯৫; তোহফাতুল আহওয়াযী ৫/৯৫)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইনের আক্বীক্বা করেছিলেন *(আবূদাঊদ হা/২৮৪৮; মিশকাত হা/৪১৫৫; ইরওয়া হা/১১৬৪)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : ঘুমের মধ্যে মন্দ স্বপ্ন দেখি ও ভয় পাই। মাঝে মধ্যেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। এসব থেকে বাঁচার জন্য করণীয় কি?

-বেলায়াত হোসাইন, রংপুর।

উত্তর : মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয় হ'ল; ১. ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে বাম দিকে ৩ বার থুক মারা, ২. তিন বার *আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম* বলা ৩. পার্শ্ব পরিবর্তন করা এবং এই খারাপ স্বপ্নের কথা কারো নিকটে প্রকাশ না করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২-১৪)*। এরপরেও যদি ভয় দূর না হয়, তাহ'লে উঠে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে *(বুখারী হা/৭০১৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৯০৬; ছহীহাহ হা/১৩৪১; মিশকাত হা/৪৬১৪)*। এছাড়া মন্দ স্বপ্ন থেকে বাঁচার জন্য শোয়ার পূর্বে ভালভাবে ওযূ করবে, আয়াতুল কুরসী পড়বে, সূরা নাস, ফালাক, ইখলাছ পড়ে ফু দিয়ে নিজের সারা শরীর তিনবার বুলাবে এবং শয়তানের কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে দো'আসমূহ পড়বে *(বুখারী হা/২৪৭, ২৩১১, ৫০১৬; আবূদাঊদ হা/৩৮৯৩)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : হিন্দুদের সম্পত্তি মুসলমানদের নামে রেকর্ড হয়েছে। ঐসব হিন্দু মালিকরা কোথায় আছে তাও জানা নেই। এরূপ সম্পদের ক্ষেত্রে করণীয় কি?

-হাবীব, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : যদি সাধারণভাবে নিয়মমাফিক (এনিমি/ভেস্টেড প্রোপার্টি এ্যাক্ট মোতাবেক) মুসলমানদের নামে রেকর্ড করা হয়ে থাকে তাহ'লে যাদের নামে রেকর্ড হয়েছে তারা ভোগ করবে। তবে যদি কোন হিন্দুর প্রতি অন্যায় করে নিজেদের নামে রেকর্ড করা হয়ে থাকে তাহ'লে অবশ্যই সেটি যুলুম হয়েছে। সেজন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। আর যদি হিন্দুদের আত্মীয়-স্বজন খুঁজে পাওয়া যায় তাহ'লে তাদের নিকট উক্ত সম্পদ ফিরিয়ে দিবে। কারণ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে যে কারো সম্পদ যুলুম করে ভোগ করা হারাম *(বাক্বারা ২/২৭৯; ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ৪/২৮৪; ফাৎহুল বারী ৫/৩৪১)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : আমার পিতা ২০১২ সালে সঊদী আরবে মৃত্যুবরণ করলে সেখানেই কবরস্থ হন। এখন তার কবরের অংশবিশেষ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা যাবে কি?

-আশফাক আহমাদ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

উত্তর : শারঈ প্রয়োজন ব্যতীত কবর স্থানান্তর করা জায়েয নয় *(বুখারী হা/১৩৫১-৫২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৪/৩০৩; নববী, আল-মাজমূ' ৫/২৭৩)*। প্রশ্নানুযায়ী কবর স্থানান্তরের পেছনে শারঈ কোন ওযর আছে বলে মনে হয় না। এক্ষণে যদি এতে দুনিয়াবী উদ্দেশ্য থাকে, তবে একাজ থেকে বিরত থাকা যরূরী।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : কোন ব্যক্তি সূদে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে পারছে না। এক্ষণে তার কোন আত্মীয় বা ছেলেমেয়ে যদি উক্ত ঋণ পরিশোধ করে দেয় তবে ঋণ শোধকারী না ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি গুনাহগার হবে?

-মুজাহিদুল ইসলাম, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণকারীই এককভাবে গুনাহগার হবে, আত্মীয়রা নয়। কারণ আল্লাহ বলেন, 'একের পাপের বোঝা অন্যে বইবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪)*। আর আত্মীয়-স্বজনদের কর্তব্য হবে ভবিষ্যতে উক্ত ব্যক্তি যেন সূদের সাথে জড়িত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। কারণ সূদ পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধ। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং বলেছেন, অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সকলেই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : সম্প্রতি তুরস্কে আয়া সোফিয়া জাদুঘরকে মসজিদে রূপান্তর নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছে। এভাবে কোন গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা জায়েয হবে কি?

-মুহায়মিনুল হক, শ্যামলী, ঢাকা।

উত্তর : আয়া সোফিয়া ৫৩৭ খৃষ্টাব্দে বাইজান্টাইন সম্রাট কর্তৃক নির্মিত গির্জা, যেটি সে সময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় গির্জা হিসাবে পরিচিত ছিল। ১৪৫৩ সালে ওছমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ ইস্তাম্বুল বিজয়কালে এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। এটি কোন অন্যায় বা স্বেচ্ছাচারিতামূলক সিদ্ধান্ত ছিল না। কেননা বিজিত এলাকায় অমুসলিমদের কোন উপাসনালয়কে মসজিদে রূপান্তরের জন্য ইসলামী শরী'আতের আলোকে যেসব নীতিমালা ওলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন, তা এখানে পূর্ণভাবে অনুসৃত হয়েছে। যেমন: (ক) যদি বিজিত এলাকাটি সন্ধির মাধ্যমে অধিকৃত হয়, তবে সন্ধিচুক্তি অনুসারে তার হুকুম নির্ধারিত হবে। (খ) আর যদি সরাসরি দখলীকৃত ভূখণ্ড হয়, তবে সেটা শাসকের ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। হয় তিনি উপাসনালয়কে মসজিদে পরিণত করবেন, নতুবা মাছলাহাত বা কল্যাণ বিবেচনায় অমুসলিমদের জন্য ছেড়ে দিবেন *(ইবনু তায়মিয়া, মাসাআলাতুন ফিল কানাইস, ১২২-১২৩; ইবনুল কাইয়িম, আহকামু আহলিয যিম্মাহ ৩/১১৯০-৯২)*। যেহেতু ওছমানীয় সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ যুদ্ধের মাধ্যমেই ইস্তাম্বুল জয় করেছিলেন। অতএব তাঁর জন্য আয়া সোফিয়া গির্জাকে মসজিদে রূপান্তর করায় কোন বাধা ছিল না। তদুপরি তিনি গির্জাটি সরাসরি মসজিদে পরিণত না করে অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে সেটি ক্রয় করে নিয়েছিলেন। এমনকি সেখানে রাষ্ট্রের বায়তুল মাল থেকেও কোন অর্থ নেননি; বরং নিজ সম্পদ থেকে ক্রয় করে মসজিদটিকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। যার দলীলপত্র তুর্কী রাষ্ট্রীয় মহাফেযখানায় অদ্যাবধি সংরক্ষিত রয়েছে *(দ্র. আল-জাযীরা নিউজ, কাতার, ১০.০৭.২০)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : সম্প্রতি এক লঞ্চডুবিতে অনেক লোক মারা গেছেন। এক্ষেত্রে তাদের জন্য আমভাবে শাহাদতের দো'আ করা যাবে, নাকি শর্তযুক্তভাবে দো'আ করতে হবে? কেননা তাদের মধ্যে অনেকে শিরক-বিদ'আতে যুক্ত থাকতে পারে।

-তাওয়াবুল হক, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : পাবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) পানিতে ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তিকে শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন *(বুখারী হা/৬৫৩; মুসলিম হা/১৯১৫; মিশকাত হা/১৫৪৬)*। তবে নিঃসন্দেহে এই মর্যাদা পেতে গেলে তাঁকে শিরক-বিদ‘আতমুক্ত ও বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন মুসলিম হ’তে হবে *(মিরক্বাত হা/৩৮৩৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। উল্লেখ্য যে, এরূপ ক্ষেত্রে তাদের জন্য দো‘আ করার সময় মুসলিম বা মুমিনদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে দো‘আ করতে হবে। কারণ কাফির ও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয নয় *(তওবা ১১৩; নববী, আল-মাজমূ‘ ৫/১৪৪)*। আর সুধারণার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আমভাবে দো‘আ করলে সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : সমকামিতায় লিপ্ত না থাকলেও পশ্চিমা উদারতাবাদে বিশ্বাসী কিছু ব্যক্তি সমকামীদেরকে জিনগত ত্রুটিযুক্ত হিসাবে ধারণা করে তাদের সমকামিতার অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে কথা বলে। ইসলামী শরী‘আতের দৃষ্টিতে এদের হুকুম কী?

-নাজীবুর রহমান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : সমকামিতা জিনগত বা মানসিক কোন সমস্যা নয়। বরং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলো সর্বশেষ গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, সমকামিতার পিছনে জিনগত কোন প্রভাব নেই *(দ্র. উইকলি ন্যাচার সাইন্টিফিক জার্নাল, লন্ডন, ২৯শে আগস্ট ২০১৯)*। বরং এটি চারিত্রিক সমস্যা। সুতরাং সমকামিতা প্রাকৃতিক বলে হালকা করে দেখা এবং পশ্চিমাদের অনুকরণে সমকামিতাকে স্বীকৃতি প্রদান করা গর্হিত অপরাধ। একজন মুসলিমের পক্ষে কখনও এমন কোন অপরাধের পক্ষে অবস্থান নেয়া সম্ভব নয়, যাকে ইসলামী শরী‘আত নিকৃষ্ট কবীরা গুনাহ বলে ঘোষণা করেছে। সমকামিতা এমন ঘৃণ্যতম অপরাধ, যার কারণে বিগত যুগে আল্লাহ তা‘আলা কওমে লূতকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন *(আ‘রাফ ৭/৮০-৮৪; হিজর ১৫/৭২-৭৬)*। ইসলামে সমকামিতার শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যাকে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত পুরুষে পুরুষে অপকর্ম করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা কর *(তিরমিযী হা/১৪৫৬; আবূদাঊদ হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৩৫৭৫)*। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা‘আলা কওমে লূতের ন্যায় অপকর্মকারীদের প্রতি লা‘নত করেছেন, তিনি একথাটি তিনবার বলেন *(আহমাদ হা/২৯১৫; ছহীহাহ হা/৩৪৬২)*। সুতরাং যারা সরাসরি সমকামিতায় জড়িত না থেকেও তথাকথিত উদারতাবাদের নামে এই অপরাধকে স্বীকৃতি দেবে, তারাও সমান পাপী। তবে এদের শাস্তি ভিন্ন। ইসলামী আদালত তাদের পাপের মাত্রা অনুযায়ী তা‘যীর বা শাস্তি নির্ধারণ করবে।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : হিন্দুরা ‘তুলসী’ গাছের পূজা করে থাকে। এক্ষণে উক্ত গাছ ঔষধের প্রয়োজনে মুসলমানরা ব্যবহার করতে পারবে কি?

-আব্দুস সাত্তার, সারদা, রাজশাহী।

উত্তর : হিন্দুদের তুলসী গাছ পূজার কারণে তা মুসলমানদের জন্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা এবং ঔষধের প্রয়োজনে বাড়ীতে লাগানো শরী‘আত পরীপন্থী নয়। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, ‘আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কল্যাণের জন্য’ *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। তবে কারো যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, ‘তুলসী গাছ’ হিন্দুদের উপাস্য হওয়ায় মর্যাদাবান, তাহ’লে তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : জুম‘আ বা বিভিন্ন খুৎবায় পঠিত ‘খুৎবাতুল হাজতে’র শব্দগুলি কি সুনির্দিষ্ট? জুম‘আতে এবং বিবাহে খুৎবাতুল হাজত পাঠের হুকুম কি? যে কোন বক্তব্য ও লেখনীর শুরুতে খুৎবাতুল হাজত কি যরূরী?

-তানযীল, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : খুৎবাতুল হাজত রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে নির্দিষ্ট কিছু শব্দে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দু’টি তাশাহহুদ শিখাতেন একটি ছালাতে পড়ার জন্য, অপরটি খুৎবাতুল হাজতের জন্য *(তিরমিযী হা/১১০৫; মিশকাত হা/৩১৪৯, সনদ ছহীহ)*। বিবাহকালে ‘খুৎবাতুল হাজত’ বা বিবাহের খুৎবা পাঠ করা সুন্নাত। তবে জুম‘আয় খুৎবাতুল হাজত পাঠ করা ওয়াজিব। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যেসব খুৎবায় (বক্তৃতায়) তাশাহহুদ পাঠ করা হয় না তা পঙ্গু হাতের সমতুল্য’ *(আবূদাঊদ হা/৪৮৪১; মিশকাত হা/৩১৫০; ছহীহাহ হা/১৬৯)*। এক্ষণে লেখনী বা সাধারণ বক্তব্যের পূর্বে খুৎবাতুল হাজত পাঠ করা যরূরী নয়। সেজন্য ইমাম বুখারীসহ অধিকাংশ মুহাদ্দিছ তাঁদের সংকলিত হাদীছ গ্রন্থসমূহে খুৎবাতুল হাজত লেখেননি। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে লেখা পত্রে খুৎবাতুল হাজত লেখেননি। অতএব বিবাহে এটি পাঠ করা সুন্নাত, জুম‘আয় ওয়াজিব ও সাধারণ অবস্থায় মুস্তাহাব *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১৮/২৮৭; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৯/১, ৭/২২০; আলবানী, খুৎবাতুল হাজাত ১/৩৫-৪২)*। উল্লেখ্য যে, খুৎবার মূল বিষয়বস্তু তথা হামদ-ছানা ও দরূদ পাঠ অক্ষুণ্ন রেখে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন আলংকারিক বাক্যে খুৎবা পাঠ করে থাকেন। এতে দোষের কিছু নেই।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : কবর সংরক্ষণের জন্য কবরের চার পার্শ্বে প্রাচীর দেয়া কি নিষিদ্ধ?

-হেদায়াতুল্লাহ, পাবনা সদর, পাবনা।

উত্তর : গোরস্থানের সীমানা প্রাচীর থাকলে ব্যক্তিবিশেষের কবরকে কেন্দ্র করে চারপার্শ্বে প্রাচীর দেওয়া যাবে না *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ ৮৯ পৃ.)*। তবে কবরস্থানে সীমানা প্রাচীর না থাকলে কিংবা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কবরের চারপাশে বাঁশ দিয়ে ঘেরা যাবে বা প্রাচীর দেওয়া যাবে *(ফাতাওয়া মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ৩/২১১-১২)*। উল্লেখ্য যে, কবরের উপর কোন ধরনের ভবন নির্মাণ করা যাবে না। জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরকে পাকা করতে, তার উপরে ঘর নির্মাণ করতে, তার উপরে বসতে ও নাম লিখে রাখতে নিষেধ করছেন’ *(মুসলিম হা/৯৭০; মিশকাত হা/১৬৭০)*। এছাড়া কবরে নামফলক লিখে রাখা, ভক্তিমূলক বক্তব্য লিখে রাখা, কবরকে সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত করা ইত্যাদি খৃষ্টানদের সংস্কৃতি, যা পরিত্যাজ্য।

সূচীপত্র

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/১১তম সংখ্যা, আগস্ট ২০২০ মূল্য : ২৫.০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই

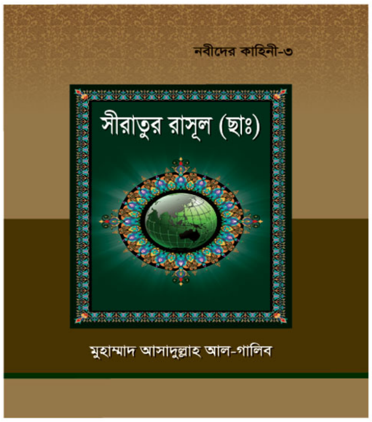
নবীদের কাহিনী-৩
সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

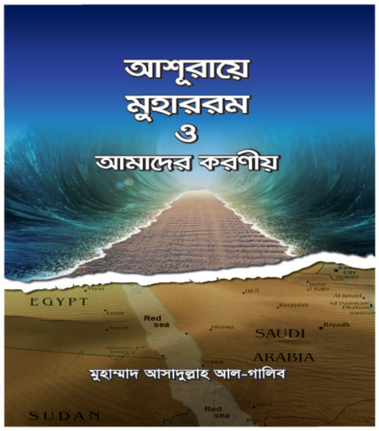
আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়
EGYPT
SAUDI ARABIA
SUDAN
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

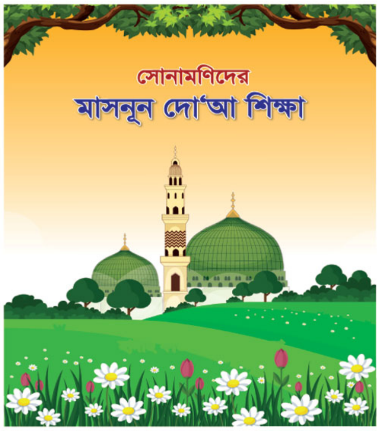
সোনামণিদের
মাসনূন দো'আ শিক্ষা

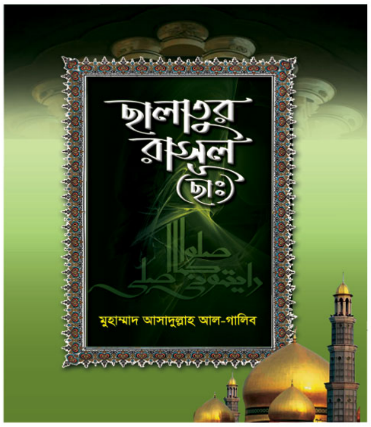
ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তিনটি মতবাদ
তাক্বলীদ | ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ | ধর্মই রাজনীতি
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

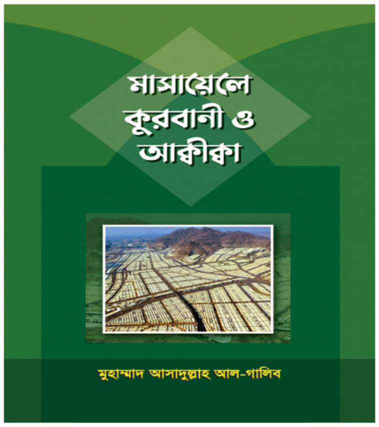
মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দিগদর্শন
২
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

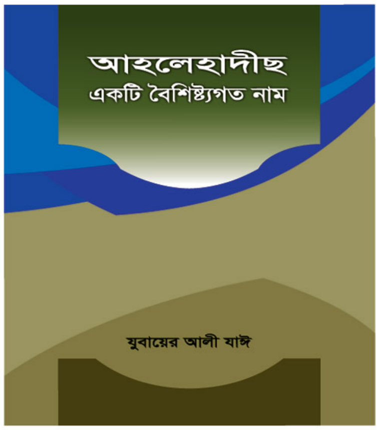
আহলেহাদীছ
একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম
যুবায়ের আলী যাঈ

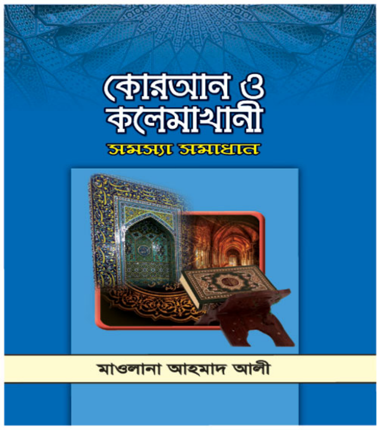
কোরআন ও কলেমাখানী
সমস্যা সমাধান
মাওলানা আহমাদ আলী

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)
একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।

তাওহীদের ডাক
Web : www.tawheederdak.com

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দ্বি-মাসিক 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

ঠিকানা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ), ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheederdak.com

FR

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম

F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM

সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম
সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩,
০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কতৃক প্রকাশিত দেয়ালপত্র সমূহ

ছালাতের মধ্যে পঠিতব্য দো'আ সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০।
আত-তাহরীক পড়ুন!

ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী, ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০।
আত-তাহরীক পড়ুন!

দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)